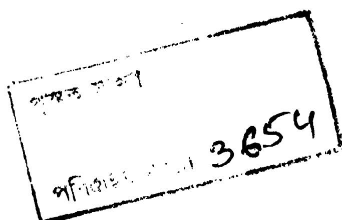


সহজিয়া সাহিত্য



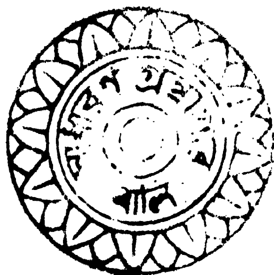
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম্. এ.,
লেক্‌চারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৩২

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 612B—August, 1932—E.



উৎসর্গ

বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

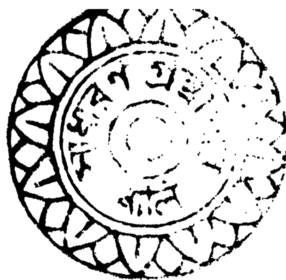
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

এম. এ., বি. এল., বার. এট. ল., এম. এল. সি.,

মহাশয়কে

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত

অর্পিত হইল।



ভূমিকা

সহজ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত ধারণা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করাই সহজ ধর্ম্মের এক মাত্র বিশেষত্ব, এবং সহজিয়ারা কদাচারী। তান্ত্রিকগণের সম্বন্ধেও অনেকে অনুরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহারা এই সকল ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরও অভাব নাই। তাঁহারা যে ভ্রষ্টাচারের লোভে এই সকল ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই রূপ ধারণা যে নিতান্তই অসঙ্গত, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহা পণ্ডিত এবং সাধকগণের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহার সন্ধান করিতে হইলে ধার্ম্মিকদের বিচার না করিয়া এই সকল ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কতকগুলি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে মূর্ত্তি পূজাই হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট বিশেষত্ব, কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র এবং সাধকগণ এই কথা স্বীকার করেন না। দেবতা-পূজা ত দূরের কথা, উপনিষদ্ একমাত্র ব্রহ্মকেও জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, এবং নিরাকার প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। উপনিষদে দেবতারা ঈশ্বর নহেন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী মাত্র। সাংখ্যবেদান্তাদি হিন্দু দর্শনেও দেবতার পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করে নাই। পুরাণাদিতে দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের জন্য, শ্রেষ্ঠ সাধকগণের জন্য নহে। হিন্দু সাধকেরা জানেন যে তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্য বাহিরের কোন

দেবতার পরিতুষ্টি সাধন নহে, কিন্তু নিজেকে জানা, নিজের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করা, অথবা নিজেকে দেবোপম করিয়া "সোহহম্," "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি নীতি-বাক্যগুলির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা। "নিজেকে জান" ইহাই হিন্দু সাধনার সারমর্ম্ম। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কেবলমাত্র এই সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজেকে জানার বিবিধ পন্থাও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধকগণ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, ইহাই নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন। সহজিয়ারাও এইরূপ আত্মোপলব্ধির প্রয়াসী। অমৃতরসাবলী গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।—১৫৮ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র—

সহজ জানিতে সাধ লাগে চিতে
সহজ বিষম বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিহ দড়॥—১৫৯ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ পীরিতি বা প্রেমমার্গ অনুসরণ করিয়া সহজিয়ারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করেন। ইহাই তাঁহাদের সাধনার অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

নিজেকে জানার অর্থ—(১) নিজের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, (২) আত্মার স্বরূপতত্ব উপলব্ধি করা। শরীরের মধ্যে বিবিধ নাড়ী-চক্রাদির সংস্থান কল্পনা করিয়া তান্ত্রিকগণ শরীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সহজিয়ারা তান্ত্রিক মত অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ নাড়ী এবং চক্রের স্থানে সরোবরাদির কল্পনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা মূলতঃ তান্ত্রিকগণের নিকট ঋণী, যদিও সরোবরের পরিকল্পনায় তাঁহারা কিছু নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছেন। সহজিয়া মতে—

আপন শরীরতত্ত্ব জানে যেই জন।
সেই ত পরম যোগী শাস্ত্রের বচন॥

অথবা—

নিজ দেহ জানিলে আপনে হবে স্থির। ইত্যাদি।

শরীরকেও এইরূপে সাধনার বিষয়ীভূত করা হইয়াছে, কিন্তু আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে তাঁহারা এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণ-উপনিষদাদিতে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম (তিনি যে নামেই অভিহিত হন না কেন) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয়, এবং নানারূপ জটিল যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ইহা হৃদয়ঙ্গম করাও অতীব কষ্টকর। অতিশয় তীক্ষ্ণধী না হইলে এই তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করা যায় না। কিন্তু সহজিয়ারা এই জটিলতম বিষয়টি যথাসম্ভব সহজ করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব এই যে ঈশ্বর স্বভাবতঃ প্রেমময়, আর পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জীবাত্মাও উত্তরাধিকারসূত্রে এই প্রেমের প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। অতএব হৃদয়ে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত করাইয়া তাহার অসীম ব্যাপ্তি সমাধা করিতে পারিলেই মানবের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। রাগানুগ-ভজন-দর্পণে আছে—"সহজ ভজন এই শব্দের অর্থ এই যে জীব অনুচৈতন্য-স্বরূপ আত্মা। প্রেম আত্মার সহজ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম যে বস্তুর সহিত একত্র উৎপন্ন হয় তাহা তাহার সহজ।" এই জন্য সহজিয়ারা জ্ঞানযোগমার্গাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রেমের পন্থাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে যেখানে জ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেখানেও তাহা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—শুষ্ক জ্ঞানমার্গ তাঁহারা অনুসরণ করেন নাই।

সহজিয়া মতে রূপ, প্রেম ও আনন্দ সম-অনুভূতি সাপেক্ষ্য, এবং পরস্পর নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। অমৃতরত্নাবলীতে আছে যে প্রেমের গভীর মধ্যে রসের অবস্থিতি, তাহা হইতে রূপের উৎপত্তি হইয়াছে, আনন্দও

তজ্জাত। অতএব সহজিয়ারা রসকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন, এ জন্য তাঁহারা রসিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা রূপধর্ম্মীও বটেন, এ জন্য সহজ ধর্ম্মের অপর নাম রূপধর্ম্ম। প্রকৃত রসিক না হইলে রূপের সত্বা অনুভব করা যায় না, এবং আনন্দেরও উদ্ভব হয় না। অতএব যাঁহারা রসিক নহেন, তাঁহারা সহজ ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারেন না। হৃদয়ের স্থায়িভাবগুলি বাহ্য উত্তেজনায় জাগরিত হইলে মনে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই রস। অতএব রস মনসিজ,—শরীরজ নহে। প্রকৃত রসিক হইলে দ্রষ্টার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হয়,—ভোক্তার পর্য্যায়ে নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রারম্ভকালে যে সকল সংস্কৃত নাটকাদি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভক্তগণকে রাধাকৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করান। পদাবলী-সাহিত্যও এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে, কারণ বৈষ্ণবগণ রসপর্য্যায়ের উপাসক। সহজিয়ারা তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা ধার করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর "রাগাত্মিক পদে," এই গ্রন্থমধ্যে "আসকের পদ" ও "সাধনার পদ" পর্য্যায়ে, মৎপ্রণীত "চৈতন্যপরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে, এবং "রাগাত্মিক পদ-ব্যাখ্যায়" রস ও রসিক সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। সহজ ধর্ম্মের প্রাণের সন্ধান করিতে হইলে এই দিক্ দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস যে সহজিয়ারা তান্ত্রিক প্রথায় সাধনা করেন। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এই মত সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। শরীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সহজিয়ারা তন্ত্রের অনুকরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধন ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণই ভিন্নপন্থী। মৎপ্রণীত "চৈতন্যপরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থের ৬৬-৭৫ পৃষ্ঠায় সহজিয়া সাধনার প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে রসপর্য্যায়ের উপাসনায় শক্তিসাধন তান্ত্রিকতার স্থান থাকিতে পারে না। উভয় সাধনার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণই বিভিন্ন প্রকৃতির।

আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হইতে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। কোন সহজিয়া গ্রন্থে, এবং

ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ইহার সমর্থনযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন একখানাও সহজিয়া গ্রন্থ নাই, যাহাতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যদিও শৈব তন্ত্রের ঋণ সহজিয়ারা অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চরিতামৃত সহজিয়াদের ব্রহ্মসূত্র-স্বরূপ। সহজ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এমন গ্রন্থ নাই, যাহাতে চরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয় নাই। গুরুপর্য্যায়ে সহজিয়ারা যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট গোস্বামিগণের পরবর্ত্তী, এবং শিষ্য স্থানীয়। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিই সহজিয়া-সাহিত্যের প্রারম্ভ সূচনা করিয়াছিল। এই গ্রন্থমধ্যে "গ্রন্থশাখা" বিভাগে সহজিয়াদের যে তিনখানা আদি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। এই সকল কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্ম চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে উৎপন্ন হইয়াছিল।

সহজ সাধনার ক্রম দ্বিবিধ—(১) বাহের সাধন, (২) মনের করণ। এই গ্রন্থমধ্যেই আছে—

বাহের সাধন মনের করণ
সহজ বস্তু যেঁহো লিখাইলা।—১৫৫ পৃষ্ঠা।

এবং

বাহের করণ নহে মনের করণি।—১৫৭ পৃষ্ঠা।

চরিতামৃতেও আছে—

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।—মধ্যের দ্বাবিংশ।

বাহ্য সাধনা বৈধী পর্য্যায়ের অন্তর্গত, ইহাতেই স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার বিধি দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য, সীমাবিশিষ্ট রূপের সাধনার দ্বারা অরূপের অনুভূতি হৃদয়ে জাগরিত করা। প্লেটো তাঁহার বেঙ্কোয়েট নামক গ্রন্থে এই সাধনার দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি সহজিয়া মতে ইহাকে নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের সাধনা বলিয়াই গণ্য করা হয়। সহজিয়ারা ইহাকে বহিরঙ্গ সাধনা

বলেন। যাহারা এইরূপ সাধনায় লিপ্ত হয়, তাহারা সহজিয়া তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাত, কারণ উপাসনার প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের হইলেও সহজ সাধনায় তান্ত্রিকতার প্রভাব একমাত্র এই জাতীয় সাধনাতেই পরিলক্ষিত হয়, অন্যত্র নহে।

মনের করণের সাধনাই প্রকৃত সহজিয়া সাধনা। ইহাও আবার প্রধাণতঃ দ্বিবিধ—(১) জ্ঞানমার্গীয়, (২) রসপর্য্যায়ের। কখনও জ্ঞানরস-মিশ্রিত সাধনাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থমধ্যে "আগম" ও "আনন্দভৈরব" গ্রন্থে জ্ঞানমার্গীয় সাধনার, এবং অমৃতরসাবলীতে জ্ঞান-মূলক রসপর্য্যায়ের সাধনার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। খাঁটি রসপর্য্যায়ের সাধনা রূপধর্ম্মী, ইহাকেই অন্তরঙ্গ সাধনা বলে। বিবর্ত্তবিলাসে বলা হইয়াছে—"অন্তঃস্ফুট ধর্ম্ম এই, বহিঃস্ফুট নয়।" এই সাধনায় ভাবসাগর মন্থন করিয়া তাহা হইতে আনন্দামৃত আহরণ করিতে হয়। তাহা কেমন? যেমন প্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেব নিত্যানন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। ইহাই সহজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এই গ্রন্থমধ্যে ৭৪নং পদে ইহার কিঞ্চিৎ নমুনা মিলিবে।

সহজ ধর্ম্মে স্বকীয়া হইতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকে জানে যে স্বকীয়া অর্থে নিজের স্ত্রী, আর পরকীয়া অর্থে পরের স্ত্রী। বস্তুতঃ লোক-সমাজে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহের করণে সহজিয়ারাও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন, কিন্তু মনের করণের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় ইহারা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা স্বকীয়া শব্দে সকাম সাধনা, এবং পরকীয়া শব্দে নিষ্কাম সাধনা নির্দ্দেশ করেন। কাম ও প্রেম, ঈশ্বরত্ব ভজন, এবং পরমাত্মার সাধনা বুঝাইতেও এই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। গীতার নিষ্কামবাদ এবং উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের এই দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাও সহজ ধর্ম্মের শেষ বক্তব্য নহে। তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া সহজিয়ারা বলিয়া থাকেন যে পরকীয়া হইতে স্বকীয়া শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ এই যে বাহিরের দেবতার পূজা করা অপেক্ষা আত্মোপলব্ধির জন্য সাধনা করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ধর্ম্মের

গোমুখীদ্বারে যে স্রোত কুতবর্ত্মে মুক্তির সন্ধানে বহির্গত হইয়াছিল, অনন্ত সাগরসঙ্গমে আসিয়া তাহাই "স্রোতের উজানে" প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানে সাধনার উদ্দেশ্য এবং মুক্তির পরিকল্পনা আত্মকেন্দ্রীয় অনন্তানুভূতি।

সহজ ধর্ম্মের কতকগুলি প্রধান প্রধান বিশেষত্ব এখানে সূত্ররূপে বর্ণিত হইল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এই গ্রন্থমধ্যেই ইহাদের সন্ধান পাইতে পারেন। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য মৎপ্রণীত "চৈতন্যপরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" এবং "রাগাত্মিক পদ-ব্যাখ্যা"ও পঠিত হইতে পারে। সহজ ধর্ম্মের তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিরাট্ সাহিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা একান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। অথচ এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা লোকমধ্যে প্রচলিত আছে। জগতে [illegible]র্ম্মে কোন বিরোধ নাই, কিন্তু দ্বন্দ্ব ধার্ম্মিকে ধার্ম্মিকে, অথবা [illegible]িকে বা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। অতএব ধার্ম্মিকের বিচার না করিয়া ধর্ম্ম-বিচারেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইতে পারে।

সহজিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কালে অনেক সহজিয়া পুথি আমাকে ঘাঁটিতে হইয়াছে। সেই সময়ে সহজিয়া গ্রন্থাদিতে অনেক সুললিত পদের সন্ধান আমি পাইয়াছি। তাহা সঙ্কলিত হইলে এক বৃহৎ পদাবলীগ্রন্থ গঠিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া একশতটি পদ এই গ্রন্থের পদাবলী-শাখায় প্রকাশিত হইল। ইহার ১-২০ সংখ্যক ২০টি গুরু-বন্দনার পদ ৩৪৩৬নং পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। "মানুষের পদ" পর্য্যায়ে যে সকল পদ সন্নিবিষ্ট হইল, তাহাও প্রধানতঃ ৩৪৩৬নং পুথি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। সেখানেও ইহারা "মানুষের পদ" আখ্যায় বিশেষিত হইয়াছে। "আসকের" ও "সাধনার পদে" অনেক কবির পদ পাওয়া যাইবে। তাঁহারা যে সহজিয়া ছিলেন এমন ধারণা করিবার কোনই কারণ নাই। সহজিয়ারা ঐ সকল বৈষ্ণব কবিগণের পদ নিজস্ব করিয়া লইতে চাহেন; ইহাতেই বুঝা যাইবে যে সহজিয়া ধর্ম্মের প্রকৃতি কি। ২৪, ৮০, ৮৫ প্রভৃতি সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। ঐ পদগুলি পড়িলেই বুঝা

যাইবে যে তাহারা মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত নহে। হয় বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি আখ্যাধারী কোন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা ঐ সকল পদ বিদ্যাপতির নামে সহজিয়াদের দ্বারা রচিত হইয়াছে। এই একশতটি পদের সবগুলিই নূতন নহে, কিছু কিছু পূর্ব্বেও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠান্তরের লোভে সেগুলি এখানে পুনরায় মুদ্রিত হইল। গ্রন্থ-শাখায় পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনখানি মুদ্রিত হইয়াছে। অমৃতরত্নাবলী ও নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

সূচীপত্র

পদাবলী-শাখা

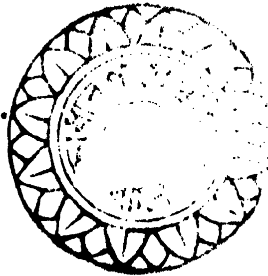
গুরুবন্দনা

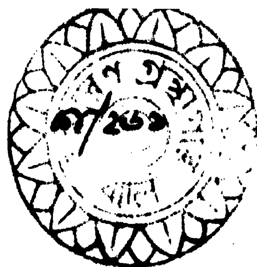
মানুষের পদ

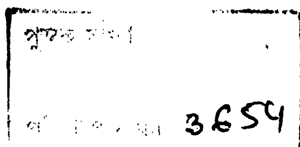
আসকের পদ

সাধনার পদ

গ্রন্থ-শাখা







সহজিয়া সাহিত্য

পদাবলী শাখা

১

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। গুরুপদ্য লিখ্যতে।

প্রথমে বন্দিলাম গুরু- শ্রীচরণ কল্পতরু
শ্রবণে হরয়ে পাপরাশি।
শ্রবণেতে পাপসিদ্ধি দরশনে সর্ব্বসিদ্ধি
পরশনে কলুষবিনাশী॥
শ্রীগুরু-চরণ-জল ভক্ষণে অনেক ফল
হয় মোক্ষ প্রসাদ-ভোজনে।
গুরু অন্ত গুরু তন্ত্র গুরু সে পূজার মন্ত্র
গুরুর মহিমা কেবা জানে॥
গুরুকে মনিস্ত কয় তার গতি নাই হয়
মন্ত্রকে অক্ষরী করি লেখে।
শালগ্রাম-শিলা বন্দি নহে তার মন্ত্রসিদ্ধি
অঘোর নরকে গিয়ে ঠেকে॥
গঙ্গা-আদি তীর্থস্থান গয়া-আদি পিণ্ডদান
গুরুর সমান তবু নয়।
যত দেখ সেবাশ্রম সকলি মনের ভ্রম
ভাবিলে গুরুর দেহে হয়॥

ভণে নিধিরাম দ্বিজে না ভজিনু গুরুপদে
না জানি কি হবে পরিণামে।
আমি পাপী দুরন্ত পাপের নাইক অন্ত
এবার তরাও নিজগুণে॥

২

গুরুরূপে কৃষ্ণ আপনি ভগবান্।
এই কথা শুন সাধু পুরাণ প্রমাণ॥
শ্রীকৃষ্ণ আপনে হন স্বয়ং শ্রীগুরু।
বৈষ্ণবরূপেতে হন বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
তিনে এক দেহ হয় শুন ভক্তগণ।
অতি বড় নিগূঢ় কথা এ সত্য বচন॥
এই তিনে এক করি যেই জন জানে।
ধন্য হয় সেই জীব এ তিন ভুবনে॥
এই তিনে যার রতি সেই ধন্য হয়।
ফুকরি ফুকরি শাস্ত্র গ্রন্থকার কয়॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে করহ সাধন।
এ তিনের কৃপা হইলে বাঞ্ছিত পূরণ॥
রতি শুদ্ধ করি কর সাধন ভজন।
নৈষ্ঠিকে পাইল ব্রজে যত গোপীগণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
দীন নরোত্তমে মাগে চরণে শরণ॥

৩

নম নম গুরুদেব দয়া কর দীনহীন জনে।
মমাতি ভক্তি স্তুতি প্রণতি চরণে॥

গুরুদেব জগন্নাথ জগতের গুরু।
ওপদ সমান নহে কোটী কল্পতরু॥
সরোবর-সলিলে সরোজ-শিশু-জ্ঞান।
ফুটে যদি তোমার চরণে করে ধ্যান॥
এ বড় আশ্চর্য্য মনে পাদপদ্ম ফুটে।
ভাবিলে ভাবুক জনা কত ভাব লুটে॥
কত গুণ চরণের কহন না যায়।
পাপ-চান্দ কত কত পরশে শুখায়॥
সেই বাক্‌সিদ্ধ বীর বীর ধন্য শুচি।
উচ্ছিষ্ট খাইতে প্রভুর রহে যাঁর রুচি॥
গুণের অধিক গুণ বর্ণিতে কে পারে।
বুদ্ধিসাদ্ধ নহে সে বর্ণনে বর্ণ হরে॥
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন।
এ শরীরে হইয়াছে অপূর্ব্ব গ্রহণ॥
জ্ঞান-চন্দ্র অজ্ঞ-রাহুতে গিলেছে।
সে নহে নয় দণ্ড, সদা কাল আছে॥
একা নহে রাহু-সঙ্গে সৈন্য ছয়জনা।
চড়ে পাছে দণ্ডে দণ্ডে দিয়া কুমন্ত্রণা॥
মন যে আমার সে মনের মত নয়।
রাহু-অনুগত সে রাহুর মত কয়॥
কুপথে কুকর্ম্মে মন করিছে বিহার।
আমি বলি ভাল ভাল সেহ বলে আর॥
যুক্তি করি মুক্তিপথ করিছে বারণ।
ভাবিতে না দেয় প্রভু তোমার চরণ॥
দয়া কর দয়াময় শ্রীনাথ আমার।
মুক্ত কর এই দায় এ পাপ সংসার॥
রাহুগণে জ্ঞানোদয় হইবে যখন।
অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয়জন॥

জন্মিয়া হই যেন দাসের অনুদাস।
এই ভিক্ষা চাই গুরু পূরাও অভিলাষ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলিছে পদতলে।
মন মোর থাকুক গুরুর চরণকমলে॥

৪

চৈতন্য বলেন মন করহ স্মরণ।
কৃপা করি গুরু তোমায় কৈল মন্ত্রদান।
মন্ত্র দিয়ে সাধু স্থানে কৈল সমর্পণ॥
* * করি প্রভু লইল তখন।
গুরুর আজ্ঞায় সাধু-সঙ্গে শরীর-শোধন॥
ক্রমে ক্রমে ঘুচে তার দারুণ বন্ধন।
কর্ম্মবন্ধ ঘুচি তার কৃষ্ণানুস্বার্থ হয়।
তবে সব জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
একান্ত করিয়া কর শ্রীগুরুর ভজন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ পাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
একাদশ ইন্দ্রিয়গণ বশ যে করিলে।
তবে সে পরমানন্দ পাবে কুতুহলে॥
বিষের অঙ্কুর তবে প্রফুল্ল হইব।
শাখা পল্লব ফল ফুল জনমিব॥
নরোত্তম দাসে কহে মনের অভিলাষ।
জন্মে জন্মে হয় যেন নিকুঞ্জে বিলাস॥

৫

গুরুরূপে মন্ত্র দিয়ে মোরে আজ্ঞা কৈল।
সাধুসঙ্গ কর বলি আজ্ঞা যে হইল॥

এই আজ্ঞা যেই জন করএ লঙ্ঘন।
তাহার নিস্তার নাই এ সত্য বচন॥
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে জগজ্জনে।
অতএব নরবপু করয়ে সাধনে॥
জ্ঞানযোগে সাধিব জ্ঞান জ্ঞানে দেহ মন।
সাধ্য-সাধন কর শ্রীগুরু-চরণ॥
কহেন শ্রীনরোত্তম শুন আরে ভাই।
কলি-ভব তরাইতে আর কেহ নাই॥

৬

শ্রীগুরুচরণ করহ ভজন
জগত মোহিত যারা।
জগতে কি গুণে শয়নে-স্বপনে
কাহার লাগিয়ে ঝুরা॥
নাইকা হইয়া বস্তু জানাইয়া
সামান্য রসেতে মাতে।
ইকুল উকুল দুকুল পাথারে
পড়িয়ে তরঙ্গ-মাঝে॥
অগাধ সলিলে প্রেমেরি হিল্লোলে
সদাই বাড়এ ঢেউ।
সেই সে পেয়েচে সেই সে রেখেচে
আর না বুঝএ কেউ॥
বহু ভাগ্যে জানি কোটী মধ্যে গণি
সেই সেই হবে পার।
নরোত্তম কয় সাধুসঙ্গ হয়
উপায় নাহিক আর॥

৭

শুনহ পামর মন।
শ্রীগুরুচরণ না করি স্মরণ
ঘুচাইলে প্রেমধন॥
দারুণ সংসারে সদা প্রাণ দহে
সোয়াস্তি নাহিক পাই।
বিষানলে সেই জারিলেক দেহ
কি দশা হইল ভাই॥
পাপেতে হইল এ দেহ আমার
বিষয়ে হইনু রত।
সাধন-পূজন স্মরণ-ভজন
বারণ করিনু যত॥
দেহের স্বভাবে পিরীতি করহ
কি লাগি কিসের আশে।
শ্রীগুরুচরণ করহ স্মরণ
কহে বৃন্দাবনদাসে॥

মন, শ্রীগুরুচরণ সেব অনুক্ষণ
ছাড়ি অন্য অভিলাষ।
অনুগত হয়ে সাধন করিয়ে
ব্রজেতে করহ বাস॥
নামাশ্রয় এক মন্ত্রাশ্রয় দেখ
দুই প্রবর্ত্তক হয়।
ভাবাশ্রয় এই রসাশ্রয় এই
প্রেমাশ্রয় সবে কয়॥

এ দুই রাখিয়া ভাবাশ্রয় হইয়া
সাধন হইবে যবে।
রসাশ্রয় প্রেম আরোপ হইবে
সাধন হইবে তবে॥
শিক্ষাগুরুগণ দেহ শ্রীচরণ
নিবেদন করি আমি।
বৃন্দাবনদাসে করহ প্রসাদে
কেবল তারণ তুমি॥

৯

প্রণমহ গুরুদেব তারিবে নরক-ভোগ
শিরে বন্দ যুগল চরণ।
যাহার কৃপাতে ভাই এ ভব তরিয়ে যাই
দিবানিশি করহ স্মরণ॥
গুরু বিষ্ণু গুরু ব্রহ্ম গুরু যজ্ঞ দান ধর্ম্ম
গুরু হন দেব মহেশ্বর।
গুরুকে অধিক আর কি আছে সংসার-মাঝ
গুরু দেব সর্ব্ব-পরাৎপর॥
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দ হয়ে একমন
তবে বন্দ ভক্তের চরণ।
গোকুলের নাথ কৃষ্ণ বন্দ জোড় করি হস্ত
চন্দ-যিনি সুন্দর বদন॥
মাণিক জিনিয়ে শোভা সুন্দর বদন-আভা
শিখিপুচ্ছ ভাল শিরে শোভে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা বিরাজিত
ভ্রমরা ভ্রমরী ধায় লোভে॥

চরণে নূপুর বাজে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম সাজে
অধরেতে শোভে মুরলি।
কটীতটে পীতবাস মুখে মৃদু মৃদু হাস
যশোদা-দুলাল বনমালী ॥
যশোদা-দুলাল হরি কবে নিবে কৃপা করি
এ অধীনের কেশেতে ধরিয়া।
দ্বিজ গঙ্গারামে কবে মধুমতি সঁপে দিবে
যুগল চরণ-সেবা দিয়া ॥

১০

ভজ চৈতন্য কহ চৈতন্য লহ চৈতন্যের নাম।
যে জন চৈতন্য ভজে সেই ভাগ্যবান্ ॥
চৈতন্যবিহনে জীবের নাহিক নিস্তার।
সকাম সুখেতে মেতে যায় ছারখার ॥
যে পথে আইল জীব সেই পথে যায়।
অজ্ঞান-পামরে বলে যমে লয়ে যায় ॥
চৈতন্যবিহনে জীবের সংসার-ভ্রমণ।
চৌরাশী ভ্রমিয়ে করে নরকে গমন ॥
এমন দয়াল প্রভু হয়েচে না হবে।
না মাগিলে প্রেমধন কে আর বিলাবে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রেমের ভাণ্ডার।
যাহা হইতে হয় জগতে প্রেমের সঞ্চার ॥
পরম দয়াল মোদের নিত্যানন্দ গুণী।
যাহার প্রেমেতে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ ঋণী ॥
এ হেন নিতাই-চান্দে যে জীবে না মানে
অনল ভেজাবে তার মন্দ মুখ খানে ॥

এতেক বলিয়ে যদি না মানে নিতাইরে।
তবে লাথি মার তার শিরের উপরে॥
নিত্যানন্দদাস বলে কে যাবি আয় পারে।
বিনি মূল্যে নিত্যানন্দ সবারে পার করে॥

১১

শ্রীগুরুচরণ করহ সেবন
ছাড়হ সংসার-মায়া।
এ ভব-সংসারে কেন নর ঘুরে
লইয়ে শোকের কায়া॥
এ ভব সংসারে জনম লভিলে
হরি সাধিবার তরে।
সে হরি ভুলিয়া স্বসুখে মজিয়া
কেন নর মিছা ঘুরে॥
না কর সাধন না হের চরণ
না সেব আপন গুরু।
মালা মুদ্রা লয়া বেশ বানাইয়া
নিজে হলে কল্পতরু॥
স্বরঙ্গের কর্ম্ম আপনি লইলে
ধামান্তরে যেতে হবে।
সামান্ত প্রকৃতি- বিলাসী হইলে
সামর্থ্য কেমনে পাবে॥
সামান্ত প্রকৃতি প্রাকৃত সে রতি
বেশ্যামধ্যে তারে গণি।
প্রকৃতি লইয়া বিলাস করিয়া
কে কোথা পেয়েচে মণি॥

শুনহ সাধন চৈতন্যভজন
ছাড়হ সুখেরি আশ।
বিনয় করিয়ে কহে ধীরে ধীরে
শ্রীনিত্যানন্দদাস॥

১২

ভজহ চৈতন্য দেহ কর ধন্য
ছাড়হ দেহেরি আশ।
চৈতন্যচরণ সাধন করিলে
এড়াবে মায়ারি ফাঁস॥
চৈতন্য বিহনে কেন অচেতনে
মররে সংসার-কূপে।
অভিমান-মদে মাতিয়ে রহিলে
বজ্র পড়িল বুকে॥
শূকরের বিষ্ঠা- প্রতিষ্ঠাতে নিষ্ঠা
কুলের গরবে থাক।
আপনার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া
কাহার ভরসা রাখ॥
জাতি বিদ্যা ভয় থাকিতে ভক্তি নয়
যাহাতে কুমতি ঘটে।
ছাড়হ এসব নরকের ভোগ
দাণ্ডাহ চৈতন্য-হাটে॥
নিত্যানন্দদাস কহে বার বার
শুনিয়ে না শুন কেনে।
শমন-দমন না ইথে হইবে
জন্ম যাবে অকারণে॥

১৩

দয়া কর হরি কৃপার সাগর
পড়িলাম সংসার-নাটে।
সংসারী সকামী সঙ্গেতে রহিয়া
মিছা বাক্যে প্রাণ ফাটে॥
যতেক জঞ্জাল হয় মায়া-জাল
সংসারে বেড়িয়া আছে।
কেহ কার নয় স্বসুখে রময়
দাণ্ডাইবে কার কাছে॥
লোভী কামী জন বলে কুবচন
তিলেক না ডরাই তাকে।
কাণার বচন শুনে কোন্ জন
কেবা পুছয়ে তাকে॥
এই মনে ভয় শুন দয়াময়
কৃপার সাগর হরি।
পাছে তাঁর নামে কলঙ্ক রটয়ে
এ মোর ভাবনা ভারি॥
নিত্যানন্দদাস কহিছে কাতরে
নামের বড়াই রাখ।
সংসার-ঘোরেতে ঘেরেচে আমারে
কি নিশ্চিন্তে বসে থাক॥

১৪

কহিয়ে নির্য্যাস সাধক সার।
ইহা বই সাধ্য নাহিক আর॥
বিষ্ণু দেহে আছে প্রবল বাণ।
তাহার সহিত সাধিবে নাম॥

প্রকৃতি পরশ না কর মনে।
নিরবধি ডাক যুগল নামে॥
প্রিয় সে কজন না কর হেলা।
যাহাতে স্ফুরিবে চৈতন্যলীলা॥
যে কালে গৌরাঙ্গ ব্রজেতে চলে।
নির্ঝরের জলে স্নানাদি করে॥
উপয়ে অনল নামের সনে।
অবিশ্বাস কভু না কর মনে॥
অবিশ্বাসে হয় নরকে গতি।
বিশ্বাসে পাইয়ে ব্রজেতে স্থিতি॥
কহে নিত্যানন্দ এ কথা সার।
ইহা বিনে সাধ্য নহিক আর॥

১৫

সামান্য প্রকৃতি প্রাকৃত সে রতি
পরশ না কর তার।
তাহার পরশে যত দুঃখ ফলে
কি কব বিচার তার॥
বল বুদ্ধি হত মলিন হয় চিত
অশেষ রোগেতে ঘেরে।
হারায় রতন যত প্রীতি-ধন
মিছে কাজে ঘুরে মরে॥
আপন আপন বলে নিরবধি
মরিলে কে কোথা রবে।
কোথা পুত্রবধু কোথা পরিজন
শমনে লইয়ে যাবে॥

না ভজিয়া হরি মিছা মরে ঘুরি
বিষম মায়ার নাট।
জন্মিয়ে মরণ না হইল কেন
পাতিল দুখেরি হাট॥
কহে নিত্যানন্দে বিষম প্রবন্ধে
কেন মর জীব ঘুরে।
চেতন করিয়ে চৈতন্যেরে ডাক
শমন পালাবে দূরে॥

১৬

বার বার বলি শুনহ জীবে।
কেন মর ঘুরে দুখেরি ভবে॥
কি সুখে মজিলা ভুলিয়া হরি।
কেবা পুত্রবধূ কে তোর নারী॥
মিছে কাজে কেন বহালি কায়া।
মরিলে কে তোরে করিবে দয়া॥
কামমদে মেতে সদাই থাক।
স্বসুখী হইয়ে কাহারে ডাক॥
পান কর সদা অভিমান মদে।
এত পীয় তবু না মিটে খেদে॥
নিত্যানন্দদাস কহিছে ভাই।
ভজিলে চৈতন্য ব্রজেতে যাই॥

১৭

শুনহ শুনহ সকল জীবে।
যাহারে সাধিলে হরিকে পাবে॥

আহার করিলে দেহ সে রয়
অধিক আহারে আয়ুর ক্ষয় ॥
অধিক আহারে মন্থন বাড়ে।
মন্থন করিলে আয়ু সে ছাড়ে ॥
নিদ্রাগত দেহ তাহাতে হয়।
নিদ্রা আকর্ষণে শমনে লয় ॥
নিদ্রা আকর্ষণে যে জন থাকে।
বহু অপরাধ ঘেরয়ে তাকে ॥
আপনার দোষে আপনি মরে।
জগতে কে তারে রাখিতে পারে।
নামাশ্রয় হয়ে সাধিল যারা।
সে জন হইল জীয়ন্তে মরা ॥
নামের আশ্রয়ে প্রেমের স্থিতি।
প্রেমাশ্রয়ে মিলে গোকুল-পতি ॥
রাগেতে প্রেমেতে সাধিল যে।
তাহার সমান আছে বা কে ॥
ভাবেতে যাহার হইবে গতি।
ব্রজপুরে তার হইবে স্থিতি ॥
কহে নিত্যানন্দ এ বই নাই।
ভাবাশ্রয় হইলে ব্রজেতে যাই ॥

১৮

শুনরে স্বসুখী জীবন মহাদুঃখী
নিজ দুঃখে কেন মর।
আপনার হাতে গরল লইয়া
আপনি আহার কর ॥

হেদেরে দুর্ম্মতি কে নিল সৎমতি
তোমার প্রীতির ধন।

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

স্বয়ঙ্গের কর্ম্মী আপনে হইলে
পিতৃ-অপরাধী হলি।
নিত্যানন্দ কহে ধিক্ ধিক্ জীব
আপনার দোষে গেলি॥

১৯

ভজ আরে মন চৈতন্য-চরণ
ভকতের সঙ্গে থাক।
নিশ্বাসে নিশ্বাসে চেতন করিয়া
শ্রীচৈতন্য বলে ডাক॥

চৈতন্য-বিহনে কেন অচেতনে
মররে সংসার-কূপে।
বিষয়-বিষ্ঠাতে মাতিয়ে রহিলি
শমন এড়াবি কিসে॥

শমন-দমন চৈতন্যেরি নাম
চেতন করিয়া ডাক।
নিত্যানন্দদাস কহে বার বার
কেন অচেতনে থাক॥

২০

মন কেন মর বিষয়-সংসারে
তেজহ আপন মায়া।
স্বসুখী হইয়া কামেতে মজিলি
কে করিবে তোরে দয়া॥

মা বল যাহারে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
কেবল মায়ার ফাঁসি।
পিতা বল যারে ব্রহ্মাণ্ডের জন,
সে হয় দুঃখের রাশি॥

ভ্রাতৃ-বন্ধু বলি বলহ যাহারে
কেবল কামেরি দাস।
তোমারে স্বসুখী দেখে সর্ব্বজন
গলে দিল কাল-ফাঁস॥

স্ত্রী-পুত্র বলিয়া বলহ যাহাকে
কেবল মায়ার ফাঁসী।
সেই পুত্রবধু স্বসুখী পাইয়া
তোমারে করিল দাসী॥

দিনে দিনে ক্ষয় দেহ-চন্দ্র হয়
না নিলি দর্পণ করে।
নয়ন মলিন বদন মলিন
বল না কাহার তরে॥

অসতের সঙ্গে সঙ্গ করিয়া
কেন বহাইলি দেহা।
কালা কামী জন সংসারি কারণ
ছাড়না তাহার লেহা॥

সংসার তেজিয়া হরি না ভজিলি
শমন এড়াবি কিসে।
নিত্যানন্দদাস কহিছে,—"পাগল,
মরিলি আপন দোষে॥"

মানুষের পদ

২১

মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ-ধন॥
ভরমে[1] ভুলয়ে সব[2] লোকজনে[2]
মরম নাহিক জানে।
মানুষের প্রেম[3] নাহি জীবলোকে
মানুষে সে প্রেম জানে॥
যে জনা মানুষ সে জানে মানুষ
মানুষে মানুষ চিনে[4]।
এ লোক মানুষ এ দুই বিরল[5]
মানুষে মানুষ জানে॥

১ সাপ, ভুবনে।
২ সাপ, এ সব লোক ; বিপু ২৩৮৩, সব লোকগণ।
৩ সাপ, প্রেমা।
৪ বিপু ৩৪৩৬, এই পঙ্‌ক্তি এবং পূর্ববর্ত্তী তিন পঙ্‌ক্তি বাদ।
৫ ঐ, আধর।

মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেই সে মানুষ-সার।
মানুষ-লক্ষণ মহাভাবগণ[১]
মানুষ[২] ভাবের পার[২] ॥
মানুষ[৩] নাম বিরল ধাম
বিরল তাহার রীতি।
চণ্ডীদাসে কয় সকলি বিরল
কে জানে তাহার রীতি ॥[৩]

অন্যত্র—

মানুষ যে জন কহিবে কথন
কে বুঝে তাহার রীত।
শ্রীনন্দ-নন্দন রসিক-জীবন
তাহা কর সদা প্রীত ॥
সহজ পীরিত সহজ চরিত
সহজে সহজ-বাসী।
শান্ত কৃষ্ণদাস হৃদে অভিলাষ
সহজে মন রহু পশি ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি সাহিত্যপরিষদের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৮১৯ নং পদে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬ ও ২৩৮৩ নং পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই ত্রিবিধ পাঠের সমন্বয়ে উদ্ধৃত পদটি গঠিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় পাঠান্তর নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১ সাপ, মহাভাগ্যবান্।

২-২ ঐ, মানুষ সবার পর ; বিপু ৩৪৩৬, মানুষে মানস জার।

৩-৩ এই চারি পঙ্‌ক্তি, বিপু ৩৪৩৬ নং পুঁথিতে নাই, তৎপরিবর্ত্তে পরবর্ত্তী আট পঙ্‌ক্তি তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে প্রায় একই পদে দুই কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে ; অতএব পদটি চণ্ডীদাসের, কি শান্ত কৃষ্ণদাসের তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

মন্তব্য :—সহজিয়ারা মানুষ ভজনা করে। মানুষ-সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কি, তাহা এই পদে জানিতে পারা যায়। উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত লোক সহজ সাধনার অধিকারী, এবং ঐরূপ লোক পাইলেই তাহাকে অবলম্বন করিয়া সহজ সাধনা করিতে হয়। পরবর্ত্তী পদগুলিতেও মানুষের নানাপ্রকার বিশিষ্টতা বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। নিত্যাক্ষ শ্রীনন্দনন্দন জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁহার আদর্শে সহজ মানুষের লক্ষণ সহজিয়ারা কল্পনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পদগুলি দ্রষ্টব্য।

২২

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ প্রকার [১]
মানুষ বাছিয়া লেহ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
সংস্কারা [২] মানুষ-[২] দেহ॥
সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই
সামান্য মানুষ [৩] নাম।
জীবনে মরণে করে [৪] গতায়াত [৪]
ক্ষীরোদ-সায়রে ধাম॥
গোলোক ভিতরে [৫] অযোনি মানুষ
নিত্যস্থানে [৬] সদা রয়।
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলাকারী [৭] যেবা হয়॥

১ সাপ, মানুষ। ২-২ ঐ, মানুষ সংস্কার।
৩ ঐ, তাহার। ৪-৪ সাপ, করে গতাগতি ; বিপু, গতাআত তার।
৫ সাপ, উপরে। ৬ বিপু, ভিন্ন স্থানে। ৭ সাপ, লীলাকারা।

গোলোক[১] উপরে দিব্য[২] বৃন্দাবন
সহজ মানুষ জন[৩]।
আনন্দে মগন রহে দুইজন
চণ্ডীদাস[৪] ইহা কন[৫]॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৮১৮ নম্বরের পদে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৮ নম্বরের পুঁথিতেও পাওয়া গিয়াছে। পাঠান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মন্তব্য :—নরোত্তম ও চণ্ডীদাস এই উভয়ের ভণিতাই পদটিতে পাওয়া যাইতেছে।

২৩

সহজ মানুষ কোথাও নাই।
খুঁজিলে তাহারে নিকটে পাই॥
যোনিতে জনম তাহার নয়।
তাহার জনম রাগেতে হয়॥
রাগেতে জনম বিষম বড়।
রাগানুগা তারে কহি যে দড়॥
মরার সঙ্গে সম্বন্ধ করে।
তবে সে মরাতে সম্বন্ধ ধরে॥
মরার সঙ্গে সতত বাস।
এ তনু ছাড়ল তাহারি আশ॥
মরা তনু যদি কাটয়ে রা।
তবে সে লাগয়ে প্রেমের বা॥

১ পাপ, তাহার। ২ ঐ, নিত্য। ৩ ঐ, জানে।
৪-৫ ঐ, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে; বিপু, নরত্তম ইহা কন।

মহাজনে কহে অমিয়াবাসী।
মোর মন রহু সহজে পশি॥
চণ্ডীদাসে কহে এ বড় গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক না বুঝে মূঢ়॥

২৮৮।

মন্তব্য :—রাগেতে সহজ মানুষের জন্ম হয় এবং সে জীয়ন্তে মড়ার মত থাকে, ইহাই তাহার বিশিষ্টতা।

২৪

মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
মানুষ নিগূঢ় কথা।
কেমন মানুষ কিবা প্রেমরস
মানুষ বসতি কোথা ?
পীরিতি-সায়রে তাহার মাঝারে
তাহার নিগূঢ় ভজে।
বসতি জানিলে মানুষ হইবে
মানুষ পাইবে সে যে॥
বেদবিধি-পার বেভার আচার
বেদ বিষ্ণু নাহি জানে।
মানুষের তত্ত্ব অতি অদ্ভুত
কেবা কহে, কেবা জানে॥
মানুষ-চরিত্র অতি বিপরীত
যে জানে সেই সে জানে।
সকল জগত করে আনন্দিত
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

২৩৮৩।

মন্তব্য :—এখানেও দেখা যাইতেছে যে বিদ্যাপতির নামে পদ রচনা করা হইয়াছে। মানুষ-সম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা ইহাতেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এইজন্য তত্ত্বের হিসাবে এই পদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

২৫

মানুষ বলিয়া একটি কথা
বুঝিতে বিষম * ।
মানুষ-ধরম মানুষ-করম
* * বড় ॥
সেই সে মানুষ কে ?
প্রেমের বিচার পীরিতি আচার
রসের রসিক যে ॥
* * বলি পীরিতি কেমন
কোন্ রসের রসিক * ।
প্রেমের পীরিতি— রসে রহে স্থিতি
রসের * * ॥
রসিক রসিক অনেকে বলয়
কেহত রসিক নয়।
মরম বুঝিয়া বিচার করিলে
কোটিতে গুটিক হয় ॥ [১]
রসের মাধুরী পীরিতি চাতুরী
সদা করে আস্বাদন।
জ্ঞানদাসেতে ভণে মানুষ-লক্ষণে
দুর্লভ মানুষ-আচরণ ॥

২৩৮৩।

১ এই চারি পঙ্‌ক্তির সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৭ সংখ্যক পদের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি তুলনীয়।

২৬

পীরিতি[১] প্রকৃতি একত্র করিয়া
মগনে রহিবে নীতি।
অঙ্গে[২] অঙ্গে পরাণে[৩] পরাণে[৩]
এমতি[৪] রাগের রীতি॥
সিদ্ধ-ভজন সাধক-করণ
বিচার[৫] করিয়া নিবে।
মানুষের[৬] সনে পীরিতি করিয়া
মানুষ হইয়া রবে[৬]॥
নয়ানে নয়ানে বয়ানে[৭] বয়ানে[৭]
যেমন জলের মিল।
আরোপিয়া[৮] রূপ হইয়া স্বরূপ[৮]
কভু না বাসিও ভিন॥
সেই[৯] প্রেম আশ আলম্বন বিষয়
আশ্রয় করিয়া লবে[৯]।
পীরিতি[১০] নগরে যাহার বসতি
সেই সে দেখিতে পাবে[১০]॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি ৩৪৩৬ ও ২৮৮ নম্বরের পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। পাঠান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১ ২৮৮, প্রেমের। ২ ৩৪৩৬, অন্তরে অন্তরে।
৩ ঐ, একত্রে থাকিবে। ৪ ঐ, যেমন। ৫ ঐ, একান্ত।
৬-৬ ঐ, পীরিতি নগরে বসতি করিলে তবে সে দেখিতে পাবে।
৭-৭ ঐ, পরাণে পরাণে। ৮-৮ ঐ, আরোপে আরোপে দেখিতে স্বরূপে।
৯-৯ ঐ, আশ্রয়ে আশ্রয়ে, বিষয় আশ্রয়ে, রতির আশ্রয় হবে।
১০-১০ ঐ, ইহা না জানিলে, যাইতে নারিবে, ভুলিয়া মরিবে তবে।

কহে নরহরি মানুষ[১] মাধুরী[১]
বলিলে কহিলে নয়।
প্রেমের পীরিতি যাহার অন্তরে
সেই সে তাহারি হয়॥

২৮৮।

২৭

ছার লোকে না জানে মানুষ বলি কারে।
মানুষের রীত দেখি লোকালোক মরে॥
মানুষ দেবের সার।
যার প্রেম জগতে প্রচার॥
জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারে বলি।
প্রেম-পীরিতি-রসে মানুষ করে কেলি॥
মানুষের প্রেমলীলা গুপ্ত সব কাজে।
মানুষের ধর্ম্ম নহে লোকের সমাজে॥
তিন লোক চা'য়া আছে ইসব ধিয়ানে।
ঈশ্বর মানুষ সব কেহ নাই জানে॥
পরকীয়া রস * * মানুষের হয়।
লোচন বলে এই হয়, ঘুচিল সংশয়॥

২৩৮৩।

মন্তব্য :—মানুষ প্রেম-পীরিতি-রসে কেলি করেন, এবং তিনি দেবতারও শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বিবৃতি অন্যান্য পদেও পাওয়া যায়। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, এইভাবে সহজিয়ারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে প্রেমময়, এবং জগতে অদ্ভুত প্রেম-লীলা করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য ধারণা। তাঁহাদের প্রেমের উপাসনা এই আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১-১ ৩৪৩৭, এ সব চাতুরী।

২৮

ব্রজেন্দ্রনন্দন যারে কহে।
তেহ নিত্যধাম-কর্ত্তা বিশুদ্ধ সত্ব ভাগবতা
তেন প্রকাশ কোন কালে নহে॥
সচ্চিৎ-আনন্দ সেহ মধুর মধুর দেহ
দুঃখশোকবিচ্ছেদ নাহি তার।
মহামধু হইতে মধুর * * *
নিত্যধামে সদাই বিহার॥
সে কারু নন্দন নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন কহে
বাল্য পৌগণ্ড নাহিক যাহার।
কৈশোরেতে সদা স্থিতি ধামে নাহি দিবারাতি
ক্রীড়াবিশ্রাম নাহিক তাহার॥
নির্গুণ গুণের সীমা নাহিক তার উপমা
আপন মাধুর্য্যে সদা আশ।
আপনে আপন প্রেম করে সদা আস্বাদন
আপনি আপনা হয় বশ॥
সে মানুষ হবার আশে লোকেশ্বর অভিলাষে
নিরবধি করেন চিন্তন।
ঐশ্বর্য্য ছাড়িতে নারে সদা মানসে বিচারে
মানসিক লীলার করণ॥ ইত্যাদি।

বিবর্ত্তবিলাস।

মন্তব্য :—নিত্যধামকর্ত্তা ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিবার জন্য স্বয়ং লোকেশ্বর নিরবধি ধ্যান করিতেছেন। রসকদম্বকলিকা গ্রন্থে আছে—"সহজ বস্তু হয় সেই ব্রজেন্দ্রকুমার॥"

২৯

কেবা সে প্রকৃতি পুরুষ কেবা।
কে কারে মানুষ করয়ে সেবা॥
প্রকৃতি বলিয়া বলায় জগত।
প্রকৃতি কি বস্তু না জান এ তত্ত্ব॥
সত্ত্ব রজ তম প্রকৃতি আশ্রয়।
প্রকৃতি পরপুরুষ আশ্রয়॥
অতি সত্ত্ব-পুরুষ কহিতে না পারি।
না কহিলে কেহ নহে ইহার অধিকারী॥
অতি সত্ত্ব-পুরুষ মানুষ আশ্রয়।
মানুষ সভার শ্রেষ্ঠ সার *য়॥
কত মত আছেত কত জনে।
*স্ত না জানে সেই রাধার স্মরণে॥
সেইত মানুষের অদ্ভুত চরিত।
অদ্ভুত শৃঙ্গার তার অদ্ভুত চরিত॥
মানুষ সেই জগতের সার।
লোচন কহে মহাবিষ্ণু না জানে
কেমনে জানিবে জীব ছার॥

২৩৮৩।

মন্তব্য:—যিনি নিত্যদেবরূপে মহাবিষ্ণুরও সৃষ্টিকর্তা। যিনি পরমপুরুষ, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য। উপনিষদের ব্রহ্মের পরিকল্পনা এখানে আছে।

৩০

মানুষ ভাবেতে মানুষ ভজন
যে জনা মানুষ হয়।
মানুষে মানুষ আচ্ছাদন করে
সেই সে মানুষময়॥

মানুষ বলিয়া জানে যবে হিয়া
আর না ভাবিহ মনে।
মানুষ ভজন করে গোপীগণ
দেহ দিয়ে তার সনে॥
মানুষের নাম বিরলের ধাম
মানুষ তাহার রীতি।
মানুষ বলিয়ে জানে যার হিয়ে
নাহিক বিচার তথি॥
মানুষ-আকৃতি মানুষ-প্রকৃতি
যে জনা যেরূপে জানে।
মানুষ-চরণে নন্দলাল ভণে
সেই কিছু নাই মানে॥

৩৪৩৬

৩১

রসের সায়রে রসিক জনমিল
রস সে বলিব কারে।
কেবা কোথা পাল্য কেবা আস্বাদিল
কে তাহা বলিতে পারে॥ [১]
অমিয়ার সার রস নাম তার
রসের তিনটি ধার।
নিতি নব নব রসে অনুভব
বুঝিতে শকতি কার॥

[১] এই চারি পঙ্‌ক্তির সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৮৭ সংখ্যক পদের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি তুলনীয়।

অমিয়ার নিধি মথি নিরবধি
তাহে উপজিল রস।
পতিব্রতা বলি অমিয়া ভকতি
পতি-গতি এই রস ॥
রসের মাধুরী সভা হ'তে ভারি
বুঝিতে শকতি কার।
এ রস বিরল অদ্ভুত সকল
ইহাতে মানুষ-অধিকার ॥
চণ্ডীদাসে কহে পাইতে বিষম
এই ত মানুষ-রস।
যাহার আলাপে দুঃখ-ভয় ভাঙ্গে
সভা হৈতে পরম সরস ॥ [১]

২৩৮৩।

মন্তব্য :—অমৃতরূপ রস আস্বাদন করিবার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে, অন্যের নাই।

৩২

রূপ রতি তায় যদি কেহ পায়
অন্তরঙ্গা বলি যারে।
রূপেতে স্বরূপে দুই একু করি
মিশাল করিয়া থুবে ॥
চৈইত-রূপার সব রতি সার
শ্রীরূপমঞ্জরি হয়।
নারীর মিশালে নারী হ'য়া যদি
মানুষ শোধনে রয় ॥

[১] এই আট পঙক্তির সহিত পদাবলীর ৮২০ সংখ্যক পদের শেষ আট পঙক্তি তুলনীয়।

শোধন করিয়া হৃদেতে বাঁটিয়া
রসিক মানুষে নিবে।
নহে কামানুগা আস্বাদন *
আপনি আলা করিবে॥

সকল চন্দ্র- বরণ মানুষ
এ কথা বুঝিবে কেয়।
যে জনা পায়াছে এই সে মানুষ
মরিয়া রয়েছে সেয়॥

কহে চণ্ডীদাসে শুন রজকিনী
আপনা করিয়া নিবে।
তোমার পরাণে আমার পরাণে
একত্র করিয়া থুবে॥

২৩৮৯।

৩৩

প্রেমের পীরিতি মধুর রস
ইহার জনম কোথা।
কাহাতে প্রেম পীরিতি-রতন
নিগূঢ় রস বা কোথা?

মধুর বসতি-কথা শুনিতে আনন্দ হয়।
মধুর আশ্রয় সে মধু-রস জানে যে
যাহার অঙ্গেতে মানুষ রয়॥

যত সব জনে রতি রস ভণে
আশ্রয় বলিয়া কয়।
না জানে মানুষ সন্ধান ভরম
মানুষ এ রস না লয়॥

একটি মানুষ সেই সদারসে বিলসই
বেদ-বিধি না জানে মহিমা।
আপনার সম করে রূপেতে জগৎ হরে
আনন্দেতে নাহিক উপমা॥
ঈশ্বর আদি যত তার রসে উন্মত
আনন্দ চিন্ময় নাম ধরে।
নরোত্তমদাসে কয় জানিলে তাহারে পাই
কেমনে জানয়ে জীব-ছার॥

৩৪৩৬

মন্তব্য :—যিনি সমস্ত জগতে রসের বিলাস করেন, বেদান্তও যাঁহার মহিমা জানে না, যাঁহার রূপে জগৎ বিমোহিত, এবং যিনি পূর্ণ আনন্দময়, তিনিই একমাত্র মানুষ। এইরূপে জগতের পরম পিতাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। নরোত্তম এই পদ রচনা করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার সহজিয়া সম্পর্ক ধরা পড়ে না। কিন্তু এই পদের সহিত সহজধর্ম্মের সম্পর্ক এই যে এই সকল বিশেষত্ব সমন্বিত মানুষকেই সহজ মানুষ বলা হইয়া থাকে। রূপ, প্রেম ও রসের উপাসক সহজিয়ারা নিত্যপুরুষে এই সকল গুণের পরিপূর্ণতার কল্পনা করিয়াছেন, এবং যাঁহারা প্রকৃত রূপরসবেত্তা তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঐরূপ রূপরসবেত্তা হইবার উদ্দেশ্যে সাধনা করেন।

৩৪

নিত্যবৃন্দাবন যথা অপ্রাকৃত মানুষ তথা
সদানন্দ রসময় নিধি।
আপনার নিজরূপে বিলাস করে কৌতুকে
তবু তার না পায় অবধি॥

নিত্য বস্তু নব নব ভক্তগণ সদা পিব
বিলসিব লীলা-রাসধামে।
অমৃত অমিয়া যত তার বস্তু সরবস
তাহার নির্য্যাস সুধা নামে॥
সুধার উপরে যেই মানুষের অঙ্গ সেই
তাহার উপরে তিন ধারা।
আপনা আপনি সঙ্গ করে লীলারস-রঙ্গ
সে মিষ্ট আস্বাদে মানুষ জানে যারা॥
অপ্রাকৃত মানুষ-রস অপ্রাকৃত ধাম
তার নামকে বলে বৃন্দাবন।
তার রূপ রস গন্ধ আলিঙ্গন তার সঙ্গ
অপ্রাকৃত এই গুণগণ॥
এই পঞ্চগুণ দড় পরম কারণ বড়
সহজ মানুষ কারণ-প্রধান।
কৃষ্ণদাস কহে সার ইহা বিনা নাহি আর
মূল মোর এই ধন প্রাণ॥

২৩৮৩।

মন্তব্য :—নিত্যবৃন্দাবনই সহজিয়াদের নিত্যধাম, এখানেই সদানন্দময় অপ্রাকৃত মানুষ বাস করেন। তিনিই সহজ মানুষ।

৩৫

* * * * *

ভকত জনার তরে নিজরসে ক্রীড়া করে
সেইত মানুষ সুজন।
বেদ আর লোকধর্ম্ম না রাখে তাহার মর্ম্ম
মানুষ যে কুলশীল ছাড়া॥

মুরলীতে করি গান জগত করে অগেয়ান
সভাকার প্রাণ লয় হরি।
স্থাবর জঙ্গম যত দেব গন্ধর্ব্ব সব
পশুপক্ষী আর নরনারী॥
আপনার নিজ ধামে সবারে আনিয়া রমে
নাম তার ভুবনমোহন।
লাজ ভয় নাহি তার বশ নয় আপনার
সভাকার সঙ্গে অনুক্ষণ॥
মন্মথে মন মথে লীলা করে নিজ রসে
গুপ্তধাম নামে বৃন্দাবন।
শুনিয়া ভকতগণ যার লোভে অনুক্ষণ
কৃষ্ণদাসের এই মাত্র ধন॥

২৩৮৩।

মন্তব্য :—এই পদে কৃষ্ণকে জগন্মোহন রূপে শ্রেষ্ঠ মানুষ বা প্রধান পুরুষ বলা হইয়াছে। তিনিই প্রকৃত রসিক, এবং লীলাময়। রসের উপাসক সহজিয়ারা কৃষ্ণের অন্যান্য গুণের মধ্যে একমাত্র তাঁহার এই গুণেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনিই রসিকরাজ।

৩৬

নিত্যের স্বরূপ কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
নিত্যানন্দ দেহ তাঁর সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
সর্ব্বোপরি ধাম সেই সহজ আখ্যান।
বেদবিধির তত্ত্ব নহে ভগবানের ধ্যান॥
খণ্ডরতি, দেহরতি, প্রাণ অবগতি।
ঈশ্বর গোলোকনাথ তাহা পাবে কতি॥
নিত্যরতি নিত্যস্থান যদি দেখে তারে।
মানুষ আখ্যান মিলে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥

নিত্যের উদয় নয়, সত্য করি লয়।
বস্তু জানি তত্ত্ব জানি রসিকেতে কয়॥
অনুসার করি রতি করিবে গ্রহণ।
মহাপ্রভুর আশ্রয় এই কহিনু লক্ষণ॥
জগতে সেই রস হয়, তত্ত্ব ইহা কয়।
আশ্রয় জাতীয় মানুষ কবিরাজে কয়॥

৩৪৩৬।

৩৭

স্বরূপ ভজিবে স্বরূপ যজিবে
স্বরূপ করিবে সার।
স্বরূপ সঙ্গে রহিবে রঙ্গে
হইয়া বেদেরি পার॥
স্বরূপ আকৃতি কেমন প্রকৃতি
কোন্ স্থানে তাঁর স্থিতি।
স্বরূপ চিনিব তবে সে ভজিব
হয়ে তাঁর অনুগতি॥
প্রেমে পুলকিত ভাবে বিভাবিত
ডগমগ ছুটি আঁখি।
রসের সাগরে সদাই সাঁতারে
রস লাগি ধক্‌ধকি॥
এই সব রস যাঁহাতে প্রকাশ
স্বরূপ তাঁহার দেহে।
তাঁহারে ভজিবে স্বরূপ পাইবে
শ্রীচৈতন্যদাস কহে॥

৩৪৩৬।

মন্তব্য :—স্বরূপে আরোপ করিতে হইবে, ইহা সহজিয়া সাধনার মূল কথা। স্বরূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট লোকের বিশেষত্ব কি, তাহাই এই পদে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ লোক পাইলে তাহাকে আরোপ করিয়া সাধনা করিতে হইবে, ইহা এই পদে বলা হইল।

৩৮

রাগের ভজন যাজন কঠিন
আচার বিষম হয়।
বেদবিধি ছাড়ে কুল পরিহরে
তবে হয় প্রেমোদয়॥

প্রেম কোথা থাকে কেবা তাকে দেখে
কিসে হয় উৎপত্তি।
কারে সুধাইবে সুধাইলে পাবে
শুনহ তার যুগতি॥

সহজ আকৃতি সহজ প্রকৃতি
যে জনা জানয়ে সার।
সেই সে রসিক পরম ধার্ম্মিক
অনুগত হবে তাঁর॥

ভজিবে যজিবে তাঁহারে সেবিবে
দেহ সমর্পণ করি।
শ্রীচৈতন্যদাস কহে এই ভাব
তবে পাবে ব্রজপুরী॥

৩৪৩৬।

৩৯

ভরত মুখেতে শুনি ভগবান্
সহজ মানুষ কথা।
মানুষ আকৃতি মানুষ প্রকৃতি
ভরত মুখেতে গাথা॥
গোলোকনাথ যেই সে মানুষ মনে
আরোপণ করে সদা।
আরোপ জানিয়া মহা সঙ্কর্ষণ
ব্রজে প্রকাশিল রাধা॥
সব পরিজন লয়ে সঙ্কর্ষণ
সহজ মানুষ হইলা।
সহজ রূপেতে সহজ মানুষ
আস্বাদে মানুষ-লীলা॥
এমতি করিয়া মানুষ-ভজন
শুনহে ভকত ভাই।
নরোত্তমে কহে এমতি জানিহ
ইহার উপর নাই॥

৩৪৩৬।

৪০

মানুষ মানুষ সবাই কহে
কেমন মানুষ সে।
মানুষ রতন গোপতের ধন
জগতে জেনেছে কে॥
মানুষ লাগিয়া গোকুলবিহারী
গোলোক ছাড়িয়ে এল।
রাধার পীরিতি- রতন লাগিয়া
কবচ লিখিয়া দিল॥

সেই দিন হতে খাতক রহিল
শোধিতে নারিল ধার।
যতেক বৈভব সব তেয়াগিয়া
তবু না হইল পার॥

শেষে, বিচার করিয়া তমুটি বেড়ল
আইল নদীয়া পুরে।
প্রেমদান করি জগৎ ভাসাল
তবু খালাস হইতে নারে॥

শেষে, দণ্ডধারী হল কৌপীন পরিল
ভিখারী হইল তবে।
সোণার বরণ খসিয়া খসিয়া
গলিয়া পড়িছে ভাবে॥

কহে নরহরি নিবেদন করি
শুনহ রসিক ভাই।
রাগযরা হল শ্রীমতী রাধার
চরণ আশ্রয় পাই॥

৩৪৩৬।

মন্তব্য :—চৈতন্যদেবের এই প্রেমময় ভাবই সহজিয়ারা আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তান্ত্রিক সহজিয়াদের সাধনার প্রথা ভিন্ন প্রকারের, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রকৃত সহজিয়ারা ভাবরাজ্যের অধিবাসী; তাঁহারা যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কথাই "মানুষের পদ"গুলিতে বিবৃত হইয়াছে।

আসকের পদ

৪১

আসকের কথা শুন লো সই।
দোঁহার মন কি একুই হই॥
সে রূপ লাবণ্য রস সঞ্চার।
মনে আরোপিত সিদ্ধ বিচার॥
সেখানে এখানে একুই রূপ।
মরমে জানিবে রসের কূপ॥
যদি মন চড়ে আরোপ ছাড়ি।
এ ঘোর নরকে রহিবে পড়ি॥
অনেক জনম তপেরি ফলে।
এমনি আনন্দ তাহারে মিলে॥
এমনি জানিবে ভকত-সার।
কুলধর্ম্মে তারে না করে পার॥
কুলবতী জন আগুনি খায়।
আগুনি দেখিয়ে পালায়ে যায়॥
তাহারে না নিয় আপন জন।
ক্রিয়ানীর ঘরে তাহারি পণ॥
কহে নরহরি পীরিতি-রীত।
বুঝিয়ে রাখিবে তেমতি চিত॥

৩৪৩৬।

মন্তব্য:—সহজতত্ত্বে আসকরূপে শ্রীরাধাকে বুঝাইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৬৬ নং পদে আছে—"আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।" আসক অর্থে—আসক্তি বা প্রেম, যাহাতে রূপের জন্ম হয়, এবং রসের উপলব্ধি হয়। অমৃতরত্নাবলীতে আছে—"রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়।" কাজেই আসক রূপ, রস, রাগ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহা বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া আসকের পদগুলি রচিত হইয়াছে।

৪২

স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে॥

রসের স্বরূপ প্রেমের নিগূঢ়
তাহাতে রাখিবে রূপ।
তাহার উপরে শ্রীমতী রাধিকা
প্রেম-সাগরের ভূপ॥

তাহাতে আসক নায়েক রসিক
শৃঙ্গার আবেশে রবে।
রূপ রাগ রতি তিনে একু করি
আস্বাদিলে রস পাবে॥

স্থানে স্থানে রস বিলাসয়ে রস
আসকিলে সদা রবে।
নহে কামানুগা বটে রাগানুগা
আসক করিলে পাবে॥

রূপের স্বরূপ কৃপা অনুগত
রূপ রতি আশে থুবে।
তবে সে জানিয় চৈতন্য কৃপায়
সিদ্ধ দেহ-প্রাপ্তি পাবে॥

পরকীয়া যত আসক সহিত
স্বরূপে এ রতি থুবে।
কহে চণ্ডীদাসে রসের উল্লাসে
রজকিনী সঙ্গে রবে॥

২৩৮৭।

মন্তব্য :—ইহা সহজিয়া মতের রূপ, রাগ, রস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পদ। তত্ত্বহিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪৩

প্রেম সরোবরে জন্মি আশ করে
আসক স্বরূপ অঙ্গ।
তাহাতে বাড়িল আসক বিলাস
রাধা • করি সঙ্গ॥
সেই রসামৃতে গিলিল যাহাতে
আসক সহিত টানে।
আসক স্বরূপে আসক মরয়ে
রতি শুদ্ধ হৈলে জানে॥
স্বরূপের রতি রূপের বসতি
অকৈতব কথা এ।
এ কথা বুঝিলে পরাণ সংশয়
স্বরূপ পায়াছে সে॥
নিতি অনুরাগ প্রেম বিয়োগ
পরাণ সংশয় তায়।
স্বরূপে মিশাতে যে জন রসিক
আছয়ে এমন তায়॥
রসিকে জনম রসিকে পত্তন
রসিকে জনম হয়।
তবে সে জানিয় স্বরূপের রতি
উদয় করণ যায়॥
স্বরূপ বলিয়া রসের আধার
এক জনা হয় সেয়।
বুঝিতে না পারি রূপের মাধুরী
অঙ্গেতে পায়াছে সেয়॥

কহে চণ্ডীদাসে স্বরূপ বিশ্বাসে
আর কি বলিব কারে।
মনের মানসে রজকিনী তারে
নিজ গুরু করি ধরে॥

২৩৮৯।

৪৪

রূপের আবেশ রূপে অনুগত
রূপেতে সকল রয়।
ইহা বুঝি যেবা একান্ত করিলে
স্বরূপে মিশাল হয়॥
রসের মানুষ প্রেম সরোবরে
রাগের মানুষে পাবে।
প্রেম সরোবরে জনম হইয়া
রূপে মিশি তনু রবে॥
আসক-স্বরূপ বিলাসই রূপ
আসক করিলে হয়।
আসক শুদ্ধতে [ ]
আসক ইহাতে রয়॥
[ ] বুঝিতে মনের সহিতে
একান্ত করিলে হয়।
তাহে এক রতি বিলাস উৎপত্তি
স্বরূপ মিশাল রয়॥
সেই আসকিনী নিজ সঙ্গে করি
রাধা সঙ্গে সদা রবে।
সেই সে শ্রীমতী চৈতন্যরূপেতে
একথা গোপনে থুবে॥

কহেন শ্রীরূপ রসের স্বরূপ
একান্ত করিলে পাবে ॥
২৩৮৯।

৪৫

জনম সহিতে আসক যাহার
পূর্ব্বাপর স্থিতি হয়।
পূর্ব্বে না থাকিলে পরে কি হইবে
আসক-রতি আশ্রয় ॥
আসক ও রতি শ্রীরূপেতে স্থিতি
জনমে জনমে পাবে।
এ রতি পূরণে দেখিবেন আনে
আস্বাদিলে সুখ হবে ॥
আহ্লাদিনী রতি সঙ্গিনী সহিতে
তত্ত্বভাব রতি পায়।
তিন রতি তাহে একটি করিয়া
সেবা সিদ্ধ করি পায় ॥
এ কথা বুঝিতে আছে কোন জন
রাধা-রতি গুণ তায়।
এ কথা বুঝিয়া অবৈষ্ণব চিতে
আসক করিয়া পায় ॥
কামানুগা নয় আস্বাদনে রয়
এ রতি-পূরক রস।
কহেন শ্রীরূপ প্রেমের স্বরূপ
শ্রীমতীএ করু বশ ॥
২৩৮৯।

৪৬

আগু সে কোথাই প্রেমের অঙ্কুর
জন্মিল কোথাই সার।
পীরিতি রতিতে পীরিতে মরিল
কোথাই রহিল ডাল॥

ফলের উপরে পুষ্প সে ধরয়ে
গন্ধের উপরে ধার।
কাহার সঙ্গেতে রস আস্বাদিব
উপরে রহল সার॥

তাহার উপরে শত ঢেউ উঠে
কেমনে হইব পার।
রসের মানুষ রসিক হইলে
সে জনা করিবে পার॥

আসক পীরিতে আসক মরয়ে
কেমন রসিক [ ]।
মরিয়া জনম আসক হইল
বাঁচাঞা রাখল সেয়॥

সেই সরোবরে একান্ত করিয়া
মন ডুবাইয়া রবে।
শ্রীরূপ স্বরূপ [ ]
ফলফুল তাহে পাবে॥

এমন আসক করেছে যে জন
সেই সে মানুষ-সুর।
সেই রসামৃতে আসক সহিতে
পাইবে রসের পুর॥

কহেন রূপ ধরিয়া স্বরূপ
একান্ত নিগূঢ়ে পাবে।
আসক সহিতে রাধা অনুগতে
সদত ব্রজেতে থুবে ॥

২৩৮৯।

৪৭

প্রেমের স্বরূপ প্রেমেতে জনম
রসের মানুষ সে।
চৌষট্টি রসের একটি মানুষ
হৃদির মাঝারে যে ॥
রাগের মানুষ নিত্যের মানুষ
একত্র করিয়া নিবে।
পরশে পরশ একান্ত করিয়া
রূপে মিশাইয়া থুবে ॥
এই সে মানুষে আসক করিয়া
রতি সে বুঝিয়া নিবে।
রূপ রতি তাহে একান্ত করিয়া
হৃদেতে মানুষ হবে ॥
আমারে প্রকৃতি করিয়া রতিতে
মিশাল করিয়া নিবে।
নহে কামানুগা বুঝিবে ইহাতে
রাগের মানুষে পাবে ॥
স্বরূপে স্বরূপ আসকে আসক
মরিয়া জনম হবে।
তবে সিদ্ধ দেহে [সখীর সঙ্গিনী
আসক স্বরূপে পাবে ॥

কহে চণ্ডীদাসে শুন রজকিনী
(বলিয়ে তোমারে) তুমি শিক্ষা যদি দিবে।
তবে সে পাই শ্রীরূপ-মাধুরী
মিশাল করিয়া নিবে॥

২৩৮৯।

৪৮

তোমার চরণে আমার পরাণে
একত্র করিয়া থুব।
রাগ রতি দিয়া বসন লইয়া
সেবা সে করিয়া রব॥
কুল ক্রীড়া যত তোমার সহিত
আর কিছু নাই মনে।
আকিঞ্চন করি রাখহ কিশোরী
সাধ আছে মোর মনে॥
কুল অভিমান নাই মোর জ্ঞান
না দেখি যখন তোরে।
তোমার আসকে বড় রতি *
* করায় মোরে॥
তোমার পারা করিয়া আমারে
সঙ্গিনী করিয়া নিবে।
তিলেক বিচ্ছেদে শত বার মরি
চরণ একান্ত দিবে॥
চণ্ডীদাসে কয় মনে হেন লয়
বলিব কি আর তোরে।
আসক দিয়া সে শুন রজকিনী
রহিছে চরণ তলে॥

২৩৮৯।

মন্তব্য :—আসক্তির প্রগাঢ়তা কিরূপ হইবে, তাহা এই পদে বলা হইয়াছে। প্রেমাস্পদের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন না করিতে পারিলে প্রেম হয় না, ইহা তত্ত্বের হিসাবে খাঁটি কথা। কেহ ধর্ম্মের জন্য, দেবতার জন্য, লোকের জন্য ইহা করে, আবার প্রেমিক প্রেমাস্পদের জন্যও তাহাই করিয়া থাকে। এখানে লৌকিক প্রেমের উপমাসাহায্যে ভগবৎ-প্রীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিগণও তাহাই করিয়াছেন।

৪৯

তোমার চরণে আমার পরাণে
একত্র করিয়া থুব।
হিয়ার মাঝারে রতন কমল
তোমারে করিয়া লব॥
আশ্রয় হইয়া শিক্ষা সে করিব
দুই মন একু করি।
তুমি যদি কৃপা করহ আমারে
রূপেতে মিশাতে পারি॥
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
নিগূঢ় রসেতে রব।
আকিঞ্চন করি তুমি সে কিশোরী
যতন করিয়া থুব॥
যে কালে যে ভাব করিয়া এ সব
চৈতন্যরূপাতে রব।
রাধার মাধুর্য্য রূপের সহিত
একান্ত করিয়া থুব॥

কহে চণ্ডীদাসে শুন রজকিনী
তোমার চরণ-সার।
তোমার চরণ- আশ্রয় হইয়া
তবে সে হইব পার॥

২৩৮৭।

৫০

এক অঙ্গারতি উপজে কাহাতে
তাহার মানুষ কেয়।
তাহারে বাছিয়া নিগূঢ় করিয়া
সভার স্বরূপ সেয়॥
সেই সে মানুষের অঙ্গের সহিতে
রাগের জনম হয়।
নাই গুরু তার নাই উদ্দেশ নাই
বীজাশ্রয়ে সদা রয়॥
আপহিঁ ধার আপহিঁ রাগ
আপহি রাগ উদয়।
জনম নাইথ আছয়ে রতিতে
অঙ্গের সৌরভে রয়॥
আপন করণ আপনি করয়ে
কারে না সে জনা কয়।
আপনা হইতে যে কিছু করল
সাক্ষাতে রাগ উদয়॥
কহে চণ্ডীদাসে রজকিনী-বেশে
আমারে করিয়া নিবে।
রাগের জনম অঙ্গ হইতে উঠে
আসক স্বরূপে পাবে॥

২৩৮৭।

৫১

তৃতীয় প্রহর নিশি		দুঁহে এক স্থলে বসি
কহে কিছু রস অভিনয়।
কামেতে জনম যেই		সামান্য মানুষ সেই
জঙ্গম বলিয়ে তারে কয়॥
স্থাবর সে জন্ম ধন্য		মলয় পবন গণ্য
তার গন্ধ অঙ্গ সে ভরয়।
প্রসবয়ে ফুল ফল		ধন্য তার কলেবর
কামস্পর্শ নাই তার হয়॥
এমতি সে দেশ স্থিতি		ইহা নাই মিলে কতি
শুদ্ধ জনম অতিশয়।
কটাক্ষ নয়ন-শরে		সে অঙ্গ সে রসে ভরে
গন্ধে পূরয়ে সেই দেয়॥
মহাভাবের রস সার		সুলভ জনম তার
সেই গর্ভে তার জন্ম হয়।
অখিল রসের সার		কেহ নাই পায় পার
হেন রসে যার দেহ হয়॥
কাম গন্ধ সকপট		গন্ধ নাই যার বট
শুদ্ধ মানুষ তারে কয়।
অখিল অমৃত কি		আমারে বুঝায় ঐ
মহাভাব কেমনে সে হয়॥
সুগন্ধ সুমনোহর		নয়নে কটাক্ষবর
এই রূপে যার জন্ম কয়।
নায়িকার জন্ম মাত্র		অষ্টভাব ভূষা বস্ত্র
কুন্দনে কলিত যার দেয়॥
সদা অনুরাগ মন		গন্ধোন্মদে ঘূর্ণন
নায়িকার শিরোমণি সেয়॥

অকথন কথা শুনি রামী শুনয়ে বাণী
শুনি শুনি চণ্ডীদাসে ভোর।
তাকর বচনে অবশ কলেবর
মূরছি পড়ল তঁহি ঠোর॥

২৩৮৯।

৫২

তাহে এক আছে মন-সরোবর
কিসে উপজিল আর।
গাছ সে নাইখ ফল সে ধরয়ে
বুঝিতে বিষম ভার॥
মন-রতি দিয়া বিষেতে রহিয়া
অমৃত রতিতে পাবে।
যতন করিয়া পরেশ ধরিয়া
মথিয়া সে ধন নিবে॥
সেই সে মথিলে লীলারাগ তায়
বাছিয়া লইবে আর।
রূপ-সরোবরে যদি মন চরে
তবে সে হইবে পার॥
কেবল জানিয় রতি সে আনিয়
শ্রীরূপ-চরণ হৈতে।
ঢাকা দিয়া তায় তুলিবে ইথায়
রাখিবে রূপের হাথে॥
একদিগে তায় সাধক ইথায়
আসক থাকয়ে তায়।
রতি সে রূপে আধার করিয়া
আসক রতিতে পায়॥

চণ্ডীদাসে কয় এ রতি আশ্রয়
ষোল আনা যদি হবে।
রজকিনী-পাশে উধার করিয়া
রূপে মিশাইয়া থুবে॥

২৩৮৯।

৫৩

সোনারে সোহাগা একত্র করিয়া
পোড়ালে উজ্জ্বল হয়।
রাঙ্গের মিশালে পরে সোণা মিশে
এ কথা বুঝিয়া লয়॥

যতন করিয়া প্রেম বাড়াইয়া
রতি সুখ দিলে তায়।
আপন করিয়া রাখিবে আমারে
আপন করিয়া বায়॥

রাগের অনুগা করিয়া আমারে
সখীর আশ্রয় দিবে।
আসক-স্বরূপে চরণ-কমল
নিছনী আমারে দিবে॥

জন্মে জন্মে তোর এই আশা মোর
দশ অবতার হতে।
তোমার সহিতে আসক-আশা
নিশ্চয় আছয়ে মোতে॥

অবতীর্ণ স্থিতি যত উৎপত্তি
তোমার লাগিয়া আর।
কহে চণ্ডীদাসে পাবে অবশেষে
রজকিনী করি সার॥

২৩৮৯

সাধনার পদ

৫৪

সাধকে আরতি স্বরূপে বসতি
সাধন-দুয়ারে রয়।
না বুঝি স্বরূপে দেহ-রতি আসি
তাহাতে উদয় হয়॥
রূপের স্বরূপে দেহ-রতি-বিন্দু
যদি বা সে স্থানে মিলে।
প্রাপ্তি রহু দূরে বহুত জনম
তাহারে নরকে ফেলে॥
না জানিয়া মন্ত্র কালিয়া ভুজঙ্গ
সাহসে ধরে যে করে।
নাহি মন্ত্র লেশ জারিব কেমনে
জ্বলনে জ্বলিয়ে মরে॥
দুই কুম্ভ ভেলা আগমেতে খেলা
পবনেতে বল ধরে।
না জানে সাতার ডুবে কুম্ভ তার
মরে উঠু ডুবু করে॥

গগনের চান্দে ধরিবারে ছান্দে
উভু বাহু করি ধায়।
তেমতি না জানে স্বরূপ-সাধন
এ বড় বিষম দায়॥

স্বরূপে আরোপ সাধনের ভূপ
যেমন করাত ধার।
দুকূল ছেদয়ে মূল উঘারিয়া
তবে সে সাধন সার॥

এমন আরোপ থাকে যদি লেশ
তবে সে তাহার হয়।
রজকিনী গুরু হইতে হইল
চণ্ডীদাসে ইহা কয়॥

২৩৮৩ ; ৩৪৩৬।

মন্তব্য :—তত্ত্বের পদগুলির ব্যাখ্যার জন্য মৎপ্রণীত "রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা" দ্রষ্টব্য।

৫৫

শুন নাহে অগো মরম সই।
ভালে সে মরম তোমারে কই॥
পীরিতি বলিয়ে রসেরি ধাম।
বুঝিয়ে বিধাতা দিয়েছে নাম॥
যে বুঝে পীরিতি কুলের ঝি।
মনে করি তারে পরাণ দি॥
যে জনা না বুঝে পীরিতি-রঙ্গ।
মনে করি তার না হ'ক সঙ্গ॥

এ রাধাবল্লভ দাসেতে ভণে।
দুহার পীরিতি দুহে সে জানে॥

২৮৯।

মন্তব্য :—রসতত্ত্ব যে জানে সেই পীরিতি-সাধনার অধিকারী অন্যে নহে। রস কাহাকে বলে, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৭-৭৮ সংখ্যক পদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৫৬

পুরুষের দেহ ত্যাগ করিয়া
প্রকৃতি-স্বরূপ হবে।
তবে হে জানিহ রাধার স্বরূপ
হৃদয়ে দেখিতে পাবে॥

প্রকৃতি হইলে প্রকৃতি মিলয়ে
পুরুষ-দেহেতে নাই।
আছয়ে পরেশ শোধন করিলে
তুরিতে পাইবে ভাই॥

রাগের স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকা
একান্ত করিয়া থুবে।
তবে সে স্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে
তাহার নিকটে যাবে॥

কহে চণ্ডীদাস চৈতন্যরূপার
রাগেরে উদয় হয়।
রজকিনী মোর রাগ-অনুগত
হৃদিমাঝে সদা রয়॥

২৩৮৩; ৩৪৩৬।

৫৭

ও রতি এ রতি একত্র করিয়া
সেখানে সে রতি থুবে।
রতি রতি দুহে একত্র করিলে
সেখানে দেখিতে পাবে॥

স্বরূপে আরোপ এই রসকূপ
সকল সাধন পর।
স্বরূপ-বুঝিয়া সাধন করিলে
সাধক হইবে পার।

প্রেম শ্যামরস বস্তুর নিবাস
ধাতু রতি সব তায়।
সাতাশী-দ্বারে আবরণ আছে
বুঝিতে বিষম দায়॥

তার পরে দুই দুয়ার আছয়ে
প্রাপ্তি বস্তু তার পরে।
এ সব নিগূঢ় বুঝিতে বিষম
সকলে বুঝিতে নারে॥

ইহার করণ জানে যেই জন
স্বরূপে আরোপে রয়
সদ্‌গুরু-কৃপায় জানিলে কারণ
সিদ্ধ বস্তু প্রাপ্তি হয়॥

বাশুলি-কৃপায়ে সকলি জানিয়ে
স্বরূপ-আরোপ করি।
কৃপা করি মোরে আশ পূরায়ল
স্বরূপ রজক-নারী॥

সেই রজকিনী আমার জননী
সেবিয়ে তাহার পায়।
কহে চণ্ডীদাস কৃপা করি মোরে
রাখহ আপন কায়॥

২৩৮৩ ; ৩৪৩৬।

৫৮

একুটী কৌপীন হইবে যার।
রাগের ভজন হইবে তার॥
দ্বিতীয় হইলে নাহিক নিত।
রাগের ভজনে না করে হিত॥
মৃণাল সহিত লাগিয়া যাবে।
তবে ত রাগের ভজন পাবে॥
গৌর নারী দেখি কিশোরী-ভাব।
তবে সে জানিব সাধ[ন] লাভ॥
বিকার ইহাতে নাহিক রবে।
তবে সে জানিবে সখীত পাবে॥
করাতে চিরিলে নাহিক চায়।
এমতি রাগের ভজন হায়॥
রাগানুগা সিদ্ধ যে জনা হবে।
এ সব করণ করিলে পাবে॥
চণ্ডীদাসে কহে রজকী সার।
নিগূঢ় বুঝিতে বিষম ভার॥

২৩৯৬ ; ৩৪৩৬।

*৫৯

বস্তুতত্ত্ব জানে যেই পায় বস্তুধন।
বস্তু বিনে অপ্রাপ্তি ব্রজে শ্রীনন্দনন্দন॥

রসের ভিতরে বস্তু-তত্ত্ব নাই জানে।
রস বই বস্তু নাই এ তিন ভুবনে॥
উজ্জ্বল রসের মধ্যে এক বস্তু হয়।
সেই বস্তু না জানিলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়॥
শৃঙ্গার মধুর হয় মূর্ত্তিমন্ত রস।
তার মধ্যে এক বস্তু কৃষ্ণ তার বশ॥
নির্য্যাস নির্য্যাস বস্তু অতি গূঢ়তর।
সেই বস্তু আস্বাদয়ে রসিক-শেখর॥
যেই গুরু সেই বস্তু করে আস্বাদন।
কহিবার কথা নহে না যায় কহন॥
সেই বস্তু চৈতন্য আসি খাওয়াইল ভক্তগণে।
চৈতন্য-কৃপায় ভক্ত করে আস্বাদনে॥
কৃষ্ণদাস বলে শুন, ওহে সাধক ভাই।
সহজ মানুষ ভজ শ্রীরূপের আশ্রয় হই॥

৩৪৩৬।

৬০

রসের ভজন রস আস্বাদন
শুনহ রসিক ভাই।
শ্রীরূপের মত সেই স্বতঃসিদ্ধ
ছয় তত্ত্ব যাতে পাই॥
যুগল ভজন তাহার যাজন
বেদ-বিধি অগোচর।
ব্রজভাব লয়ে ভজন করিলে
সেই পায় গিরিধর॥

ভজন-লক্ষণ শুন সাবধান
কেবল বিশ্বাস মূল।
সাধু গুরু সেবা নিজ আত্মা সঁপা
ইহাতে না হয় ভুল॥
চণ্ডীদাসে কয় ভজন এ হয়
রাখিহ হৃদয়-মাঝে।
করিলে প্রকাশ হবে সর্ব্বনাশ
যাইতে নারিবে ব্রজে॥

৩৪৩৬।

৬১

স্বরূপ বিহনে মঞ্জরী জনম
কখন নাহিক হয়।
মঞ্জরী বিহনে দরশন-হীন—
মনে কিছু নাই লয়॥
পুরুষ প্রকৃতি মঞ্জরীতে স্থিতি
ব্রজ-অনুসারে হয়।
অনুগত বিনে কার্য্যসিদ্ধি নহে
তেই সে গোসাঞে কয়॥
কেবা অনুগত কাহার সহিত
জানিব কেমন গুণে।
জন অনুগত মঞ্জরী সহিত
ভাবিয়ে দেখহ মনে॥
দেখ কল্পলতা বৃষভানু-সুতা
অঙ্গেতে মঞ্জরী শোভে।
মঞ্জরী উদিত মধু বিকশিত
ভ্রমরা ধায়ল লোভে॥

ভ্রমরা ভ্রমরী দোঁহে সে একুই
পঙ্কজ-বাহন হয়।
তেই কবিরাজ গুরুর সমাজ
একত্রে করিল ছয়॥

আগে অনুবাদ কহিয়ে সম্বাদ
পশ্চাতে বিধেয় কয়। *
এই ছয় তত্ত্ব যে জনা বিদিত
সেই স্বতঃসিদ্ধ হয়॥

ষড়ঙ্গ স্বভাব পুষ্পে অনুরাগ
করণ সে মধুপানে।
মন-ভৃঙ্গরাজ মঞ্জরী-সমাজ
রস করে আস্বাদনে॥

ভ্রমরা ভ্রমরী জনম ষড়াঙ্গী
তেই সে মধুপ কহে।
আছে বহুজন করে মধুপান
ষড়াঙ্গি কেহত নহে॥

কহে নরোত্তম হরিষে বিশেষে
ছয়টি জানয়ে যে।
কোটিকে চাহিতে গুটিকে মিলয়ে
রসিক জানিহ সে॥

* চৈতন্যচরিতামৃতের আদির দ্বিতীয়ে আছে:—
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পাছেত বিধেয়॥ ইত্যাদি।

শেষ বার পংক্তির স্থানে অন্যত্র আছে—

আছে কতজন করে মধুপান
ষড়াঙ্গী কেহত নয়।
কহে নরোত্তম যাহার উদিত
সেই স্বতঃসিদ্ধ হয়॥

এই ছয়তত্ত্ব স্বরূপে বিদিত
ছয়টি বুঝিল যে।
ব্রজমাঝে গিয়ে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে
রাধা কৃষ্ণ পাইল সে॥

৩৪৩৬।

ষড়ঙ্গী :—ছয় তত্ত্ব (যাহার উল্লেখ এই পদ মধ্যেই আছে) জানে যে সে ষড়ঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদের ছয় অঙ্গ; বাহু, পদ, মস্তক প্রভৃতি দেহের ছয় অঙ্গ; এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পীঠাদি ছয় প্রকার দ্রব্যকে ষড়ঙ্গ বলে। ষট্ অঙ্গের সমাহার, বা ষট্ অঙ্গ যাহার, এই উভয় অর্থেই এই পদমধ্যে ষড়ঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সহজিয়া মতে রসতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, রাগতত্ত্ব প্রভৃতি ষড়ঙ্গ। এই সকল তত্ত্ববেত্তা না হইলে সহজ সাধনার অধিকারী হয় না।

৬২

রস বা কেমন কেমন গঠন
কেমন আকৃতি তার।
কেবা বা দেখেছে কেবা বা চেকেছে
শুনেছে বেদেরি পার॥

রসময় নদী সিনান করিতে
দুবাহু পশারি তায় (যায় ?)।
তাহার যে জন (তাহারা যেমন ?) চাতক সমান
হাকুলি করিয়া ধায় ॥
রসবর নীর (?) আছে বহুতর
কি গুণ করয়ে আর (?)।
পিয়াসে মরয়ে তবু না ছাড়য়ে
এমনি সপতি (?) তার॥
গরজে গগন শুনিয়া তখন
উঠয়ে আপন মনে।
ভনয়ে স্বরূপ রস পিব পিব
রসরাজ তাহা জানে ॥

৩৪৩৬।

৬৩

রূপ সরোবর রূপ পরিবার,
তাহার গাগরী কে ?
শ্রীরূপ মঞ্জরী রূপের গাগরী
নয়ন যুগল যে ॥
রতি রস রঙ্গে বিবিধ তরঙ্গে
কে জানে কেমন হয়।
রসনা সহিতে রস আস্বাদিতে
শ্রীরূপ মঞ্জরী কয় ॥
বিলাস মঞ্জরী করে নানা কেলি
কেমতে জানিবে কে ?
সর্ব্বত্র সন্ধান করয়ে কেবল
দুকর কমল যে ॥

অঙ্গের সৌরভে গন্ধ আস্বাদিতে
যে করে সতত আশা।
কস্তুরি মঞ্জরী গন্ধের পেটারী
জানিহ যুগল নাসা॥

এই সব তত্ত্ব সে গুণে বিদিত,
গুণ-আদি হয় কে ?
শ্রীগুণ মঞ্জরী গুণে মহারাণী
শ্রবণ যুগল যে॥

এই সব তত্ত্ব- অনুরাগে মত্ত
কেমতে জানিব কে ?
লবঙ্গ মঞ্জরী নব অনুরাগী
চরণ যুগল যে।

এই সব তত্ত্ব স্বরূপে বিদিত
মহৎ ভজন হয়।
শ্রীরূপের মত না হয় লিখিত
বিনি উপদেশে নয়॥

৩৪৩৬।

মন্তব্য :—এই পদে মানব-শরীরে বিবিধ মঞ্জরীকে স্থাপন করা হইয়াছে। শরীর-তত্ত্ব-বিচারে এই পদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৬৪

তিন পুরুষে হইল রতি,
একা হো'ল প্রাণ
বিষম সমস্যা হ'ল,
ন'ইল সমাধান॥

কারে বা ভজিব আমি,
কারে বা ছাড়িব।
এক দেহ এক প্রাণ,
কারে সমর্পিব॥
এক দোষে কষ্ট পাই,
দ্বিতীয় সংসার।
ত্রিদোষ হইলে প্রাণ
না থাকিবে আর॥
কম্প বাত পিত্তি যদি
সব সাম্যক্ ধরে।
লাখ লাখ কবিরাজে
কি করিতে পারে॥
নিদান চিকিৎসা তার
মোক্ষ-রসায়ন।
এই মত চিকিৎসা মোরে
* * সর্ব্বজন॥

কৃষ্ণ নাম রটনায় রটুক রসনা।
গজভরি পূরুক মোর মনের বাসনা॥
স্মরণে শ্রবণে সুখ মুরলীর গান।
শুনিতে শুনিতে যাউক অবোধ পরাণ॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুনহ সাধক ভাই।
দোঁহার ভজনে সে দোঁহাক পাই॥

৩৪৩৬।

৬৫

শুনিতে শুষ্ক ভজন-তত্ত্ব।
যাজন না হয় তাহারি মত॥

নিশ্চয় জানিহ আরোপ সার।
অঙ্গের পরশ বজর পার॥
মদন চঞ্চল মন যাহার।
সে জন না জানে মরম তার॥
পীরিতি করিয়ে একুই সঙ্গ।
দ্বিতীয় জনায় হয় বিভঙ্গ॥
বৈরাগী বৈষ্ণবের ই পথ নয়।
রসিক জনার সেই সে হয়॥
মদন চঞ্চল পরাণ যার।
নানা দিকে ফিরে না জানে সার॥
সামান্য মানুষ বিপথে ধায়।
পরিণামে সে উপায় না পায়॥
কহে নরহরি পীরিতি রীত।
বুঝিয়ে করহ শ্যাম-প্রীত॥

৩৪৩৬।

৬৬

শুনহ কহিয়ে সার।
এ সপ্ত স্বর্গ উপরি বৈকুণ্ঠ
অপার ঐশ্বর্য্য যার॥
বৈকুণ্ঠ উপরি জলন্ত গোলক
জগত মোহন ধাম।
তাহার উপরি নিত্য বৃন্দাবন
যাহাতে বিহরে শ্যাম॥
তাহার মহিমা নাই দিতে সীমা
ভজন করিয়ে শুন।
মুখে কৃষ্ণগুণ মঞ্জরীর গুণ
কহি স্বরূপের গণ॥

করিতে বিচার সব শূন্যাকার
কোথায় তাহার স্থান।
ভাবিতে গণিতে সব বিপরীত
কেমনে পাইবে পার॥

শুন সাধু জন মিছে তার গণ
বড়ই কুটিল গতি।
আসিতে যাইতে সেই সে পারিবে
শ্রীরূপ যাহার পতি॥

স্বরূপ-তরণী বাহিতে বাহিতে
রূপ-কর্ণধার মিলে।
তরণী সেবিয়া শ্রীরূপ ভাবিয়া
বাহিয়া চলিলা হেলে॥

শ্রীগুণ মঞ্জরী সদা সেবা করি
সাধহ মনেরি সাধা।
আরোপে স্বরূপ ভজিতে পারিলে
পাইবে শ্রীমতী রাধা॥

স্বভাব ছাড়িয়ে স্বভাব ধরিয়ে
সাধু সনে কর দেখা।
সে সাধু কেমন স্বভাব যেমন
জানিবে কুমার পোকা॥

অন্য কীট ধরি নিজ গৃহে পুরি
আপন বরণ করে।
তেমতি জানিবে সাধু মহাজন
স্বভাব ছাড়াতে পারে॥

স্বভাব ছাড়াইয়ে প্রেম জানাইয়ে
আপন বরণ করে।
কহে নরোত্তম দাস অভাজন
এবার তরাহ মোরে॥

৩৪৩৬।

৬৭

জীবের সমান শ্রীনন্দ-নন্দন
কুল-শাস্ত্রে যদি কয়।
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ আশ্রিত
সতত তাহাতে রয়॥
রজেতে জনম পালে সত্ত্বগুণে
তমগুণে নাশ পায়।
তবে কেনে ভজি সামান্যে মজি
আর না ভজিব তায়॥
ভজন কেবল রস।
উপাসনা-তত্ত্ব পরকীয়া মত
সাধক রসেরি বশ॥
জীব-ঈশ্বর-মতি রসেতে আশ্রিত
ভজন কেমতে হয়।
ইহা গম্য যার সেই গুরু মোর
দীন কৃষ্ণদাসে কয়॥

৩৪৩৬।

মন্তব্য :—শ্রীনন্দ-নন্দনকে ভজনা না করিয়া রসের ভজন অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই সহজিয়া মত। এখানে নন্দনন্দনের আসনে রসকে বসান হইয়াছে; ধর্ম্মের এইরূপ অভিব্যক্তি এক মাত্র চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই হইতে পারে।

৬৮

স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয়।
জীবলোক কভু স্বরূপ নয়॥
স্বরূপ-রসেতে মাধুর্য্য হয়।
তাহা বিনু মন কিছুই নয়॥
সহজ স্বরূপ দেখিবে যবে।
মনেরি মরম কহিবে তবে॥
পদ্ম-গন্ধ হয় তাহার গতি।
তাহারে চিনিতে কার শকতি!
পতি উপপতি জানিবে যবে।
পুরুষ প্রকৃতি হইবে তবে॥
স্বরূপ ভজিলে মানুষ পাবে।
আরোপ ছাড়িলে নরকে যাবে।
কহে নরহরি পীরিতি-রীত।
বুঝিয়ে রাখিবে তেমতি চিত॥

৩৪৩৬।

৬৯

নন্দের নন্দন করয়ে ভজন
উপপতি-ভাব লয়া।
গোপী-অনুগত ব্রজজন-রীত
মনে আরোপিত হয়া॥
অতি বিপরীত ব্রজজন-রীত
সহজ মানুষ সেহ।
পুরুষ প্রকৃতি হইয়া কেমনে
কাহারে করিবে লেহ॥

সাক্ষাতে ভজন কৈল গোপীগণ
এ দেশে সে দেশে দূর।
কোথা বৃন্দাবন কোথা ব্রজজন
কোথা প্রেমরসপুর!
বেদের বিধানে কহে জগজ্জনে
তাহাতে নাইক পাই।
অতি বিপরীত হয় রাগ-পথ
শুনহ সাধক ভাই॥
স্বতঃসিদ্ধ শত গুরু গরবিত
জগত ডুবিল তায়।
বিশুদ্ধ সত্ত্বের বিষম আচারে
সেরূপ মিলিতে দায়॥
কাইকে বাচিকে মানসে এ রস
ভজন করয়ে যে।
কহে নরহরি তবে সে পাইবে
যুগল-পীরিতি সে॥

৩৪৩৬।

৭০

এ বড় সন্ধান সুধার কথা।
কে মোর ঘুচাবে মনেরি ব্যথা॥
সবে বলে রাগ ভজন স্থর।
শুনিতে সুগম, ভজিতে দূর॥
কিসে হ'ল রাগ-উদয় কথা।
কে কহে উহার স্বরূপ-কথা॥
আশ্রয় আচারে ব্যবসা কি।
কোথা রহে রাগ স্বরূপ কি॥

সাধক সাধিবে স্বভাব কোন্।
কি রস রাগের গ্রহণ হন॥
দেশ কাল পাত্র রাগের কথা।
জানে কবিরাজ না জানে ধাতা॥

৩৪৩৬।

৭১

শুনহ রসিক ভকত ভাই।
বিশুদ্ধ রাগের ভজন কই॥
রাগের স্বরূপ রসের জয়।
স্বপ্নে দরশনে উদয় হয়॥
আশ্রয় আচার ব্যবসা রতি।
ব্যবসা স্বরূপ-সঙ্গেতে স্থিতি॥
সাধকে সাধিবে সম্ভোগ-রস।
আপন স্বভাবে সদাই বশ॥
অভাব স্বরূপ উপরে রাগ।
জন্মিবে আরোপে স্বভাবে তার॥
যে কালে সাধিবে সে কালে হয়।
এ বস্তু যে দেশে সে দেশে রয়॥
এ সব রাগের ভজন-কথা।
জানে কবিরাজ না জানে ধাতা॥

৩৪৩৬।

৭২

হায় হায় ঠেকিলাম বিষম ফাঁদে।
সামান্যেতে মজি না ভজিলাম হরি
নিরবধি প্রাণ কাঁদে॥

বল, কি হবে আমার গতি।
বিষয়ে মজিয়ে তাপিত হইয়ে
হারাইলাম প্রাণপতি॥
হায়, কি করিতে কি না করি।
সাধন ছাড়িয়ে অনুগত হয়ে
গুমরে গুমরে মরি॥
অহে, গোপীনাথ, করহ দয়া।
বৃন্দাবনদাসে কাতরে ডাকিছে
দেহ শ্রীচরণ-ছায়া॥

৩৪৩৬।

৭৩

সেই সে পীরিতি বিষম বড়।
যাহার হইল সেই সে জানিল
হৃদয় করিল দড়॥
পীরিতি পীরিতি সমতুল করি
সেখানে এখানে দেখ।
শ্রীরূপমঞ্জরি আশ্রয় করিয়ে
হৃদয়-মাঝারে রাখ॥
হৃদয়ে ধরিয়ে সেরূপ মাধুরী
পীরিতি জানিল যে।
আরোপ-সিদ্ধ সাধন করিয়া
ভবে পার হল সে॥
আমি সে বিষয়- তাপেতে তাপিত
সদাই হইল ভোর।
বৃন্দাবন কহে কর অনুগত
শ্রীরূপগোস্বামী মোর॥

৩৪৩৬।

৭৪

ত্রিভুবন-মাঝে দেখহ বিচারি
কি নারী পুরুষ হয়।
রসিক বলিয়া রসময় কহে
রসিক কেহ ত নয়॥

রসিক বলিয়া রসময় দেহ
বিরল ধামেতে আছে।
সাক্ষাতে আছয়ে সেরূপ মাধুরী
সামান্যেতে মজে পাছে॥

দোঁহে বিদগধ গুণে বিশারদ
রসিক নাগর নাম।
সে রসে প্রবেশ করিল যে জন
পাইল মানুষ-ধাম॥

সে রসিক যে দেখহ বিচারি
সহজ একুই হয়।
সামান্য-বিশেষ বিচার করিলে
বেদে কুবিচার কয়॥

পূর্ব্বেতে পরেতে দেখহ বিচারি
রসিক আছয়ে হেথা।
অনুগত হয়ে ভজন করিলে
ঘুচিবে মনেরি ব্যথা॥

জগতে আছয়ে সেরূপ মাধুরী
বুঝিতে না পারি মনে।
তাকেতে মিশায়ে দেখহ বিচারি
রসিক নারীর সনে॥

সেরূপ মাধুরী মনে করি সদা
সাধন কেমনে হয়।
গোপীনাথ-কৃপা- চরণ-বলেতে
দাস বৃন্দাবন কয়॥

৩৪৩৬।

৭৫

কাম কাম বলি সবাই বলয়ে
না জানে কামের মর্ম্ম।
কাম না বুঝিয়া সামান্তে মজিয়া
আচরে সহজ ধর্ম্ম॥
কাম কাম বলি জগতে বলয়ে ধ্বনি।
সামান্ত জনে কি চিনিতে পারয়ে
রজত কাঞ্চন মণি॥
যারে কাম বলি দেহে করে কেলি
নবীন মদন গুরু।
জগত সকল কামেতে বিকল
কাম সে কল্পতরু॥
পুরুষ প্রকৃতি কামেতে উৎপত্তি
কামেতে সবার জন্ম।
পশু পক্ষী সব কামেতে উদ্ভব
কামেতে সবার কর্ম্ম॥
কামের শরীর অতি মনোহর
কামের গঠনখানি।
মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন,
মোহন, এ পঞ্চ গণি॥

কাম উপাসনা কাম সে সাধনা
কাম কেলি সব তন্ত্র।
কামের মাধুরী শ্রীরূপ-মঞ্জরি
কাম হরিনাম মন্ত্র॥

কাম বৃন্দাবন কাম গোপীগণ
কাম নিত্য করে বাস।
কাম গুরুজন করে আকর্ষণ
কাম করে সবে আশ॥

কামের চরিতি অকৈতব রীতি
প্রেমের সহিত দেহ।
ছাড়ি বেদ-মত ধর্ম্ম বিপরীত
যাজন করয়ে সেহ॥

অপক্ক দেহেতে এ কাম সাধিতে
ই-কুল উ-কুল যায়।
বামন হইয়া বাহু পশারিয়া
চান্দ ধরিবারে চায়॥

অন্ধজন যেন বিপথে গমন
নড়ি হারাইয়া ফিরে।
কোন সাধুজন হাতে ধরি পুনঃ
সুপথে আনয়ে তারে॥

তবে সে তাহার মনের আন্ধার
সাধু-সমাগমে যায়।
কহে নরোত্তম অকৈতব প্রেম
অনায়াসে মিলে তায়॥

৩৪৩৬।

৭৬

রসের সায়র মোহন নাগর
রসের নাগরী সঙ্গে।
রস আলাপন রস আকর্ষণ
সদা থাকে রস-রঙ্গে॥
রসিক রসিকা রসের দায়িকা
রসের চাতুরী সদা।
রস-তরঙ্গে ডুবেছে রঙ্গে
তেজিয়ে কুলেরি বাঁধা॥
রস-সম্পদ্ পাইয়া প্রমদ
কত উন্মাদ হয়।
সেই সে জানয়ে রাখয়ে হৃদয়ে
যার হয় প্রেমোদয়॥
যুগল পীরিতি যুগল মূরতি
সদা ভাবে যেই মনে।
শ্রীচৈতন্যদাস কহে এই ভাষ
সেই সে পীরিতি জানে॥

৩৪৩৬।

৭৭

সহজ পীরিতি কেমন মূরতি
সহজ জানয়ে কে।
এ তিন অক্ষর যে জনা জানয়ে
তিনের বাহির সে॥

তাহার করণ ভজন যজন
অন্য লোকে কেবা জানে।
প্রেম-শতধার বেদবিধি-পার
কে করিবে অনুমানে॥
সহজ করণ সহজ ভজন
সহজ যজন তার।
সহজ মানুষ- সঙ্গে করে বাস
সহজ করেছে সার॥
সহজ গ্রামেতে সহজ মনেতে
সহজ আনন্দে রয়।
সহজ সঙ্গে সহজ রঙ্গে
শ্রীচৈতন্যদাস কয়॥

৩৪৩৬।

৭৮

ব্রজপুরে রূপ নগরে
রসের নদী বয়।
তীর বহিয়ে ঢেউ আসিয়ে
লাগল গোরার গায়॥
গউর অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
উঠ্‌ছে দিবারাতি।
জ্ঞান-কর্ম্ম যোগ-ধর্ম্ম
তপ ছাড়িল যতি॥
মনে মনে কত জনে
দিচ্ছে রূপের দায়।
সে যে রূপ সুধা-কূপ
ঠোর নাইক পায়॥

রূপ-ভাবনা গলায় সোনা
ঘুচিলে মনের ধান্দা।
রূপের ধারা বাউল পারা
বহিছে জগত আন্ধা॥
রূপ-রসে জগত ভাসে
এ চৌদ্দ ভুবনে।
খাইলে যজে দেখিলে মজে
কহিলে কেবা জানে॥
বিষম সেবা লইল যেবা
আপনা মারে যে।
লোচন বলে অবহেলে
গউর পাবে সে॥

৩৪৩৬।

৭৯

সহজের কথা শুনলো সই।
সহজ-পীরিতি-ভজন কই॥
নিজ দেহ দিয়ে ভজিতে পারে।
সহজ মানুষ কহিব তারে॥
সহজ-মরণে মরিল যারা।
পীরিতি-ভজন পাইল তারা॥
সহজ মানুষ দেহেতে ভজে।
সে জন রসিক জগত-মাঝে॥
কহে নরহরি পীরিতি সার।
পীরিতি অধিক কি আছে আর॥

৩৪৩৬

৮০

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
শুনহ সহজ রস।
সহজ যজ ছাড়হ রজ
তমকে করহ বশ ॥
কিবা সে সহজ প্রেম।
সত্ত্বগুণে ঘর করে ঝলমল
যেন শত কোটি হেম ॥
পঞ্চভৌতিক দেহে স্বাভাবিক নহে
ইহা কি করিতে পার।
মনের সহিতে বিচার করিলে
তবে সে হইবে দড় ॥
সহজ-ভকতি অতি বিপরীতি
প্রাকৃত দেহেতে নয়।
কহে বিদ্যাপতি উপজয়ে যদি
পুরুষে প্রকৃতি হয় ॥

২৮৮।

৮১

সহজ বলিয়া সভাই কয়।
যজিতে সভার বাসনা হয় ॥
শিব ব্রহ্মাদি যা ধ্যান করে।
সামান্য মানুষে পায় কি তারে ॥
শিব ব্রহ্ম যার অন্ত না পায়।
জীব হয়ে তারে ভজিতে চায়
হাতে নথ মাথে রাখয়ে চুলি।
সহজ-ধরম পাইব বলি ॥

কণ্ঠিহীন মুখে লম্বিত সুরে।
দরবেশ বলিয়া ফুৎকার করে॥
ভক্তের নিয়ম নাহিক তার।
অন্ন ব্রহ্ম বলি করয়ে আহার॥
কেহ বা স্ত্রীপুত্র তেজিয়া হয়।
চটক দেখিয়া ভুলিয়া রয়॥
ভোজবাজি কেহ প্রকাশ করে।
সহজ-ধরম পাবার তরে॥
ডোর কৌপীন কেহ মুণ্ডিত শিরে।
উদাসীন কেহ হইয়া ফিরে॥
কেহ মাধুকরী মাগিয়া খায়।
ইথে কি সহজ-ধরম পায়॥
দেহ ধরে কেহ চেতন হরে।
মৌনিক হইয়া ভ্রমণ করে॥

(খণ্ডিত) ৩৪৩৬।

মন্তব্য :—প্রকৃত সহজধর্ম্ম ভাবের উপরে সাধিতে হয়। নেড়া, দরবেশ, বাউল, উদাসীন হইলেই সহজধর্ম্ম যাজন করা যায় না, কারণ সহজ মনের করণে, বাহ্য আচার-বিচারে নহে। প্রকৃত সহজিয়ারা বাউল, উদাসীন প্রভৃতিকে সহজিয়া বলিয়া স্বীকার করে না।

৮২

বিষ খেয়ে যেবা জারিতে পারে।
সেই সে সাধক রাগেতে তরে॥
সাধনে সাধক পণ্ডিত নয়।
বিষ খেলে সেজ্ঞা নাই বাচয়॥
বিষেতে অমৃতে একুই হয়।
বিষ জারি করে অমৃতময়॥

এই পথে যেবা চলিতে পারে।
বহুত আশ্রয়-করণ ধরে॥
দম্ভ অহঙ্কার নাহিক দেখি।

*　　*　　*

এমতি ভাবিয়ে করহ কাজ।
সাধক-পথেতে না পড়ে বাজ॥
পথে দুঃখ হোলে পরাণ যায়।
এমতি ভাবিয়ে কর উপায়॥
চণ্ডীদাসে কহে যাহার হবে।
কোটিতে গুটিক সেই সে পাবে॥

৩৪৩৬।

৮৩

রাধা বলে—　　"রসিক রায়ের
ভাব জানে যে।
বৃথা কুলের　　আশয় করে
ধিক্ জীবন্তা সে॥
ভাব না বুঝে　　ভাবের ভিতর
পশু না গো যদি।
কোন্ গুণেতে　　রসিক নাগর
তারে করেছে বিধি॥"
শুনে এক　　নাগরী বলে—
"এমত কথা কেনে।
রসের মানুষ　　ধূলায় পড়ে,
সবাই কি তা চিনে॥

ঠেকিবে যখন জানিবে তখন
রসিক রাজের কথা।
রসিক মানুষ কোলে করিবে
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥"
শুন্যা এক নাগরী বলে—
"ভাব বলে গো কারে।
আন্ধার পথে নদী তাথে'
কেমনে যাবে পারে॥
তার ওদিকে আন্ধার আছে
সেই সে বিষম জ্বালা।
তার ওদিকে সে পেয়েছে
দশ দিক্ তার আলা॥
তার ওদিকে যে পেয়েছে
সহজ মানুষ যারা।"
লোচন বলে অবহেলে
সুখে আছে তারা॥

৩৪৩৬।

৮৪

পীরিতি নগরে চলগো সজনি
বসতি করিব মোরা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
বাহিরে রহুক তারা॥
বাহির দুয়ারে কপাট লাগায়ে
ভিতর দরজা খোলা।
নিসাড়ি হইয়ে চল গো সজনি
আন্ধার করিয়ে আলা॥

আলার ভিতরে কালাটী দেখিবে
চৌকি রাখিবে হেথা।
সে দেশের কথাটী এ দেশে আইলে
মরমে পাইবে ব্যথা॥

সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর
জানয়ে সকল লোকে।
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে
এ কথা কোয়না কাকে॥

মনের রতন বাহির না কর
যতন করিয়ে রেখ।
বিরল পাইলে কপাট খুলিয়ে
নয়ান ভরিয়ে দেখ॥

সহজ মানুষ সে দেশে পশেছে
আমরা কুলেরি বালা।
সে দেশে কিসের কুলের গরব
যেখানে চিকণ কালা॥

কহে চণ্ডীদাস ভালই বলেছ
তোমার চরণে গড়।
কুলের মুখেতে আগুন লাগায়ে
আমারে লইয়ে চল॥

৩৪৩৬।

মন্তব্য:—এইরূপ একটি পদ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের ১০০১-২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সেই পদটি খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৯৩ নম্বরের পদে আছে—"তিমির আন্ধার, যে হইয়াছে পার, সহজ জেনেছে সে।" অমৃতরসাবলীতে আছে—"বাহের আন্ধার,

মনের আন্ধার, দুই কৈল নাশ। নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ।" উদ্ধৃত পদটিও এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। [পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৩ নম্বরের পদটি দ্রষ্টব্য।]

৮৫

নগর ভিতরে আছে এক রসের মন্দির।
বৈধিভক্তি-আচরণ গড়ের প্রাচীর॥
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম-কাণ্ড গড়ন বিভিতে।
তাহা না লঙ্ঘিলে পুরী নারি প্রবেশিতে॥
সেই গড়ের চারিদ্বারে চারি সরোবর।
চারি কল্পবৃক্ষ আছে তাহার ভিতর॥
দ্বারে দ্বারে কপাট তার আছে কুঞ্জিতালা।
নির্ব্বিকার শরীর যার সেই দেখে খেলা॥
কিঞ্চিৎ বিকার যদি থাকয়ে শরীরে।
চড়িয়ে উত্তম পথে সিঁড়ি হইতে ফিরে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি এই রস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক ভক্ত, না বুঝয়ে মূঢ়॥

৩৪৩৬।

৮৬

হিয়ার ভিতরে যাহার বসতি
তাহার উপরে কে।
তাহার উপরে প্রেমের বসতি
সে কথা বুঝিবে কে॥
হীরা লাল আনি সিন্ধুক বনাল
মাণিক কপাট তায়।
দোঁহার পীরিতি নিত্তির কাটা।
রতি কাম সাথে লাগয়ে বাটা॥

রতি কাম যদি কিঞ্চিৎ টলে।
সহজ বলিয়া কেমনে বলে॥
সেখানে নাহিক প্রেমের হাট।
যে ধনী কেবল চিতার ঠাট॥
ব্যাপক হইয়া জগতে ফিরে।
অজার গলায় যেমন গিরে॥
একে একে যায় ভুজঙ্গগণ।
ধ'রে আনে তারে সাধকগণ॥
চণ্ডীদাসে কহে কাহারে কব।
কহিলে মরমে বেদনা পাব॥

৩৪৩৬।

৮৭

কখন এসে কখন যায়
পদচিহ্ন নাই।
নাসা থাকে আশা করে
গন্ধ নাহি পাই॥
হাবার কথা কালা বুঝে
কোন্ অনুসারে।
রাধা বিনে যত গোপী
কে দেখেছে তারে॥

দ্বিতীয়ের চন্দ্র শশী
দেখে সর্ব্বজন।
প্রতিপদের চন্দ্রখানি
দেখে কোন্ জন॥

নীল চন্দ্র লাল চন্দ্র
শ্বেত চন্দ্র ঘটা।
হিঙ্গুল বরণ চন্দ্র তার
শশী গোটা গোটা॥
নক্ষত্র উদিত তায়
নব লক্ষ কোটি।
নিত্য বৃন্দাবনের এই
চাঁদের পরিপাটি॥
চাঁদের বনে বসে থাকে
সে পরে চাঁদের মালা।
ভেবে চিন্তে বুঝে দেখ
তাঁর নাম কালা॥
কালা ব'লে বসে থাকে
তাঁর নাম হাবা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে
তার লাগি কোথা পাবা॥

৩৪৩৬।

৮৮

সুন্দরি, কি আর বলিব আমি।
ভজন-সাধন না জানি মরম
আমার ভজন তুমি॥
ভজন-সাধন জানে যেবা জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি কৃপাবান্ নিধি॥

নব সান্নিপাতী দারুণ বিয়াধি
মরিয়া রয়াছি আমি ॥
প্রেমের পাথারে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি ॥
যত করি আমি সব জান তুমি
তোমার পীরিতি সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার ॥
রসের পাথার দেখিয়া সাঁতার
ভয়ে কাঁপে তনু মোর।
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
না হয় উচিত তোর ॥

৩৪৩৬।

৮৯

প্রকৃতি-সাধন শুন সর্ব্বজন,
আসিতে যাইতে হবে।
প্রকৃতি-সাধন করে যেই জন
অখণ্ড মণ্ডলে যাবে ॥
উত্তম ব্যঞ্জন দুগ্ধ, ঘৃত, অন্ন
খাইতে চাহিয়া রবে।
ভক্ষণ করিলে ক্ষুধা সাঙ্গ হবে
রাগরতিতে ভাসিয়া যাবে ॥
রাগ-রতি গেলে তারে নাহি মিলে
কতহি করহ খেদ।
যুবতী জনা গলার মালা
স্বভাবে ভাবিও ভেদ ॥

ভাবেতে রমণী কামেতে জননী,
ব্রজে রতি-মতি যারা।
এ সব জানিয়ে করয়ে সাধন
উপাসনা জানে তারা॥
প্রকৃতি-সাধন সিদ্ধপীঠ-আসন
যদি স্থির হৈতে পারে।
এ কাম-রতিতে চঞ্চল হইলে
উঠু-ডুবু করি মরে॥
কহে সনাতন সাধন নিরূপণ,
শুনহ রসিক ভাই।
চৈত্যরূপা মিলে তাঁর কৃপা হ'লে,
তবে ব্রজধামে যাই॥

২৩৮৩।

৯০

প্রবর্ত্ত দেহেতে সাধন করিলে
কেমন বরণ হব।
কেমন ধর্ম্ম যাজন করিলে
কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম ধ'রে
সকলি আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে
একত্র হইয়া রয়॥
কোন্ বৃন্দাবন জ্যোতির্ম্ময় হয়
আকাশে পাতালে স্থিতি।
কোন্ বৃন্দাবনে গোপীর জনম
ললিতা বিশাখা আদি॥

কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা-মিশ্রিত
তরুলতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে কিশোরা কিশোরী
শ্রীরূপমঞ্জরি-সাথে॥
কোন্ বৃন্দাবনে রসের উৎপত্তি
সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে পদ্ম বিকশিত
ভ্রমরা মধু সে খায়॥
কোন্ বৃন্দাবনে গোপত বেকত
রসিক জনার ধামে।
উপাসনা-তত্ত্ব যাহার হয়েছে
সেই সে মরম জানে॥
চণ্ডীদাসে কয়— "এ তত্ত্ব না জানি
কেমনে যাবি সে পারে।
উত্তম কুলেতে জনম লইয়া
নীচের আচার করে॥"

২৩৮৩।

৯১

প্রেমের পীরিতি কিসে উপজিল
পীরিতি কেমন হয়।
এই কথা বড় মরমে জাগিল
কহিতে বাসি যে ভয়॥
প্রেম সুখ দুই কিসে উপজিল
কোথা বা তাহার ধাম।
পীরিতি কি বটে, কেবা সে আনিল,
আমারে কহিবে শ্যাম॥

হাসি নন্দসুত কহিতে লাগিলা—
"শুন বৃকভানু-সুতা।
পীরিতি অমূল্য ইহা কেবা জানে
কেবা সে পায়াছে কোথা॥
কমল উপরে সুধার জনম
তাহার উপরে সুধা।
রসিক ভ্রমর খুজি খুজি খায়
যাহার হয়াছে ক্ষুধা॥
নেহের উপরে নেহের জনম
তাহার উপরে নেহ।"
কহে চণ্ডীদাসে সেই সে বুঝিবে
চতুর রসিক যেহ॥

২৮৮।

মন্তব্য :—এই পদটির সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৮৭, ৭৯০ ও ৭৯২ নম্বরের পদত্রয় তুলনীয়।

৯২

স্বভাব ভাবিতে রসিকের মন
ভাবেতে নিপুণ হয়।
ভাবের উপরে ভাবের উদয়
ছটার কিরণ তায়॥
রাগে রাগাত্মিকা প্রেমের মূলকা
প্রেমের স্বরূপ যে।
প্রেম-রত্ন-ধন যে জন পায়াছে
রসিক বলি যে সে॥

রসিক হইয়া রসের চাতুরী
জানয়ে ত্রিবিধ মত।
সিদ্ধ সাধক প্রবর্ত্তক এই
তিনের নবম তত্ত্ব ॥

কায়িকী বাচিকী মানসিকী তিন
রসিক মরম জানে।
তিনের ত্রিবিধা নবম জানয়ে
শ্রীমতীকরুণা গুণে ॥

সিদ্ধ-বিবরণ প্রথমে জানয়ে
সাধক তাহার শেষে।
প্রবর্ত্তক-লীলা অবতীর্ণ হয়
এই তিন তিন রসে ॥

কায়িকী উপরে বাচিকী হয়
তাহার উপরে মন।
মনের উপরে আর দুই হয়
সেই সে রতন-ধন ॥

দুয়ের উপরে একের স্থিতি
এ বড় দূরহি দূর।
সেই * * প্রবেশ যাহার
সেই সে ভকত-শূর ॥

সেই সে রসের রসিক যেই
সেই সে রসিক হয়।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
অন্যের নাহিক দায় ॥

কহে রামানন্দ এ রস নিগূঢ়
আর যত সব ধন্দ।
শ্রীমতী-করুণা সবারে হইল
মুঁই অতি শঠ মন্দ॥

২৮৮

৯৩

তিনটি আখরে না জানি কি আছে
তিনে যে করিল বশ।
তিন ভয়ে তনু সঘনে কম্পিত
তিনে করে অপযশ॥

সখি হে, দুয়ের বাহিরে সে।
কেতি বা আছিল কিরূপে আইল
কি দিয়া গড়িল কে॥

পহিলা আখরে প্রেম উদ্ভব
মাঝিলা আখরে রস।
শেষের আখরে জগত তৃপিত
অতএব সবাই বশ॥

কাহারে কহিব কেবা পতিয়াব
কহিলে বুঝিবে কে।
তরুণীরমণ কিঞ্চিৎ জানিয়া
ভাবিয়া মরিছে সে॥

২৮৬৫।

মন্তব্য:—এখানে তিনটি আখরে "পীরিতি"কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পদাবলীর ৮২২ নম্বরের পদটি ইহার সহিত তুলনীয়।

৯৪

রসিকের সঙ্গ কর রসাশ্রয় হয়া।
প্রেমে মত্ত হবে যদি মধুগন্ধ পায়া॥
রসিক হইলে হয় রসের সঞ্চার।
রসিক ভ্রমরা জানে রসের দুয়ার॥
রসিকে রসিকে হয় প্রেমের কথন।
প্রেমরস নিত্যলীলায় ডুবাইয়া মন॥
এ সব জানিলে হয় রসের উল্লাস।
এ রসে বঞ্চিত ভেল ঘনশ্যাম দাস॥

২৮৮।

৯৫

রসিক নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা॥
অবলা মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
আশা করে হরিচরণদাস॥

মন্তব্য :—এই পদটি চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৮ নম্বরের পদে চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস" এই ভণিতায় চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা কষ্টকর। এইরূপ অনেকগুলি পদ (যাহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচারিত হইয়াছে) অন্যের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২২, ৮৯, নম্বরের পদ দুইটি দ্রষ্টব্য।

৯৬

শুনহ রসিক ভকত জন।
এ রস পীরিতে করহ মন॥
রসিক নাগরী পাইবে যথা।
রসের কৌতুক বাড়াবে তথা॥
প্রকৃতি হইয়া রস না জানে।
জনমি সে নারী মৈল না কেনে॥
যে নারী জানয়ে রসের রীত।
সদাই আনন্দ তাহার চিত॥
আনন্দে * * শরীর যার।
রসিক সঙ্গে বেহার তার॥
সহজ দেহেতে বুঝিয়া লবে।
দেহ ছাড়ি পুন রসেতে যাবে॥
এখানে সেখানে একুই হইলে।
সহজ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে॥
কহে নরহরি পীরিতি বাণী।
স্বপনে না ছাড়ে রসিক মণি॥

২৮৮

মন্তব্য :—এই পদটির সহিত চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদাবলীর ৮২১, ৭৬৭ নম্বরের পদদ্বয় তুলনীয়। এখানে নরহরির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

৯৭

মরম কহিব কাহার আগে।
শ্যামধন যার হিয়ায় জাগে॥
পীরিতি-পূরিত যাহার চিত।
সুখের সায়রে সিনায় নিত॥

ধরণী জিনিয়া যাহার ভাব।
কহিতে বুঝিতে শকতি কার॥
কহে নরহরি সাধক-রীত।
চমকি চমকি উচরিত॥

২৮৮।

৯৮

প্রেম সরোবর রতির ঢেউ।
একত্র ভজন না জানে কেউ॥
চাতক মাতিল সুধার আশে।
প্রেম-জলে বৈসে স্রোতেতে ভাসে॥
কে পূরিত ভব আপন গুণে।
রতির স্বভাব সে দিলে জানে॥
রতি-তত্ত্ব যার আশ্রয় হয়।
রতির প্রভাব চণ্ডীদাসে কয়॥

৩৪৩৬।

৯৯

চিন্তামণি ভূমি ভুবন-সার।
ভুবনে তুলনা নাহিক যার॥
রঙ্গরতি তাহার প্রভাবখানি।
রঙ্গরতি তায় স্বভাব জানি॥
রঙ্গের প্রভাব যেমন হয়।
রাত্রদিন রঙ্গ সাথেতে রয়॥
চণ্ডীদাস সদা ভাবয়ে মনে।
সদত থাকিব রঙ্গের সনে॥

৩৪৩৬।

১০০

বৈষ্ণব গোসাঞি কাহারে কহিব
কোথা সে তাহার স্থিতি।
যাহার নাম ল'য়া সন্ন্যাসী হইয়া
শ্রীচৈতন্য করেন স্তুতি॥
সে বুঝি জগতে আছয়ে কেমতে
কেমন স্বরূপ তার।
তত্ত্ব না জানি সেবিতে তাহারে
শকতি আছয়ে কার॥
পুরুষ প্রকৃতি করিয়া ভকতি
কে তারে সেবিতে পারে।
তাহার চরণ সেবিতে বাসনা
শ্রীকৃষ্ণ বাসনা করে॥
মহিমা তাহার বেদবিধি পার
বৈষ্ণব গোসাই সেহ।
প্রেমের সহিতে বিহরে জগতে
চিনিতে না পারে কেহ॥
শুনহ কারণ নন্দের নন্দন
প্রকৃতি ভাবিয়া শ্যাম।
প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতি ভাবিয়া
জপিছে তাহার নাম॥
শুনহ বচন বিচার তাহার
বিচার করিয়া মনে।
করিয়া প্রকাশ করিয়া নির্য্যাস
দাস নরোত্তম ভণে॥

৩৪৩৬।

গ্রন্থ-শাখা

বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রথম চারিখানা গ্রন্থের নাম নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে এইরূপভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে—

আগমসার আগে হয়, আনন্দভৈরব তার পর।
ইহার পর অমৃতরত্নাবলী জানিবে নির্দ্ধার॥
ইহার পর অমৃতরসাবলী রসের সমুদ্র।
এ রসতরঙ্গে মগ্ন প্রজাপতি রুদ্র॥

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সহজিয়াদের প্রথম গ্রন্থ আগমসার; দ্বিতীয় গ্রন্থ আনন্দভৈরব, তৃতীয় গ্রন্থ অমৃতরত্নাবলী, এবং চতুর্থ গ্রন্থ অমৃতরসাবলী। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে উক্ত চারিখানা গ্রন্থের টীকা লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সহজ ধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণব সহজ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন। উক্ত চারিখানা গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাদের এই ভ্রম দূরীভূত হইবে। ইতিহাস ও তত্ত্বের হিসাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া এই গ্রন্থগুলি এখানে প্রকাশিত হইল।

আগম [১]

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ আগম লিখ্যতে ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধু।
জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রেমরসসিন্ধু ॥ [২]
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা-সাগর।
জয় জয় নরহরি প্রিয় গদাধর ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আদি যত ভক্তগণ।
জয় জয় বৃন্দাবন জয় গোবর্দ্ধন ॥
জয় জয় যমুনা জয় জয় ব্রজবাসী।
জয় জয় গোপী কৃষ্ণ-প্রেম-অভিলাষী ॥
শিবরহস্যাগমে [৩] যে কথা শুনিল।
পার্ব্বতীরে সদাশিব সে কথা কহিল ॥
একদিন পার্ব্বতী সংহতি মহেশ্বর।
রহস্যে [৪] বসিলা দোহে কৈলাস-শিখর ॥
নানা প্রকারেতে প্রেম করে আচরণ।
প্রেম আচারিয়া স্থির হইলা দুইজন ॥

১ আগম—তন্ত্রশাস্ত্র-বিশেষ। "যাহা শিবের মুখ হইতে 'আ'-গত, গিরিজার কর্ণে 'গ'ত, এবং বাসুদেবের 'ম'ত-সম্মত—তাহাই আ-গ-ম শাস্ত্র,"—জ্ঞানেন্দ্র। অতএব এই জাতীয় আগমগ্রন্থে বৈষ্ণব মতের চর্চ্চা থাকে। বর্ত্তমান গ্রন্থে শিবপার্ব্বতীর কথাচ্ছলে কৃষ্ণ-উপাসনাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, অতএব ইহার নাম আগম।

২ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমমূলক, তিনি নিজেও ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা হইতেন, এজন্য তাঁহাকে "প্রেমরসসিন্ধু" বলা হইয়াছে।

৩ শিব-প্রচারিত গূঢ়তত্ত্বপূর্ণ আগম নামে বিখ্যাত শাস্ত্রে। ৪ কৌতুকে।

পার্ব্বতী বলেন গোসাই করি নিবেদন।
এক কথা মোর মনে হইল স্মরণ॥
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব আজি কহিবে আমারে।
যদি দাসী হেন কৃপা থাকে মোর তরে॥
কহিব তোমারে প্রিয়ে সব বিবরণ।
মহিমা-মহত্ত্ব-কথা করহ শ্রবণ॥
গুহ্যের অধিক গুহ্য পরম রহস্য।
তুমি হেন প্রিয়া মোর কহিব অবশ্য॥

তথাহি—* * * *

রাধাকৃষ্ণ একদেহ জানিহ নিশ্চয়।
দ্বিভাগ করিলে তার বড়ই সংশয়[১]॥
একদেহ ভাবিলে পাইবে সর্ব্বজনে[২]।
দুই দেহ হইলা যোগী সিদ্ধার কারণে[৩]॥

রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।
চৈঃ চঃ, মধ্য, ৮ম পরিঃ।

যথা রাধা তথা কৃষ্ণ অপূর্ব্ব মূরতি।
প্রেমানন্দলহরী, ৮ পৃঃ।

ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া ভাবিলে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব জানা যায় না।

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
চৈঃ চঃ, আদি, ২য় পরিঃ।

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং শক্তিত্রয়ের জ্ঞান হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারেন।" শ্রীকৃষ্ণের "একদেহ" অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের একাত্মরূপ স্বরূপতত্ত্ব জানা থাকিলে, সকলেই তাঁহার সারতত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারেন।

৩ এখানে পূর্ণব্রহ্ম ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বা সৃষ্টির নিদানভূত যে আত্মা, শ্রীকৃষ্ণের এই দুই রূপের নিদান কথিত হইতেছে।

স্থূল সূক্ষ্ম দুইরূপ তাহার করণ।
যোগিসিদ্ধাগণ ভাবে সূক্ষ্মে দিয়া মন [১] ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্থূলরূপে হয় [২]।
তাঁহার অঙ্গের ছটা সেই জ্যোতির্ম্ময় [৩] ॥

জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব ॥
চৈঃ চঃ, ঐ।

যোগী সিদ্ধা প্রভৃতির অনুভূতির জন্য তিনি দুই মূর্ত্তিতে পরিকল্পিত হন। তাহার একটী স্থূল, অপরটী সূক্ষ্ম। প্রথমটী পূর্ণব্রহ্ম ও দ্বিতীয়টী আত্মা রূপে কথিত হয়। পরবর্ত্তী রচনায় ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চরিতামৃতের অনুকরণ দ্রষ্টব্য।

১ যোগিগণ যোগ অবলম্বনে সূক্ষ্ম আত্মাকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পান।

২ এখানে পূর্ণব্রহ্মকে স্থূলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, পরে তাঁহাকেই কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

৩ চরিতামৃতে আছে :—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ।
আদি, ২য় পরিঃ।

অর্থাৎ—"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ সমূহ উপনিষদে নির্ম্মল ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়।" পুরাণাদিতে কথিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার, কিন্তু বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে মূল পুরুষ ধরিয়া নারায়ণাদিকে তাঁহার অংশ বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করেন। চরিতামৃতের আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার আলোচনা আছে। উপনিষদ্ ব্রহ্মকেই আদি পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রের ২য় সূত্রে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা প্রচার করা হইয়াছে, কিন্তু এই যে ব্রহ্ম তিনিও কৃষ্ণের জ্যোতি মাত্র, ইহাই চৈতন্যপরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের এক অভিনব তত্ব। উদ্ধৃত শ্লোকে চরিতামৃতে যে মত প্রচারিত হইয়াছে, আগম গ্রন্থেও তাহার প্রতিধ্বনি মিলিতেছে। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম কিরূপে কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

সেই জ্যোতি হইতে আমা সবার প্রকাশ।
অচল সচল যত চরাচর আর [১] ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আত্মা আদি সেই তিন কায় [২]।
তিন গুণ দিয়া তিনে দিলেন আশ্রয় ॥
ব্রহ্ম-স্বরূপ ব্রহ্ম কহে চারিবেদ।
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ কেহ নাহি জানে ভেদ [৩] ॥
নিত্যবৃন্দাবন মাঝে সদাই বিহরে।
প্রধান পুরুষ সেই সর্ব্ব অগোচরে [৪] ॥

১ চরিতামৃতে আছে :—

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ॥
এবং, কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের বিগ্রহে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥—আদি, ২য় পরিঃ।

আগম জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও, তিনি কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কৃষ্ণকেই "সর্ব্বাশ্রয়" বলা যায়।

২ চরিতামৃতে আছে ;—

প্রকাশ বিশেষে তিঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্ ।—ঐ।

৩ শাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণ কখনও ব্রহ্ম-স্বরূপ এবং কখনও-বা ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত হন ; ইহাতে পূর্ণব্রহ্ম ও কৃষ্ণের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা অভিন্ন।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য লীলার প্রতি বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি নাই, একমাত্র মাধুর্য্য ভাবের উপাসনাই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। সখ্য, দাস্ত, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের লীলা একমাত্র ব্রজে হইয়াছিল বলিয়া ব্রজধামই নিত্যলীলার স্থান বলিয়া কথিত হয়।

৪ চরিতামৃতে আছে :—

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য ব্যবহার ॥
আদি, ২য় পরিঃ।

নিত্য-স্বরূপ কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।
নিত্যানন্দ দেহ তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠময় [১] ॥
আপনার ইচ্ছায় যখন যে বা করে [২]।
কিশোর বয়সে সদা বিহরে ব্রজপুরে [৩] ॥
তাঁহার অঙ্গের ছটা যেই নিরঞ্জন।
জ্যোতির্ম্ময় সেই ব্রহ্ম শুনহ বচন ॥
অতএব কৃষ্ণ বলি সর্ব্বপরাৎপর।
কে জানে মহিমা তাঁর বড়ই দুষ্কর ॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু করি নিবেদন।
আর এক কথা মোর হইল স্মরণ ॥

১ কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে চরিতামৃতে আছেq—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥
মধ্য, ৮ম পরিঃ।

অর্থাৎ—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সকলের বীজ-স্বরূপ। তাঁহার আনন্দময় দেহ সম্বন্ধে কথিত হয়—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান পরম মহত্ত্ব ॥
চৈঃ চঃ, আদি, ২য় পরিঃ।

২ অর্থাৎ তিনি স্বতন্ত্র, নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন।

৩ কিশোর-স্বরূপ কৃষ্ণ, স্বয়ং অবতারী।
চৈঃ চঃ, আদি, ২য় পরিঃ।

যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপাসক তাহারা শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কিশোর বয়সেরই কল্পনা করিয়া থাকেন; কারণ সেই সময়েই হৃদয়ে প্রেমের বীজ উদ্গত হইয়া থাকে। এ জন্য বলা হয়—"কৈশোর বয়স কাম জগত সকল" (চৈঃ চঃ, আদি, ৪র্থ পরিঃ), এবং—"কিশোর বয়স নিত্যপ্রেমের স্বরূপ" (আদ্যসারস্বতকারিকা, ৪ পৃঃ)।

পূর্ণব্রহ্ম নহে জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন।
তবে কেনে ব্রহ্ম করি বলে সর্ব্বজন [১] ॥
এতেক শুনিয়া বলেন দেব পশুপতি।
কহিব সকল তত্ত্ব শুনহ পার্ব্বতি ॥
যখন এ সব সৃষ্টি না ছিল এক চিহ্ন।
অন্ধকারময় ছিল বড়ই প্রবীণ ॥
আব্রহ্মস্তম্বের মধ্যে আছিল গোলোক।
রাধিকার সঙ্গে নিত্য করয়ে কৌতুক ॥ [২]
বিহার করিব হেন হয়া প্রকাশিত।
কহিতে লাগিলা কথা রাধিকা বিদিত ॥
শুন শুন প্রাণপ্রিয়া কহি যে তোমারে।
কেমনে করিবে সৃষ্টি কহিবে আমারে ॥
রাধিকা বলেন প্রভু শুনহ বচন।
সৃষ্টি করিতে তোমার হইলেক মন।
এত বলি দুইজন বসি প্রেমরঙ্গে।
খসিয়া পড়িল বিন্দু আব্রহ্মস্তম্বে ॥

১ আপনার কথানুসারে দেখিতেছি যে জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ছটা মাত্র, অতএব তিনি পূর্ণব্রহ্ম নহেন, তথাপি তাঁহাকেই সকলে পূর্ণব্রহ্ম কহে, ইহার কারণ কি ?

২ এখানে রাধিকাকে কৃষ্ণের মূল প্রকৃতি করা হইয়াছে, কিন্তু এই সৌভাগ্য রাধিকার আধুনিক কালে হইয়াছে। পুরাণাদিতে নারায়ণ বা বিষ্ণুর প্রকৃতির নাম লক্ষ্মী, কমলা, শ্রী প্রভৃতি ; কৃষ্ণের মহিষীগণের মধ্যে সত্যভামা, রুক্মিণী, প্রভৃতি বিখ্যাত হইয়াছেন। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতাদিতে গোপীগণের প্রসঙ্গ থাকিলেও রাধার নাম নাই। রামানুজ ও মাধব যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতেও রাধিকার নাম নাই ; কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে নিম্বার্ক রাধাকে কৃষ্ণের প্রধানা প্রকৃতি রূপে প্রচার করেন। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে বল্লভাচার্য্য এবং বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব এই রাধাতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। উমাপতিধর, জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতা কাব্যজগতে উপভোগ্য জিনিষ, কিন্তু তাঁহারা কেহই ধর্ম্ম-

সেই ব্রহ্ম বাহিয়া ধারা জলেতে পড়িল।
বিশ্বরূপ হইয়া তবে ভাসিতে লাগিল॥
জনমিয়া নিরঞ্জন না দেখিলা বাপ।
বাপ না দেখিয়া মনে বড় পাইলা তাপ॥
প্রচণ্ড বিক্রম তার হইল ততক্ষণে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া কহিলা ভগবানে॥
জন্ম হইল তোমার মনে না ভাবিহ তাপ।
আমা হৈতে জন্ম তোমার আমি হই বাপ [১]॥
সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইছে আমার।
সেই সে কারণে জন্ম হইল তোমার॥
তোমা হইতে সৃষ্টি হইবে নিয়োজিত।
মর্ত্ত্যের প্রধান তুমি জানিহ নিশ্চিত॥
সাবধান হ'য়া সৃষ্টি করহ সত্বর।
সৃষ্টি হইলে আমি করিব বেহার॥
আমায় তোমায় ভেদ নাহি কোন কালে।
এতেক বলিয়া গেলা গোলোকমণ্ডলে॥
জলেতে থাকিয়া জ্যোতি হৈলা তেজোময়।
এই হেতু জল আপ নারায়ণ কয়॥
সেই জ্যোতি হইতে মহাবিষ্ণু হইল।
অনন্ত শয়ন করি ক্ষীরোদে রহিল [২]॥

প্রচারকরূপে বিখ্যাত হন নাই, তাঁহারা ছিলেন কবি, কবিতা লিখিয়াছেন। চৈতন্যদেব রাধাতত্ত্ব-মূলক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নাই, রাধা ছাড়াও কৃষ্ণ নাই। রাধার এই সৌভাগ্য আধুনিক।

১ চরিতামৃতে আছে—কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তাঁর পরিবার॥—আদি, ৪র্থ পরিঃ।

২ চরিতামৃতে আছে—ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন॥

আদি ব্রহ্ম আদি বৃক্ষ মধ্যেতে গোলোক।
তার এক পত্র আসি জলেতে পড়িলেক॥
সেই পত্রেতে স্থিতি করিলা মহাবিষ্ণু।
তবে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম হইলা সন্তুষ্ট॥
একে একে হৈল দেব সভার প্রকাশ।
সেই জ্যোতি বিনা দেবি অন্য নাহি বাস॥
যত দেবী দেবা দেখ তাহাতে উদ্ভব।
অতএব যুতবদ্ধ তিন লোক সব॥
অগ্নিতে অগ্নি যেন না পায় দুই ভিন্ন।
পবনে পবন যেন কভু নহে ভিন্ন॥
এই মত জ্যোতির্ম্ময় সভাতে বেষ্টিত।
আছুক অন্যের কথা না বুঝে পণ্ডিত॥
যোগিসিদ্ধাগণ ভাবে এই জ্যোতির্ম্ময়।
অতএব ব্রহ্ম করি চারি বেদে কয়॥
যখন সকল সৃষ্টি হইবেক নাশ।
কৃষ্ণ তেজ বিনা আর কার নাহি বাস[১]॥

কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্যামী॥

আগমগ্রন্থের এই সকল আখ্যান, চরিতামৃতের উদ্ধৃত বচনগুলির ব্যাখ্যা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

১ এখানে সৃষ্টি প্রকরণ কথিত হইতেছে,—কৃষ্ণতেজ হইতে নিরঞ্জন বা জ্যোতির্ম্ময় আদিব্রহ্মের উদ্ভব, তাহা হইতে মহাবিষ্ণু, পঞ্চভূত, সপ্তস্বর্গ প্রভৃতি জন্মিয়াছে। প্রলয় কালে সব কৃষ্ণ-তেজেই মিশিয়া যাইবে। এই সকল আখ্যানে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার না ধরিয়া, প্রধান পুরুষ বা সৃষ্টির কারণভূত পুরুষ বলিয়া কল্পন করা হইয়াছে। চৈতন্যপরবর্ত্তী বৈষ্ণব মতের ইহা এক বিশেষত্ব।

আদি বৃক্ষের ধারণা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে, যথা—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণপুরুষেণ সর্ব্বম্" অর্থাৎ যে অদ্বিতীয় দেবতা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ

সব ধাতু পঞ্চভূত আত্মার প্রকাশ।
আদি ব্রহ্ম হইতে সপ্ত স্বর্গের নিবাস॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই ফল সেই বৃক্ষে রহে।
চতুরস সভাত্মাদল [১] আছে তাহে॥
দ্বাদশ ঋষি আর নব গ্রহ সপ্ত সর্গ।
দুই পক্ষ সপ্ত দিন সপ্ত দ্বীপবর্গ॥
আদি ব্রহ্ম হইতে সব হইল উদয়।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড শরীরে বাহ্য হয়॥
এ সব ব্রহ্মার সৃষ্টি নহে কদাচিত।
আদি বৃক্ষ ব্রহ্মস্তম্ব তাহে নিয়োজিত॥ *
তাহার মধ্যেতে আছে গোলোক অখণ্ড।
অমৃত পূরিয়া যেন রাখিয়াছে ভাণ্ড [২]॥

হইয়া আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই পুরুষদ্বারা এই সমস্ত পূর্ণ রহিয়াছে (তৃতীয় অধ্যায়, ৯ শ্লোক)।

[১] অবোধ্য।

- তারকা-চিহ্ন-দ্বয় মধ্যস্থিত স্থানের পরিবর্ত্তে ১১৪৪ নং পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠান্তর আছে:—

পরিণামে সেই জত সভাতে মিলন।
এ কারণে ব্রহ্ম করি বলে সর্ব্বজন॥
এক অশোক বৃক্ষ গোপতে নিবাস।
শতপঞ্চ ভূত-আত্মা তাহাতে প্রকাশ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সেই দুটী বৃক্ষে হয়।
চতুরস সর্ত্তা দিন হইল তাহার॥
দ্বাদশ রাশি নব গ্রহ সপ্ত স্বর্গ।
দুই পক্ষ সপ্ত দিন সপ্ত দ্বীপবর্গ॥
আদি বৃক্ষ হইতে হইল উদয়।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শরীর বাহ্য হয়।
এ সব সৃষ্টি-করণ নহে কদাচিত।
আদি বৃক্ষ ব্রহ্মাণ্ড ত তাহে নিয়োজিত।

দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল পৃথিবীস্থ স্থান-বিশেষ কৃষ্ণের বাল্য-লীলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। যখন বৃন্দাবনের প্রেমলীলার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল,

বেদে নাহি জানে তত্ত্ব এ সব কারণ।
ভক্তিজ্ঞান-বলে জানি সব বিবরণ॥
যেন পুষ্প বিকশিত আছে এক স্থানে।
তাহার সৌরভ যেন পায় অন্য খানে॥
চন্দ্রের উদয়ে যেন কুমুদ-প্রকাশ।
মোহিত করিয়া সৃষ্টি গোলোকে নিবাস॥
ভুলিল সৌরভ পাইয়া যোগিসিদ্ধাগণ।
ভকত পুষ্পের লাগি করে অন্বেষণ [১]॥
আমি হ সদাই ভাবি সেই পাদপদ্ম।
নিরবধি সেই প্রেমে আমার আনন্দ॥
একমুখে তাঁর গুণ না পারি কহিতে।
পঞ্চমুখ দেখ মোর সেই গুণ গাহিতে॥
তোমারে কহিল দেবি তত্ত্ব যে সকলে।
আমি তত্ত্ব জানি সব ভক্তিজ্ঞান-বলে॥

তখন এই তিনটী স্থানকে বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠের উপরে স্থাপন করিলেন। বঙ্গদেশে এই মত চৈতন্যের পরবর্ত্তী কালে প্রচারিত হয়। চরিতামৃতে আছে :—

প্রকৃতির পর পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে প্রভুত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণ-লোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥—আদি, ৫ পরিঃ।

কারণ—ভক্তি বিনু মুক্তি নহে ভক্ত্যে মুক্তি হয়।

চরিতামৃত, মধ্য, ২৪ পরিঃ।

জ্ঞান, যোগ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি বৈধী পন্থ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগণ একমাত্র ঐকান্তিক ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন, এজন্য শাস্ত্রযুক্তির উপর তাঁহারা বিশেষ জোর দেন নাই।

অসংখ্য ব্রহ্মা নাহি জানে তাঁহার চরণ।
কোটী বিষ্ণু গত হইলে না জানে কারণ॥
গঙ্গার যতেক বালি তত ইন্দ্র সীমা।
প্রলয় হইলে তার না জানে মহিমা॥
ভক্তি জ্ঞান বলে আমি সব তত্ত্ব জানি।
কহিল তোমারে দেবি অপূর্ব্ব কাহিনী॥
পার্ব্বতী বলেন গোসাই কহিলে কারণ।
শুনিল তোমার মুখে অমৃত সিঞ্চন॥
আর এক কথা মোর উপজিল মনে।
সকল কহিবে মোরে শুন ত্রিলোচনে॥ *
পুরাণ পুরুষ কৃষ্ণ হয়েন পূর্ণব্রহ্ম।
তাহা ছাড়ি লোকে কেন লয় অন্য ধর্ম্ম॥
শিব বলেন শুন দেবি বড়ই রহস্য।
তুমি সে ইহার যোগ্য কহিব অবশ্য॥
আপনি কহিলা হরি বাক্য মোর কাণে।
আমাকে নিন্দিয়া শাস্ত্র করহ বিধানে [১]॥
সেই আজ্ঞা পাইয়া করি (লোকেরে) পাষণ্ডী আচার।
ভ্রমিয়া মরয়ে লোক যত দুরাচার॥ *

চরিতামৃতে আছে :—রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥
এবং, শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি'—মধ্য, ২২ পরিঃ।
রাগানুগ মতে বৈধীর প্রধান্য স্বীকৃত হয় না।

এখানে মহাদেবের মুখ দিয়া কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে। মহাদেব ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া নিজের পূজাকেও নিকৃষ্ট স্থান প্রদান করিতেছেন।

মোর প্রভু ছাড়ি তোমা মোরে যেবা ভজে [১]।
কল্পকোটী সেই জন নরকেতে মজে [২] ॥
দিন কতক সুখ ভোগ করে সেই লোকে।
পরিণামে দুঃখ পায় এ ঘোর নরকে ॥
মোর আজ্ঞা পুরাণেতে আছে বিদ্যমান।
পড়িয়া শুনিয়া তবু নাহি হয় জ্ঞান ॥
মোর নির্ম্মাল্য মোর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ।
অধোগতি যায় সে যে করে ধারণ ॥
নানা মুনি নানা শাস্ত্র কৈল নানারূপে।
তাহা সে পড়িয়া বিপ্র যায় মহাকূপে ॥
তোমা আমা বিনা দ্বিজ নাহি জানে আর।
বৃথা সে পণ্ডিত নাম হয়ত তাহার ॥
দিব্য বস্ত্র প্রভুকে আমি করি সমর্পণ।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম লয়্যা আমি পরি এ বসন ॥
অগৌর চন্দন চুয়া দিয়া তাঁর গায়।
ভস্ম মাখিতে ইচ্ছা হইল তাহায় ॥
সুগন্ধি যতেক পুষ্প তাঁর অঙ্গে দিলুঁ।
নির্গন্ধি পুষ্প অস্থি ফুল মালা নিলুঁ ॥
এ সব পাষণ্ডী বেশ দেখিয়া আমারে।
আমা পরে আর নাহি বলে সর্ব্ব নরে ॥
শাস্ত্র পড়িয়া দ্বিজ করে নানা কর্ম্ম।
মায়াতে ভুলিয়া আছে নাহি জানে মর্ম্ম ॥
মাতা পিতা তোমা আমা সর্ব্বজনে বলে।
অন্যের কি কথা দুর্গে পণ্ডিতে সে ভুলে ॥

১ মৌর প্রভু ছাড়ি যেবা তোমা আমা পূজে।—পাঃ।
২ তাহার দুর্গতি কথা কহিব অগ্রেজে।—পাঃ।

দেখিয়া কলির দ্বিজ লাগেত বিস্ময়।
পাদ পদ্ম ছাড়ি মোর * পূজয়॥
তাহাতে তোমারে লইয়া করে উপযোগ।
বলে শিবশক্তি পূজি ইথে স্বর্গ ভোগ॥
* * * *
তে কারণে তা সবার নরকে গমন॥
পার্ব্বতী বলেন গোসাই তোমার কৃপায়।
শুনিলাম তত্ত্ব কথা ভাগ্য মোর হয়॥
আর কিছু কৃপা করি কহ যোগেশ্বর।
পূর্ণব্রহ্ম কিবা রূপে করয়ে বিহার॥
শিব বলেন শুন দেবি গুহ্য বিবরণ।
সহজের জাতি তুমি না বুঝ কারণ॥
অখণ্ড গোলোক মধ্যে নিত্যবৃন্দাবন [১]।
তাহার অধিক স্থান নাহি ত্রিভুবন॥
দিবানিশি নাহি ভেদ সদা দীপ্তিময়।
কত-বা কৌতুক তাহে নাহি সমুচ্চয়॥
নিত্য নিত্য পুষ্প যত সদা বিকশিত।
লোভ মোহ আদি ছয় তরঙ্গ-রহিত॥
তরুগণ ডালে ডালে সদা আছে জুড়ি।
মধুলতা যত সব উড়িয়াছে বেড়ি [২]॥

১ নিত্যবৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা করিয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ নিত্যবৃন্দাবনের ধারণায় পরিপুষ্টি-সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন, এবং সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসকেরাই শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্রিত উপাসনা হইতে মাধুর্য্য ভাবের উপাসনাকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠতর স্থান প্রদান করেন। নিত্যবৃন্দাবনের ধারণা এই জন্য বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

২ নানা বর্ণে নানা পক্ষ তাহে আছে বেড়ি।—পাঃ।

নানা বর্ণে ফুল ফল দেখিতে সুন্দর।
শুকসারী পিক তাহে মত্ত মধুকর॥
ছয় ঋতু একত্র তাহে হয় নিতি নিতি।
যার কাল সেই সেবা করে সশঙ্কিতি॥
মানসরোবর[১] তাহে করিছে বেষ্টিত।
হংস চক্রবাক তাহে পদ্ম সুশোভিত॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন করে নানা কেলি।
কিশোর বয়েস সব সঙ্গের সঙ্গিনী[২]॥
শোক মোহ জরা মৃত্যু কার নাহি ভয়।
সদাই সমান ভাবে নিত্য লীলা হয়॥
তার আহ্লাদিনী হয় রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর সঙ্গে রঙ্গে কেলি দিবস রজনী॥
আগ্যা শকতি রাধা কৃষ্ণ আদি পুরুষ।
এক ব্রহ্ম দুই রূপে করয়ে বিলাস॥
রাধা আগ্যাশক্তি নিত্য রাধা বিনে নাই।
তোমার স্বরূপ দেবী সেই অংশ পাই[৩]॥
পরাৎপর দুই বস্তু জানিহ নিশ্চয়।
কি কহিতে পারি দেবি করিয়া নির্ণয়॥

১ তান্ত্রিকগণ শরীরের মধ্যে যেমন চক্রাদির সংস্থান কল্পনা করেন, সহজিয়ারাও সেই প্রকার শরীরের নানা স্থানে বিবিধ সরোবরের কল্পনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানসরোবর একটা।

২ "কিশোর বয়স নিত্য প্রেমের স্বরূপ", অর্থাৎ কিশোর বয়সেই স্বভাবতঃ প্রেমের উদয় হয়, এবং এই প্রেম আবেগময়, তাই প্রেমমার্গীয় উপাসকেরা রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের সখী-সখাদের কিশোর বয়সের কল্পনা করিয়া থাকেন।

৩ শিব বলিতেছেন যে পার্ব্বতীও সেই রাধার অংশেই উৎপন্ন হইয়াছেন। চরিতামৃতে রাধাকে সর্ব্বলক্ষ্মীগণের কারণভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।—

শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার।
লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ বিভূতি। ইত্যাদি। আদি, ৪র্থ পরিঃ।

ধ্যান করি সদা আমি সেই দুই পদে।
কহিল তোমারে তত্ত্ব প্রেম অনুরোধে॥
পুনরপি কহে দেবী বিনয় বচন।
আর কিছু তত্ত্ব মোরে কহ ত্রিলোচন॥
অবতার আসি কেনে হন যুগে যুগে।
কহিবে সকল তত্ত্ব শুন মহাভাগে॥
শিব বলেন শুন দেবি কারণ ইহার।
অংশ অংশরূপে দেখ যত অবতার [১]॥
যে জন স্বঅঙ্গ হয় সেই সব করে।
স্বরূপে মহাবিষ্ণু সেই দেহ ধরে॥
বিষ্ণুর শরীরে তাঁর নাহি অন্য জ্ঞান।
ঘট মধ্যে দেব যেন করে অধিষ্ঠান॥
সেই দেহ মধ্যে হয় তাঁহার বিহার।
যুগ ধর্ম্ম স্থাপিতে তাঁহার অঙ্গীকার॥
শুক্ল রক্ত পীত কৃষ্ণ চারি বর্ণ হয় [২]।
যুগ ধর্ম্ম আসি দেখি সেই বর্ণ হয়॥
সাধুর নিস্তার হেতু দুষ্টের বিনাশ।
বিষ্ণু দেহে হয় কৃষ্ণ লীলার প্রকাশ॥
সাধুর নিস্তার হেতু নিজ ধর্ম্ম তাঁর।
বিষ্ণু দেহে কৃষ্ণ করেন অসুর সংহার॥

চরিতামৃতে আছে :—

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস॥
আদি, ২য় পরিঃ।

চরিতামৃতে আছে :—

শুক্ল রক্ত পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
আদি, ৩য় পরিঃ।

হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু সত্যযুগে।
সেই বংশে প্রহ্লাদ জন্মিলা মহাভাগে॥
ভক্তের রক্ষণ হেতু হইলা অবতার।
দুষ্ট মারিয়া কৈলা সাধুর নিস্তার॥
ত্রেতা যুগে হইলা আসি রাম অবতার।
রাজপাট সিংহাসন বৈভব অপার॥
বাপের সত্য পালিতে হইলা বনবাসী।
আছিলা বনের মধ্যে হইয়া তপস্বী॥
দৈব যোগে রাবণ হরিয়া নিল সীতা।
উদ্ধারিলা সীতারে বানর করি মিতা॥
রাক্ষস কুলেতে ছিল সাধু বিভীষণ।
রক্ষণ করিল ভক্ত মারি দশানন॥
দ্বাপর যুগের কথা শুনহ সত্বরে।
যেরূপে হইলা আসি কৃষ্ণ অবতারে॥
কংস নামে রাজা ছিল অতি দুরাচার।
ধর্ম্ম লঙ্ঘিয়া সে করিল একাকার॥
পৃথিবী না সহে ভার যায় রসাতল।
কান্দিয়া পৃথিবী গেলা ব্রহ্মার গোচর॥
আপন দুঃখের কথা কহিল গোহারি।
শুনিয়া এ সব কথা ব্রহ্মা ভয় করি॥
ক্ষীরোদের তীরে ব্রহ্মা লয়া দেবগণে।
বিস্তর করিল স্তুতি যে আছিল মনে॥
শুনিয়া ব্রহ্মার স্তুতি হইল এক বাণী।
ভয় না করিহ দেব জন্মিব আপনি [১]॥

১ পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণাবতারের কারণ কথিত হইল। ইহাতে দেখা যায় যে অসুর সংহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেই লেখক বলিয়াছেন সে কংসের ভয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নন্দের ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তথায়

এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা হইলা বিদায়।
আসিয়া লইল জন্ম দৈবকী-তনয়॥
মাতুলের ভয় হেতু আইলা নন্দ ঘরে।
বিহার করিল যত নন্দের মন্দিরে॥
কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি যেন ঘরষণে হয়।
বিষ্ণু দেহে কৃষ্ণলীলা এই মত আছয়॥
পূতনা প্রভৃতি যত আছিলা গরিষ্ঠ।
বিষ্ণু দেহে কৃষ্ণ মারি করিলা অরিষ্ট॥
স্বয়ঙ্গের কার্য্য নহে জীবের হিংসন।
প্রসিদ্ধ আছয়ে শাস্ত্রে তাহার বচন॥

তিনি যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই নিত্য লীলা। অসুর-সংহার-লীলা গুণাত্মক ব'লিয়া তাহা অনিত্য (পরে দ্রষ্টব্য)। এই সম্বন্ধে চরিতামৃতে যাহা লিখিত আছে, এখানে তাহারই প্রতিধ্বনি মিলিতেছে। চরিতামৃতে আছে :—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রের প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
*　　*　　*
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম। ইত্যাদি।

আদি, ৪র্থ পরিঃ।

অর্থাৎ রাগানুগ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই বৈষ্ণব ও সহজিয়াগণের কৃষ্ণাবতারের নূতন ব্যাখ্যা।

এক অনেক সেই পুরুষ প্রকৃতি।
সর্ব্বভূতময় দেখ সেই কৃষ্ণজ্যোতি॥
নিজ লীলায় সদা তাঁহার অরিষ্ট।
তাঁহার বিপক্ষ কেহো নাহি অন্য দৃষ্ট॥
জন্ম মৃত্যু নাই তাঁর অক্ষয় অব্যয়।
অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে হয়॥
তাঁহার প্রাণের প্রিয়া রাধিকা সুন্দরী।
নিত্য-আনন্দ দেবী বৃন্দাবনেশ্বরী॥
তাঁর সঙ্গে হয় সদা প্রেমযুত ভাব।
গুণ শরীরে হয় নির্গুণ স্বভাব॥
গুণলীলা যত যত সেই সে অনিত্য।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা সেই বস্তু সত্য॥
নির্গুণ নির্লোপ সেই পুরুষ মহাশয়।
যোগিগণ নাহি পারে করিতে নির্ণয়॥
পুরুষ প্রকৃতি পর অতি গূঢ়তর।
সত্যবাদী স্বর্গলোক তার অগোচর॥
বেদেহ না জানে কৃষ্ণলীলার প্রকাশ।
কিছু-বা জানিতে পারি আমি তাঁর দাস॥
তোমারে কহিলাম দেবি পরম কারণ।
এই তত্ত্ব সদা মনে কর অনুক্ষণ॥
পার্ব্বতী বলেন গোসাই জন্মিল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিতে মনে মোর লাগে বড় ভয়॥
আপনি কহিলা রাধা আদ্যা শকতি।
তবে কেনে রাধিকার হইল অন্য পতি॥
সে সব কহিবে মোরে করিয়া নির্ণয়।
শুনিতে ইচ্ছা হয় মনে যদি কৃপা হয়॥
শিব বলেন শুন দেবি গুহ্যতর কথা।
অপূর্ব্ব ঈশ্বরলীলা কহিব সর্ব্বথা॥

স্বকীয়া রূপেতে আছিলা গোলোকে[১] ।
নানা বৈভব তাহে নানান কৌতুকে ॥
শত কোটী শক্তি কৃষ্ণ একা বিলাসন ।
সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষণ করে অনুক্ষণ ॥
তার মধ্যে দুই শক্তি আছয়ে প্রধান ।
রাধিকা বিরজা বলি আছয়ে আখ্যান ॥
রাধিকা সমান নাহি অন্য শকতি ।
অভেদ কৃষ্ণের দেহে পতিব্রতা সতী ॥
বিরজা সদাই ছিলা রাধিকার বিপক্ষী ।
কৃষ্ণ মাত্র সর্ব্বক্ষণ রাধিকার সাপক্ষী ॥
শত কোটী শক্তি এই দুই অনুচরী ।
দুইস্থানে দুইজন ছিলা দুই পুরি ॥
রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ সদাই বিহরে ।
কখন কখন যান বিরজা-মন্দিরে ॥
রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ সদাই হন সুখী ।
হেনকালে তথা আইল বিরজার সখী ॥
রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ দেখি একবাসে ।
ত্বরিতে কহিল গিয়া বিরজার পাশে ॥
একে কৃষ্ণ-প্রিয় নহে বিরহের জ্বালা ।
অভিমানে বিরজা দেবী শরীর ছাড়িলা ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আইলা সত্বরে ।
দেখিলা সকল শূন্য বিরজা-মন্দিরে ॥
দ্রবিত বিরজা হইল করি অনুতাপ ।
বিরজা বলিয়া কৃষ্ণ জলে দিল ঝাঁপ ॥

১ রূপ গোস্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের সাহায্যে পরকীয়া রাধাকে স্বকীয়াতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সহজিয়াগণ পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন বলিয়া, গোলোকের স্বকীয়া রাধাকে পরকীয়াতে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। বৈষ্ণব ও সহজিয়াগণের মতের বিভিন্নতার ইহা একটী প্রধান দৃষ্টান্ত।

বিরজা পাইয়া কৃষ্ণ উঠিলেন কূলে [১]।
সেই রাধা চলি আইল পৃথিবী মণ্ডলে॥
প্রান্তরের মধ্যে যেন আছে তরুবর।
তাহার পশ্চাৎ-গত যেন দিবাকর॥
বৃক্ষ ছাড়ি ছায়া যেন যায় অন্য স্থানে।
তেনরূপে প্রকাশ হইলা বৃন্দাবনে॥
স্বয়ং জনের প্রতিমূর্ত্তি হয় আর জন।
একারণে পরকীয়া বলি বৃন্দাবন [২]॥
যমুনা আইলা তথা হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ দরশন লাগি হইয়া সশঙ্কিত॥
বৃন্দাবনে রহিলা দেবী হইয়া বেষ্টিত।
এই সব সত্যযুগে হইলা বিদিত॥
সূর্য্যের মানস কন্যা বিরজা আপনি।
তেই সে যমুনা বলি সূর্য্যের নন্দিনী॥
বিরজা দ্রবিত যেই যমুনা আখ্যান [৩]।
কৃষ্ণ সঙ্গে ভেদ কভু না করিহ আন॥
বিরজা লইয়া কৃষ্ণ গেলা অন্তঃপুরী।
কহিতে লাগিলা প্রভু অনুরাগ করি॥
তোমা সবাকার হই আমি হেন পতি।
তথাপি তোমরা কেনে কর অব্যাহতি॥
পরস্ত্রী করিব তোমা সবে একজন্ম।
তবে সে জানিব আমি যার যেবা ধর্ম্ম॥
আমার বিহার-স্থান আছে বৃন্দাবন।
তথায় জানিব আমি তোমা সঁবার মন॥

১ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধিকা ও বিরজার উপাখ্যান বর্ণিত আছে।
২ এই পরকীয়া-বাদের উপর বৃন্দাবন-লীলা প্রতিষ্ঠিত।
৩ বিরজা নদীর কথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কে, ভগবৎ-সন্দর্ভের ৬০শ অঙ্কে উল্লিখিত আছে।

পরস্ত্রী হইয়া দেখ পাও কত সুখ।
আমার কারণে মিছা পাও এত দুঃখ॥
এতেক দুষ্কর যবে শ্রীকৃষ্ণ বলিল।
রাধিকা বিরজা আদি কান্দিতে লাগিল॥
কি লাগি এমন শাপ দিলা নারায়ণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ॥
তোমার বনিতা বিভা করিবেক আনে।
অনলে পুড়িয়া সবে তেজিব পরাণে॥
এতেক শুনিয়া প্রভুর উপজিল হাস।
শান্তাইল সবাকারে করিয়া আশ্বাস॥
অংশ হয়া হব তোমা সবার গৃহপতি।
অন্যে কি করিবে বিভা কাহার শকতি [১]॥
দ্বাপর যুগেতে গিয়া হইব অবতার।
তোমা সবা লইয়া তথা করিব বিহার॥
ত্রেতা শেষে এই সব হইল কথন।
ব্রজকুলে যাইব আমি নিশ্চয় বচন॥
বিরজা রাধিকা আদি হইল জাতিস্মরা।
আভীর দুহিতা সবে হইলা অতি ত্বরা [২]॥
পূর্ব্বাপর যত কথা হইল স্মরণ।
বিহার করিব আমি এই বৃন্দাবন॥

[১] ললিতমাধবে আছে :—"পতিম্মন্যানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু বাম্যতা যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতিদুর্ঘটম্।" (১ম অঙ্ক।)

[২] রূপ গোস্বামীর ললিতমাধব নাটকের প্রথম অঙ্কে রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির জন্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—হিমালয় মহাদেবকে জামাতৃরূপে পাইয়াছিলেন, ইহাতে ঈর্ষ্যা পরায়ণ হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া এই বর প্রাপ্ত হয়েন যে, তিনি এমন কন্যা লাভ করিবেন যাঁহার স্বামী মহাদেবকেও পরাজিত করিতে পারিবেন। চন্দ্রভানু ও বৃষভানুর পত্নীদ্বয় গর্ভবতী ছিলেন। মায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সেই দুই রমণীর গর্ভস্থ কন্যাদ্বয় বিন্ধ্যরমণীর গর্ভে স্থাপিত হয়। তাহাদের একজন রাধা, অন্যজন চন্দ্রাবলী। কংসের আদেশে পূতনা রাধা ও চন্দ্রা-

অংশরূপে সব কৈল পরিণয় কেলি।
বিরজা যাহার নাম সেই চন্দ্রাবলী॥
সেই সব লইয়া ব্রজে পরম কৌতুকে।
বিহার করয়ে কৃষ্ণ নিজ মন সুখে॥
যত লীলা বৃন্দাবনে তার নাহি অন্ত।
মহা * সুখ হয় অতি নিদাঘ বসন্ত॥
ষড় ঋতু আসি নিত্য হয় উপনীত।
কাল ক্রমে আর যেই হয় প্রকাশিত॥
নিত্য পুষ্প বিকশিত সদা বৃন্দাবনে।
গন্ধ বিনা মলিনতা না হয় কখনে॥ *
নব নব পুষ্প কুঞ্জ দেখিতে সুন্দর।
সদাই সমান জ্যোতি অতি মনোহর॥
তরুগণ ডালে পাতে সদা আছে যুড়ি।
মধুময় লতা তাহে আছে বেড়ি বেড়ি॥
নানা পক্ষী নাদ করে সারস কোকিল।
কাচা পাকা শোভা তাহে করে নানা ফল॥
মলয় পবন তাহে রহে অনুক্ষণ।
বৃন্দাবনে দুই জন অপ্রাকৃত ধন॥
নানা বর্ণে পদ্মে তাহে শোভে চক্রবাক।
পদ্মগন্ধে অলি তাহে উড়ে লাখে লাখ॥

বংশীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পথে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত তাহা দেখিতে পাইয়া রাক্ষস-নাশক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তাহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার কালে চন্দ্রাবলী বিদর্ভদেশগামিনী নদীর গর্ভে পতিত হন। পূতনার ক্রোড় হইতে পৌর্ণমাসী রাধা, ললিতা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা এবং শ্যামাকে লাভ করেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক চন্দ্রাবলীকে নদীতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে জাম্ববান্ তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া আসেন। ইঁহারা সকলেই গোপগৃহে পালিতা হইয়া গোপস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* এই পঙ্‌ক্তিগুলির পরিবর্তে ১১৪৪ নং পুথিতে আছে—"ষড় ঋতু আসি তাহে হয় উপনীত।"

বিহারের সীমা তাহে হয় অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ দুই জন অপ্রাকৃত ধন [১] ॥
নিত্য নিত্যলীলা নিত্যবৃন্দাবনে হয়।
মায়ার প্রভাবে কেহো জানিতে না পারয় ॥
মত্ত মধুকর তাহে ফিরে মত্ত হইয়া।
কুসুম সৌরভ বাস আমোদ পাইয়া ॥
কৃষ্ণের সঙ্গিনী মায়া যাহার সন্ধানে [২]।
নিরবধি রসরঙ্গ হয় বৃন্দাবনে ॥
রাধিকার অনুকূল্য সেই মায়া হয়।
এ কারণে বৃন্দাবনে নিত্য আইসে যায় ॥
তাহাতে * রাধিকা রূপ হয় দুই রূপ।
সারল্য কুটীল এই দুইত স্বরূপ ॥ *
কৃষ্ণ আসি স্তব যদি রাধিকারে করয়।
মান হইলে প্রেম কুটীলতা হয় ॥
সারল্য হইলে রাধার হয়ত মিলন।
কৃষ্ণ নানা সুখ ভুঞ্জে সারল্য-কারণ ॥
রধিকার আজ্ঞায় কৃষ্ণ হয়েন ভৃত্যবত।
অত্যন্ত সুস্নেহ প্রেম হয় এই মত।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যেশ্বর কৃষ্ণ যস্য করে দাসব্রত ॥
আমিও ঐশ্বর্য্যপতি আমার ঈশ্বর।
ভৃত্যবত হন প্রেমে রাধিকা গোচর ॥
ত্রিভুবন জিনি রাধার লাবণ্য-গরিমা।
অপার মহিমা কেবা দিতে পারে সীমা ॥

চরিতামৃতে আছে :—বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন ॥

চরিতামৃতে আছে :—কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।—আদি, ৫ম পরিঃ।

— রাধিকার প্রেম হয় দুইত স্বরূপ।
কৃষ্ণের বিরহে প্রেম বাড়ে অপরূপ ॥—পাঃ।

যদ্যপি হয়েন কৃষ্ণ সবাকার পতি।
তথাপি গোপীর প্রতি সদা ছিল প্রীতি ॥
যেবা বলে রাধিকার অন্য ছিল পতি।
সেই মূঢ় মহাপাপী যায় অধোগতি ॥
পার্ব্বতী বলেন গোসাই শুন দয়াময়।
তোমার প্রসাদে মোর খণ্ডিল বিস্ময় ॥
আর কিছু আজ্ঞা কর না করিহ অন্য।
কলিযুগে কৃষ্ণ কেন হইলা চৈতন্য ॥
শিব বলেন দেবি শুনহ বচন।
কহিব সকল তোমারে যতেক বিবরণ ॥
গোপগোপী সঙ্গে কৃষ্ণ ছিলা কথোদিন।
গোকুলে বিপদ হইল হইল এই চিন ॥
পাপিষ্ঠ কংসের মৃত্যু হইল উপস্থিত।
দূত পাঠাইয়া দিল ব্রজেতে তুরিত ॥
শুনিল রাধিকা কৃষ্ণ যাবে মথুরায়।
সেই হইতে বিরহ বাড়িল অতিশয় ॥
রথ আরহণে গেলা কৃষ্ণ বলরাম।
যমুনার তীরে ক্ষেণে করিলা বিশ্রাম ॥
সেইখানে অক্রূর গেলা করিবারে স্নান।
বিষ্ণুদেহে কৃষ্ণ আসি হইলা অধিষ্ঠান ॥
অসুর মারিতে বিষ্ণু হইলা আগুয়ান।
বৃন্দাবনে থাকিল সে পুরুষ প্রধান ॥
এ সব বৃত্তান্ত বলরাম নাহি জানে।
দুই ভাই মথুরা যাই এই ছিল মনে।
অপ্রকট হইয়া কৃষ্ণ রহে বৃন্দাবনে [১] ॥

১ এই উপাখ্যান দ্বারা বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে অসুর-হত্যা ব্যাপার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন, আর বিষ্ণু কৃষ্ণ-দেহে অবিভূত হইয়া কংসকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাই বক্তব্য।

সবে দেখিল কৃষ্ণ মথুরায় গেল।
কেবল রাধিকা দেবী দেখা না পাইল॥
কৃষ্ণ মথুরায় গেল শুনি সখী-মুখে।
ধরণী পড়িল রাধা পাইয়া মন দুঃখে॥
কৃষ্ণরস প্রেম যেন তরল হইল।
সেই প্রেম বিষ করি রাধিকা জানিল॥
মদন মাদন দুই স্তম্ভন শোষণ।
সম্মোহিত আদি করি এই পঞ্চবাণ॥
দিনে দিনে তারা সব কৈল পরাভব।
রাত্রি দিনে সমভাব নাহি সুখ নব॥
শোকসায়রে রাধা সদত ভাসিলা।
এই দুঃখে কত দিন ব্রজেতে আছিলা॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু করি নিবেদন।
সকল কহিবা মোরে যত বিবরণ॥
এত দুঃখ পাইয়া রাধা ব্রজেতে রহিলা।
তারপর রাধিকারে কোন গতি দিলা॥
শিব বলে বিষ্ণু দেহে কৃষ্ণের প্রকাশ।
তেন মহালক্ষ্মী দেহে রাধার বিলাস[১]॥
মোহ পায়া রাধা গেলা নিত্যবৃন্দাবন।
তথায় পাইল রাধা কৃষ্ণ দরশন॥
রাধিকা আছিল হেন লোকে পায় দেখা।
কেবল দেহের নাম আছিল রাধিকা॥

চরিতামৃতে আছে :—

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥—আদি, ৪র্থ পঃ।

সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান।

চৈঃ চৈঃ, আদি, ৪র্থ পরিঃ।

মথুরায় গিয়া কৃষ্ণ মারিলা গরিষ্ঠ।
দেখিয়া ভকত লোক হইলা বড় হৃষ্ট॥
বসুদেব-পুত্র হয় বাসুদেব হরি।
পুনরপি বিহার করিল মধুপুরী॥
মা বাপের বন্ধন করিল বিমোচন।
উগ্রসেনে মথুরায় করিল রাজন॥
এইরূপে কত দিন আছিল তথাই।
মায়ারূপে পড়িতে গেলেন দুই ভাই॥
অনন্ত মহাবিষ্ণু দোহে ক্ষীরোদে আছিলা।
সেই দুই ভাই আসি একত্র হইলা॥
মথুরা ছাড়িয়া দোঁহে দ্বারকায় আসি।
বৈকুণ্ঠ প্রভাব যত সকল প্রকাশি॥
ষোল সহস্র নারী একত্রে পাইলা।
রুক্মিণী আদি অষ্ট বিভা শেষে করিলা॥
গুণ লীলা তথা সব হইলা প্রচুর।
পুত্র পৌত্রেতে বৃদ্ধ হইলা ঠাকুর॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু একদেহ জানিহ নিশ্চয়।
এক দেহে দুই দুই লীলা মাত্র হয়॥
চতুর্ভুজ দেখিলে হয় বিষ্ণু-দরশন।
দ্বিভুজ দেখিলে হয় মুরলী-বদন [১]॥
পূর্ণ চতুর্ভুজ লীলা দ্বারকার পতি।
আমরা দর্শন লাগি যাই নিতি নিতি॥

১ চরিতামৃতে আছে :—

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ মাত্র আকার বিভেদ॥
ইঁহোত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণুধর তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥

আদি, ২য় পরিঃ।

এইরূপে কতক দিন দ্বারকায় ছিল।
তারপর রাধিকারে স্মরণ করিল॥
উদ্ধবে পাঠাইয়াছিল ত্বরায় ব্রজেতে।
আনহ রাধিকা দেবী আছে যেন মতে॥
উদ্ধব আসিয়া ব্রজে মিলিল তুরিতে।
কেবল রাধিকা নাম লক্ষ্মী অবনীতে॥
সেই লক্ষ্মী-রাধা লইয়া উদ্ধব মহামতি।
আনিল দ্বারকাপুরী সেই সে শকতি॥
সবাই জানিল রাধা গেলা দ্বারকাপুরী।
কৃষ্ণ সে তাহার পতি রাধা নিত্যেশ্বরী॥
মহালক্ষ্মী রথে করি উদ্ধব যবে গেলা।
দেখি সে নয়নে কৃষ্ণ হরসিত হইলা॥
আস বলি, নারায়ণ বাহুপসারিলা।
আলিঙ্গনে লক্ষ্মী সেই দেহেতে মিশিলা॥
লক্ষ্মী নারায়ণ দুঁহে একত্র হইলা।
অবতার সঙ্গে করি নিজস্থানে গেলা॥
শুনিতে শুনিতে দেবী এতেক কারণ।
দণ্ডবত হইয়া পড়ে শিবের চরণ॥
দেবের দেবতা তুমি কেবা দিবে সীমা।
তোমা বিনে এই তত্ত্ব কে জানে মহিমা॥
পার্ব্বতীর ভক্তিভাব দেখি পঞ্চানন।
শুনহ পার্ব্বতি কহি চৈতন্য কথন [১]॥
দ্বাপর যুগ অবশেষ কলির প্রবেশ।
দেবগণ স্তুতি ভক্তি করিল বিশেষ॥

[১] আগমসার বৈষ্ণব সহজিয়াদের আদি গ্রন্থ বলিয়া সহজিয়া সাহিত্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। ইহা যে চৈতন্যপরবর্ত্তী কালে লিখিত হইয়াছিল, এই স্থানে চৈতন্যের উল্লেখ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শুনিয়া দেবের স্তুতি রসিক মুরারি।
রাধিকার প্রতি কহে বচন মাধুরী॥
শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে বলিয়ে তোমারে
সব দেব স্তুতি আসি করিল আমারে॥
কলির প্রভাব হইল বড় দুরাচার।
চল যাই দুই জনে করি অবতার [১]॥
রাধিকা বলেন প্রভু মোর নাহি দায়।
যত দুঃখ দিলে তার নাহি সমুচ্চয়॥
তোমার সঙ্গেতে মোর কোন্ প্রয়োজন।
দুঃখ বিনে সুখ মোর না হয় কখন॥
সহজে অবলা জাতি না জানি চাতুরী।
তোমার বিরহ আর সহিবারে নারি॥
স্বামীর একার্য্য নহে সদা দেয় দুখ।
স্বামীর প্রসাদে লোক ভুঞ্জে নানা সুখ॥
স্বামীর বিচ্ছেদ দুঃখ কত-বা সহিব।
স্বামী দুঃখ দিলে সুখ কোথায় না পাব॥
রাধিকা-বচন শুনি রসিক মুরারি।
তুষিল রাধিকা দেবী মহাস্নেহ করি॥
প্রেমে গদ্‌গদ হয়া দিল আলিঙ্গন।
অশেষ প্রকারে কৈল চারু চুম্বন॥

১ পুরাণে আছে যে অসুর-সংহারের জন্য কৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হন, কিন্তু চৈতন্যপরবর্ত্তী বৈষ্ণব মত এই যে তিনি ভক্তগণের মঙ্গলার্থ প্রেমমার্গীয় ভক্তি প্রচার করিতে জন্মগ্রহণ করেন।

চরিতামৃতে আছে :—এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥ আদি, ৪র্থ পরিঃ।

*

তুমি মোর প্রাণধন কভু নহে ভিন্ন।
এক আত্মা দুই দেহ এই মাত্র চিহ্ন [১] ॥
তোমায় আমায় এক শরীর সে হইয়া।
অবতার হইব তোমার ভাব লইয়া [২] ॥
বাহ্যে রাখিব তোমায় সদাই দেখিতে।
অন্তরে থাকিব আমি হইয়া গুপতে ॥
সদাই করিব তোমার বিরহ আস্বাদন।
তোমার বিরহ যত করিল গ্রহণ [৩] ॥
আপনার ইচ্ছায় হইলা পরবশ।
রাধিকার সেই ভাব সেই প্রেমরস ॥
রাধিকার ভাব, যুগধর্ম্ম-স্থাপনে [৪]।
জীব নিস্তারণ হেতু এ তিন কারণে [৫] ॥

কৃষ্ণরাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ।

চৈঃ চঃ, আদি, ৪ পরিঃ।

রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার। ঐ।

চরিতামৃতে আছে :—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা প্রভুর শরীরে উদয় ॥

ঐ, অন্ত্য, ১৪ পরিঃ।

এবং রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবাবিষ্ট মত্ত প্রভু রাত্রি দিনে ॥

ঐ, আদি, ৪র্থ পরিঃ।

৪ সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥

চৈঃ চঃ, আদি, ৪র্থ পরিঃ।

৫ রাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া কলিযুগধর্ম্ম (নাম ও প্রেম) প্রচারার্থ, এবং জীবের উদ্ধার হেতু, চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। রূপগোস্বামীর কড়চায় আছে :—

কলির সন্ধ্যায় আসি হইলা অবতার [১] ।
যুগধর্ম্ম স্থাপি কৈলা প্রেমের প্রচার [২] ॥
বিরহ বিচ্ছেদ বৃন্দাবন সদা মনে ।
তাহাতে রাধিকা ভাব নহে সম্বরণে ॥
শুনহ পার্ব্বতি তত্ত্ব কহিল কারণ্য ।
তিন ভাব লইয়া কৃষ্ণ হইলা চৈতন্য ॥
সত্যযুগে দেবলোকে ধ্যান পরায়ণ ।
ত্রেতাযুগে কৈল প্রভুর কেবল পূজন ॥
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা বিবিধ বিধানে ।
কলিযুগে ধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তনে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য করিল সবার নিস্তার ।
পতিত দুর্গতি জন হইল উদ্ধার [৩] ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
সাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

অর্থাৎ রাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার (কৃষ্ণের) মাধুর্য্য কিরূপ, এবং আমার দর্শন হেতু রাধার যে সুখোদয় হয় তাহাই বা কিরূপ, এই তিন বিষয় লোভ হেতু কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন । (পূর্ব্ববর্ত্তী উল্লেখ দ্রষ্টব্য ।)

১ চরিতামৃতে আছে :—

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় ।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥

আদি, ৩ পরিঃ ।

২ চরিতামৃতে আছে :—

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার ॥

আদি, ৩য় পরিঃ ।

এবং আপনি আচারি ভক্তি করিল প্রচার । ঐ ।

৩ যেমন হরিদাস, জগাই, মাধাই প্রভৃতি ।

চৈতন্যের যত গুণ কেবা দিবে সীমা।
কে কহিতে পারে তার অপার মহিমা॥
অনন্ত সহস্র মুখে না পারে কহিতে।
পঞ্চমুখে তাহা কিবা পারি বিচারিতে॥
যাঁর পদরেণু লাগি আকুল সদা বিধি।
যোগিগণ ভাবি যার না পায় অবধি॥
যাঁর পদরেণু লাগি ত্রিজগত বিকল।
সেই পাদপদ্ম লাগি আমিও পাগল [১]॥
তোমারে কহিল দেবি পরম আগম।
এ তিন ভুবন মধ্যে নাহি কৃষ্ণ সম॥
গৌরাঙ্গ-বন্যায় আসি ভাসাইল সংসার।
পণ্ডিত রহিল উচ্চে বান্ধিয়া টিকর॥
তপনের তাপ তবে সহিতে না পারি।
উল্লুক রহিল যেন বড় ডাল ধরি॥
থাকিল পণ্ডিত তারা নিজে মান করি।
বিদ্যাকুল-মদে দ্বিজ না ভজিল হরি॥
প্রেমবন্যা দেখি দ্বিজ হইল বড় ভীত।
তেই সে হইল তারা বিধি-বিড়ম্বিত॥
সেই বন্যায় ডুবি পাপী জগাই মাধাই।
প্রেমজল পাইয়া নিস্তরিল দুই ভাই॥
ভকত হইল জলে মৎস্য মগর।
আনন্দিত হইয়া ফিরে কার নাহি ডর॥
কলি-ভুজঙ্গে জীব যত খাইয়াছিল।
হরিনাম মন্ত্র পাইয়া পুন প্রাণ পাইল॥

১ যেহেতু চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মতে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকৃত হন, অতএব এখানে চৈতন্যদেবকে প্রধান পুরুষের আসনে স্থাপন করা হইয়াছে।

ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ কহা নাহি যায়।
অনন্ত মহিমা বেদ পুরাণে না পায়॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু আগমের ভাষা।
শ্রীহরি-চরণ-পদ্ম বিপদ্‌-বিনাশা॥
যে হয় রসিক সেই করিব শ্রবণ।
ইহাতে জানিব তত্ত্ব সকল কারণ॥
পয়ার প্রবন্ধ শুনি না দূষিহ পদ।
কৃষ্ণ কথা রসে সদা বিনাশে বিপদ্‌॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
এইত কহিয়াছিল যুগলের দাস॥

ইতি শ্রীআগমগ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইতি সন ১০৭৫ সাল, তারিখ ২৫ শ্রাবণ, রোজ রবিবার।

আনন্দভৈরব[১]

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

ক্ষেমঙ্করি খোর গান্ধারিকা পরস ইচ্ছা বামা মৌনাধিকা।
নিজথাজথেঞ্জেতৃনিগাপন্নছইয়াসুজেমাস্বরিকান্ত॥[২]

পদ্মাবতী কহে মুই করি নিবেদন।
এই শ্লোকের অর্থ কহ শুনিতে হয় মন॥

[১] এই গ্রন্থমধ্যে হরিনারায়ণ রাজার পাত্র ভৈরবের সহজধর্ম শিক্ষা করিয়া নিত্যানন্দ লাভের কথা বর্ণিত আছে, এজন্য এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে "আনন্দভৈরব"।

[২] প্রথম চরণের আটটী শব্দের ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় চরণটী অবোধ্য।

কান্ত কহে শ্লোকার্থ করিবে শ্রবণ।
বাহ্যে নাহি কহা যায় মনের করণ [১] ॥
তবে যে কহিয়ে আমি তোমার উপরোধে।
অল্প জ্ঞান যদি কর হবে অপরাধে॥
আপনার জ্ঞান কথা কহিব কেমতে।
মায়ামহি [২] ভজন ইহা নারিবে বুঝিতে॥
পদ্মাবতী বলে মায়ামোহিত বলি কারে।
ভালমতে যেই জনা বিচার আচার করে [৩] ॥
আপনাকে বৈরাগী মানে ভক্তকে সংসারী।
সেই জন মায়ামোহিত দেখহ বিচারি [৪] ॥
বলেন আমি গোসাঞির ধর্ম্ম করিয়াছি আশ্রয়।
গোসাঞি করে কার ধর্ম্ম তাহা না বুঝয় [৫] ॥

১ সহজ ধর্ম্মের করণ (culture) দুই প্রকার--(১) বাহ্য, (২) মর্ম্ম। চরিতামৃতে আছে—বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন—(মধ্য, ২২ পরিঃ)। মনের করণ কথাদ্বারা বুঝান যায় না ; ইহা উপলব্ধি করিতে হয়।

২ সাধারণ বৈষ্ণবগণের উদ্দেশে শ্লেষপূর্ণ উক্তি ; ব্যাখ্যা পরে দ্রষ্টব্য।

৩ যাহাদের মন আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ তাহারা স্বার্থের তুলাদণ্ডে সর্ব্বদাই আত্মপর বিচার করিয়া কার্য্য করে; কিন্তু যাহারা উদারহৃদয় তাহাদের নিকট আত্মপর বিচার নাই, পৃথিবীই তাহাদের কুটুম্ব। পূর্ব্বোক্ত স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণকেই মায়ামোহী বলা হইয়াছে। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—

স্বইচ্ছাতে ভাল মন্দ বুঝিবা আচার।
পরইচ্ছা পাত্রাপাত্র না করে বিচার।
পর ইচ্ছা পরমাত্মা তত্ত্ব যেবা জানে।
ভাল মন্দ বিচার নাই সকল সমানে॥ (২৮ পৃষ্ঠা।)

৪ ইহারা নিজেকে ধার্ম্মিক, এবং প্রকৃত ভক্তকে সংসার-মায়ায় আবদ্ধ জীব বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা নিজেরাই মায়াজালে আবদ্ধ রহিয়াছে।

৫ ইহারা বলে যে গোস্বামীদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তাহারা আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু গোস্বামীরা নিজেরা যে কিরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন সেই মূল তত্ত্বের প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই।

আদি মূল যদি কহি, তবে মনে দুঃখ।
আমি যদি ঠাকুর বলি তবে হয় সুখ [১] ॥
এই লাগি দণ্ডবৎ করি দূর হৈতে।
এবে কহি শ্লোকার্থ শুন এক চিত্তে ॥
রূপ রস শব্দ স্পর্শ লীলা রসগুণ।
নায়ক নায়িকা সহ এই অষ্টজন [২] ॥
ক্ষেমঙ্করী নাম যার তারে কহি রূপ।
খোর কহিয়ে যারে নাইকা স্বরূপ ॥
গান্ধারিকা কহিয়ে তবে সেই হয়ে গন্ধ।
রস নামে পরস ইহা বুঝিবারে ধন্দ ॥
ইচ্ছা কহিয়ে যারে সেই শব্দ হয়।
বামা শব্দে অন্য রস যে কহয় ॥
লীলাকর্ত্তা হয় মৌনাধিকা বলি যারে।
চব্বিশ অক্ষরের অর্থ কহিলাম তোমারে [৩] ॥

১ সেই মূলতত্ত্বের কথা বলিলেই ইহারা দুঃখিত হয়, আর সম্মানসূচক ঠাকুর আখ্যা পাইলে সন্তুষ্ট হয়।

২ অতএব নায়ক-নায়িকা বাদে ছয় জনের কথা এখানে বলা হইয়াছে। সহজ সাধনায় এই ছয় জনের কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়া থাকে। অমৃতরসাবলীতে আছে —"ছয় জনার এক বাক্য এক আচরণ" হইলে সহজসিদ্ধি হয়। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীর মতে—"সহজতত্ত্ব জানি ছয় এক পুন হৈল।" এই ছয় জনার অর্থ—"জ্ঞান ইন্দ্রিয় মন শুদ্ধা নিষ্কামী ছয় জন। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, ও রূপরসাদি তাহাদের বিষয় সহ মনের করণ সহজ সাধনার উদ্দেশ্য। নায়ক-নায়িকা শব্দে মন (জীবাত্মা) ও পরমাত্মাকে বুঝায়, যথা—

"নায়িকা নায়কে কহে করিয়া বিনয়।
মন আর পরমাত্মার তত্ত্ব কথা হয় ॥ (নিগূঃ)

এখানে কান্ত ও পদ্মাবতীর অর্থও সেইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রবন্ধমধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, নায়িকা, এবং লীলাকর্ত্তা নায়কের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩ ক্ষেমঙ্করী + গান্ধারিকা + স্পর্শ + ইচ্ছা + বামা + মৌনাধিকা + নায়ক + নায়িকা এই চব্বিশ অক্ষরের অর্থ বলা হইয়াছে।

অষ্টাদশ অক্ষরের বাহু নাম হয় [১] ।
নায়কের সম্বন্ধে সভে শ্রীকৃষ্ণ ভজয় [২] ॥
পদ্মাবতী কহে ভজ কার অনুসারে ।
সেই সব তত্ত্ব কহ করিয়া বিস্তারে ॥
মহাজনের করণ বিনে নাহি লয় মনে ।
কান্ত কহে কহি তাহা করহ শ্রবণে ॥
এই মত ভজন সাধন পূর্ব্ব হইতে আছে ।
পূর্ব্ব মহাজন কহি পর কহিব পাছে ॥
অনাদি ব্রহ্মার ঘামে শক্তির জনম [৩] ।
দিব্য মূর্ত্তি হইয়া তাঁর আকর্ষিল মন ॥
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা করিল সঙ্গম ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম ॥
মুখে ব্রহ্মা বক্ষে বিষ্ণু শিব দ্বারে ।
ক্রমে ক্রমে প্রবল হইলা তিন সহোদরে ॥
তিন জনে দয়া করি মন্ত্র সমর্পিলা ।
তপস্যা করিতে যাও তিনে আজ্ঞা দিলা ॥
আজ্ঞা পায়া চলিলেন বাঁকা নদী তীরে ।
তপস্যা করেন তিনে বীজাঙ্কুশ দ্বারে ॥
অনাদি ব্রহ্মা চলিল বুঝিবারে মন [৪] ।
যোগবিদ্যা-প্রবল হইল কোন্ জন ॥
মৃত শরীর হইয়া জলে ভাসি যায় ।
ছি ছি বলিয়া ব্রহ্মা জল দিল পায় ॥

১ তন্মধ্যে নায়ক-নায়িকা এই ছয় অক্ষর বাদে অবশিষ্ট অষ্টাদশ অক্ষরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

২ পরমাত্মা সম্বন্ধীয় ভজনে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ হইয়া থাকে । যথা, পরে (এই গ্রন্থমধ্যে) আছে—"পঞ্চ জনা সঙ্গে লঞা করহ গমন ।"

৩ পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের ছায়া লইয়া রচিত । অনাদি ব্রহ্মা—নিরুপাধি ব্রহ্ম ।

৪ পুরাণে আছে শক্তি নিজে গিয়াছিলেন ।

কুপিত হইয়া অনাদি ব্রহ্মা তারে দিল শাপ।
পৃথিবীতে না হবে পূজা করিলি মহাপাপ॥
পুন সেইরূপে গেলা বিষ্ণুর নিকটে।
আস্ত ব্যস্ত হইয়া জল দিল তিন পুটে॥
হাসিয়া অনাদি ব্রহ্মা বর দিল তারে।
তোমা ছাড়া কোন কর্ম্ম না হবে সংসারে॥
সেইরূপে গেলা মহারুদ্রের নিকটে।
ধ্যান ভঙ্গ হইল দেখে মূর্ত্তি বিকটে॥
পুনরপি শিব তবে চক্ষু মুদিয়া।
করিতে লাগিলা ধ্যান বিস্মিত হইয়া॥
যোগবলে যোগেশ্বর বৃত্তান্ত জানিল।
উঠাইয়া কোলে করি নাচিতে লাগিল॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা কৈল ভাল মতে।
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ সব হৈল তোমা হৈতে॥
মোর চিত্ত দ্রবিল দেখিয়া তোমার ভক্তি।
অঙ্গিকার কর, তোমায় দিলাম আত্মাশক্তি॥
শিব কহে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিব গোসাই।
এমন আজ্ঞা কর যাতে দোষের অন্ত নাই॥
তবে কহে অনাদি ব্রহ্মা কেবা বটি আমি।
আত্মা শক্তি কেবা বটে, কেবা হও তুমি[১]॥
বুঝিয়া মহেশ তবে করিল অঙ্গিকার।
শক্তির চরণে আসি করিল নমস্কার॥

১ এই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই সহজ সাধনার এক প্রধান উদ্দেশ্য। চরিতামৃতে আছে—

কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয়।

মধ্য, ৮ পরিঃ

হাসিয়া মহামায়া কহে মধুর বচনে।
আমার আজ্ঞা পালন তুমি করিবে সর্ব্বক্ষণে [১] ॥
তোমার যেই ইচ্ছা সেই ইচ্ছা হয় মোর [২]।
বুঝিলে নিকট হয়, নহিলে হয় দূর ॥
তাহার লাগিয়া মোরে করহ ভজন [৩]।
আমাকে জানিলে তার পাবে দরশন ॥
মনে মনে বুঝিয়া দেখ উপাসনা কি।
হর কহে কামবীজের আশ্রয় হয়াছি ॥

১ প্রকৃতির অনুগত হইয়া সাধনা করা সহজ সাধনার বিশেষ লক্ষণ।
চরিতামৃতে আছে—

এবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।

মধ্য, ২০ পরিঃ।

এবং মঞ্জরী অনুগা বিনে বিষয়ের জ্ঞানে।
না পাইবে ভজিয়া সে শ্রীরাধারমণে ॥

রাগময়ীকণা, ২পৃঃ।

২ একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৩৪৬ পৃঃ।

৩ স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান জন্মান।
সুধামৃতকণিকাতে আছে—

পরকীয়া স্বভাব করে মায়ার প্রকাশ।
আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি এই অভিলাষ।

৮পৃঃ

এবং চণ্ডীদাসের পদে আছে—

রাগ সাধনের এমনি রীত
সে পথী জনার যেমতি চিত ॥

পদাবলী, ৩৩৭ পৃঃ।

বীজের স্বরূপ আমি দেখ আমার গুণ।
হর কহে সর্ব্ব অঙ্গ করাহ দরশন।
শক্তি অঙ্গে উদয় করিল সর্ব্বগুণ।
শুনিয়া হরের বাক্য ত্যজিল বসন।
শিব করে একে একে অঙ্গ দরশন [1] ॥
শক্তি অঙ্গে উদয় করিল সর্ব্বগুণ।
পশিল অন্তরে হৈল হর অচেতন॥
বিহ্বোল হইয়া যোগী ভূমিতে লোটায়।
উঠাইয়া মহামায়া জানুতে বসায়॥
চেতন করাইল হরে অনেক প্রকারে।
স্থির হইয়া হর কহে কি হইল অন্তরে॥
কহিতে কহিতে পুন হইলা অস্থির।
ইহা বুঝে রসিক জন যেই হয় ধীর॥
শক্তি কয় স্থির হইয়া করহ শ্রবণ।
একে একে কহি শুন আপনার গুণ [2] ॥
নখচন্দ্র মুখচন্দ্র কপালচন্দ্র আর।
গণ্ডস্থল দুই চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র সার॥
চন্দ্র উদয় হইলে সুধামৃত ক্ষরে।
পিতে না পাইয়া চকোর পিপাসাতে মরে॥
পাদপদ্ম নাভিপদ্ম উরুপদ্ম আর।
মুখপদ্ম আঁখিপদ্ম আছে চারি আর॥

।নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করিলে সহজ সাধনা হয় না। কারণ সহজ সাধনার উদ্দেশ্য—আত্মতত্ব উপলব্ধি। অমৃতরসাবলীতে আছে—"আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।" নিজের প্রকৃতিকে উলঙ্গ করিয়া দেখিবার ইহাই অর্থ।

এখানে প্রকৃতির শরীর বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

বিকসিত লইলে পদ্ম মধু গন্ধ ছোটে।
অলিগণ উড়ে যায় তাহার নিকটে ॥
পিতে না পাইয়া আকুল হয় অলি।
আর যত গুণ আছে শুন তাহা বলি
পরিসর বক্ষের উপরে দুই গিরি।
চন্দনের গাছ আছে তাহার উপরি ॥
ভুজঙ্গ নিকটে যায় স্নিগ্ধের লাগিয়া।
জ্বালাতে জ্বলয়ে অঙ্গ পরশ না পায়া ॥
এইমতে বাহ্য অঙ্গে যত দ্রব্য আছে।
কহিতে করিয়ে ভয় চেতন হরে পাছে
হর কহে বাহ্যগুণ কহিলে আমারে।
অন্তরের গুণ কহ মন আছে স্থিরে ॥
শক্তি কহে চক্ষু মুদে করহ শ্রবণ।
সংখেপে কহিয়ে কিছু অন্তরের গুণ ॥
সহস্রদল হয় মস্তক ভিতরে [১]।
অক্ষয় নামেতে তথা আছে সরোবরে ॥
উদর ভিতুর আছে মান সরোবরে।
তথা হৈতে ফুল গেল সহস্রদল উপরে ॥
ঊর্দ্ধমুখে অধোমুখে হইয়া নাসার।
সর্ব্বকাল মূল বস্তু আছে তার ভিতর ॥
অক্ষয় সরোবরের জল রসাল অধর।
তথা হইতে যায় বহি মান সরোবর ॥
পদ্মের ডাটা বেয়ে ঊর্দ্ধগতি চলে
সত্তা সহিতে পুন মিশায় সেই জলে
মান সরোবরের উপর ক্ষীরোদ সরোবর
তথা হৈতে উপজিল পদ্ম শতদল ॥

[১] এখানে তন্ত্রের মতানুযায়ী দেহমধ্যস্থিত পদ্ম-সরোবরাদির বর্ণনা হইতেছে।

মূল বস্তুর স্বরূপ সেই পদ্মে রয়।
তার নাম সরোবর পৃথু নাম হয়॥
তথা হৈতে উপজিল অষ্টদল পদ্ম।
তার নাম সরোবর বুঝিবারে ধন্দ॥
অষ্টদল পদ্মে পরাৎপর বস্তু হয়।
ঘোর অন্ধ সরোবরে উরুপদ্ম উপজয়॥
এইমত কত আছে কহা নাহি যায়।
শুনিলে হবে অসম্ভব দেখাব তোমায়॥
এই কথা কহিতে শক্তি অমৃত হইল[১]।
চন্দ্রগুণে বিহেবাল হর ললাটে পরিল[২]॥
এইমত জন্মমৃত্যু একশত আট বার।
একশ আটবারে নিল একশো আট হাড়[৩]॥
গাঁথিয়া গলায় পরে তার হাড়মালা।
সেই মালায় নাম লৈয়া হর হৈলা ভোলা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আইল দোঁহে শিবের সন্নিধানে।
দোহে কহে সদা শিব এমন হৈলে কেনে॥

১ নিজের প্রকৃতিকে অমৃতময় করিয়া যাহারা এইরূপে প্রকৃতিস্থ হয় তাহারাই সহজ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। "শক্তি অমৃত হইল" স্থানে "শক্তির মৃত্যু হইল" পাঠান্তর।

২ শক্তির গুণে বিমোহিত হর সেই অমৃত ললাটে ধারণ করিলেন। শিবের মস্তকে চন্দ্রকলা শোভা পায়, সহজিয়া মতে তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ।

৩ মৃত শরীরে প্রবৃত্তির সাড়া থাকে না, জীবিত অবস্থায় যাহাদের প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদি তদ্বৎ লয় প্রাপ্ত হয় তাহারাই "জীয়ন্তে মরা।" জীবিত অবস্থায় এইরূপ মৃত্যুকেই মানুষের পূর্ণবিকাশ বলিয়া সহজিয়ারা মনে করে। চণ্ডীদাস বলেন—

তাহার মরণ জানে কোন্ জন
কেমন মরণ সেই।
সে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাটিয়া লেই॥ ৩৩৫ পৃঃ।

হাড়ের মালা গলায় কেন ইহার অর্থ কি।
হর কহে মালা পরি বৈরাগী হইয়াছি॥
ব্রহ্মা কহে কার তুমি যাজন কর ধর্ম্ম।
হর কহে বুঝে দেখ যাহা হইতে জন্ম [১]॥
তার নাম মুখে জপি অন্তরে ভাবি গুণ।
ব্রহ্মা কহে ঐ ধর্ম্ম করাহ যাজন॥
হর কহে শুন ব্রহ্মা কহিয়ে নিশ্চয়।
আদ্যাশক্তি বিনে ইহা কদাচ না হয়॥
বাহ্যে দেখাইল হর তাহার আকার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহার মনে হইল চমৎকার॥
কথোক দিবস রই জানিল কিছু গুণ।
ব্রহ্মা করে সৃষ্টি বিষ্ণু করয়ে পালন॥
সদাশিব যেই তার পুছয়ে আকার।
এই হেতু শাস্ত্রে কহে শিব করেন সংহার॥
অসংখ্য তাহার সৃষ্টি কে করে গণন।
অন্তর-কথা কহি তাহা করহ শ্রবণ॥
এক দিন হরশক্তি বসি একাসনে।
হর পুছে শক্তি তুমি ছিলে কোন স্থানে॥

অন্যত্র—মরিয়া হইবে রজক-ঝি।
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে। ৩৩৫ পৃঃ।

অর্থাৎ পুরুষের ভাব লোপ পাইলেই সিদ্ধির চরম অবস্থায় উপস্থিত হওয়া যায়। শুধু একবার মরিলেই প্রকৃতির স্থিরতা সংঘটিত হয় না, শতাধিকবার এইরূপ জন্মমৃত্যু হইলে, তবে নির্ব্বিকার হওয়া যায়।

১ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—
পঞ্চভূত পঞ্চজন দেহ ইথে হয়।
দেহের সাধন সহজ এই হেতু কয়॥ ১৫ পৃঃ।

আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য নিজ প্রকৃতির উপাসনা করিতে হয়, ইহাই বক্তব্য।

যোগবলে চৌদ্দভুবন আমার গোচর।
ধ্যানে না পাইলাম তোমায় ভুবন ভিতর॥
আদ্যাশক্তি কহে তুমি পাসরিলে সব।
মিছা ধ্যান যোগ কর নাহি অনুভব[১]॥
আমার অঙ্গেতে তোমার হইল জন্ম।
পাসরিলে সব না জেনে আমার মর্ম্ম॥
অখণ্ড ভুবন মধ্যে গুপ্তচন্দ্র গ্রাম[২]।
চলাচল নাহি সেই হয় নিত্যধাম[৩]॥
বাহ্যে নাহি দেখিতে পাই অন্তরে নাহি জানি।
ষট্‌দল পদ্মের ভিতর আছে মেলি[৪]॥
পদ্ম মধ্যে আছে নায়ক আর এক নায়িকা[৫]।
ছয় দলে ছয় জনা আমি চন্দ্ররেখা[৬]॥

১ বাহ্য ধ্যান-ধারণায় যে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয় না ইহাই সহজিয়া মত। সহজতত্ত্বে আছে—"সহজ-ভক্তির অধিকারীর কথা সংক্ষেপে কহিব।
প্রমাণ নাহিক মাত্র কেবল অনুভব॥" ৫ পৃঃ।

২ এখানে দেহের মধ্যে গুপ্তচন্দ্রপুর স্থাপিত হইয়াছে।

৩ অমৃতরসাবলীতে "গুপ্তচন্দ্রপুর" সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"দিব্য সেই স্থল, সংসারের মূল,
৩৩ ক্রোশ হয় স্থান।
সেই স্থান অক্ষয়, যুগে যুগে রয়,
প্রলয়ে নাহিক জান।"

৪ প্রকৃতির সেই গুপ্তশক্তি ষট্‌দল পদ্মরূপে বিকশিত আছে।

৫ জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ নায়ক-নায়িকা।

৬ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে :—

রসস্থানে চন্দ্ররেখা বিলাসমঞ্জরী।
নীলচন্দ্ররেখা বলি কহিলা বিচারি॥ ১৫ পৃঃ।

ছয় জনা অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও লীলা রস এই ছয় নায়িকা। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—

রূপে রূপমঞ্জরী সভায় শ্রেষ্ঠ হয়।
নয়নে রূপমঞ্জরী জানিবে নিশ্চয়॥

এই বাক্য কহিতে দোঁহে জীবনে মরিল।
সেই অখণ্ড ভুবন গিয়া সকল দেখিল ॥
চৌদ্দভুবন হয় তাহার খণ্ড নাই।
সত্যি কি মিথ্যা বটে শুনিয়াছি মায়ার ঠাঁই [১] ॥
বাহ্য অঙ্গ তাহার সকল দেখিয়া।
প্রবেশিল অন্তরেতে অতিসূক্ষ্ম হইয়া ॥
সেই অপর মধ্যম তাহার নামেতে।
অষ্টজন আছেন ষট্‌দল পদ্মেতে [২] ॥
নীলচন্দ্ররেখা কহে আমা হইতে সব।
আমার অঙ্গ, আমার স্থিতি, আমার অনুভব ॥
আমার রূপগুণ বৈসে নয়ানকামার আঁখে।
নয়ানকামা হইতে দেখে জগতের লোকে ॥
চৌদ্দভুবন মধ্যে যাহার আছয়ে লোচনে।
তারা সব দেখিতে পায় নয়ানকামার গুণে ॥
আমার রসগুণ বৈসে বয়ানকামার অধরে।
বয়ানকামা হৈতে সব আস্বাদন সংসারে ॥

রসের গুণে রসমঞ্জরী বয়ান নিশ্চয়।
বয়ানকামা বলি দেখ গ্রন্থ-শাখা কয় ॥
শব্দগুণে রতিমঞ্জরী শ্রবণ অধিকা।
এই হেতু কহিলেন শ্রবণ-লতিকা ॥
গন্ধগুণে রসমঞ্জরী নায়িকা প্রধান।
এই হেতু কহিলেন গন্ধকালী নাম ॥ ইত্যাদি।
এই ছয় আর পুন অষ্ট সখী কহে।
সেই অষ্টদলে জানিবে নিশ্চয়ে ॥
অস্থি, সন্ধি, ঘর্ম্ম, বিন্দু, শুক্র, শুক্ত (শোণিত ?), তেজ, মেধা।
এই অষ্ট বস্তু নাম নায়িকা কহিলা। ১৫ পৃঃ।

১ মায়ার ঠাঁই, কারণ মায়া হইতে জগতের উৎপত্তি।

২ পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

আমার শব্দগুণ শ্রবণলতিকার কাণে।
চৌদ্দ ভুবনের লোক সেই গুণে শুনে॥
আমার গন্ধগুণ গন্ধকালির নাসাতে।
জগতে পাইল গন্ধ গন্ধকালি হইতে॥
আমার পরশ গুণ বৈসে পরশমণি অঙ্গে।
শীত পীত উষ্ণ জানে লোক চন্দ্রসূর্য্য সঙ্গে॥
আমি নীলচন্দ্ররেখা আর ত চেতন।
আমা হৈতে সচেতন হয় জগজ্জন॥
তথা হইতে আসি বাহু দেহেতে বসিল।
হরশক্তি দোহার বাহু স্মৃতি হইল॥
শক্তি কহে যোগেশ্বর কর অবধান।
জানিতে পারিলে তুমি অগোচর স্থান॥
হর কহে কিছু মুই নারিলাম জানিতে।
শক্তি কহে তার স্বরূপ দেখহ আমাতে॥
আপনার অষ্ট অঙ্গে কৈল অষ্ট সখী।
আট হইতে চৌষট্টি যোগিনী তাতে লেখি॥
এক এক গুণে কৈল একেক প্রকৃতি।
হরকে ভজয়ে সবে ভাব উপপতি॥
শক্তি জানে রসতত্ত্ব আর জানে শঙ্করে।
সহজ বস্তু আস্বাদিল কুচনি নগরে॥
পদ্মাবতী কহে ইহা আর জানে কে।
বিস্তার করিয়া কহ যেন চিন্তা ঘোচে॥
এই পৃথিবীতে হয় চন্দ্রকোণা গ্রাম।
সেই গ্রামে বাস করিল চন্দ্রকেতু নাম॥
রাজার কুমার হয় ধরে অনেক গুণ।
সেই গুণে পার্ব্বতীর আকর্ষিল মন॥
পার্ব্বতী শিখাইল তারে সহজ করণ।
অষ্ট নায়িকা সহজ করয়ে ভজন॥

পশ্চাতে লিখিব এই অষ্টজনের নাম।
ইহা দোহার উক্তি বটে কর অবধান॥
সহজপুর গ্রামে ছিল হরিনারায়ণ রাজা [১]
ভৈরব নামেতে পাত্র করে কালীর পূজা॥
পূজা সাঙ্গ হইল তার ভাঙ্গি গেল ধ্যান।
ভূমিতে পড়িল ভৈরব হরিলেক জ্ঞান॥
আস্ত ব্যস্ত হইয়া কালী উঠাইল তারে।
অর্দ্ধচন্দ্র পরশে কালী হইলা অস্থিরে॥
ভৈরব বলেন মাতা এমন হইলে কেনে।
কালী বলে কহা যায় না অকথ্য কথনে॥
ভৈরব কহেন মাতা ধরি তুয়া পায়।
অকপটে কহ, কেন এলাইলে গা॥
কালী কহে এই কথা বড়ই বিষম।
কেমন কইর্য়া কৈব তোরে আপন ভজন॥
বুঝিতে নারিবে শুন্যা কি করিবে শুনে।
সে দেশের কি আচরণ এদেশে কি জানে॥
আমি মোহিত করি জগতের মন।
আমার মন আকর্ষণ করে যেই জন॥
সেই তাহারে যেই জনা পারেন মোহিতে।
সেই জন আসি উদয় করিল আমাতে [২]॥

১ হরিনারায়ণ রাজা কন্দর্পকে কয়। (নিগূঃ)
২ কন্দর্পেতে মোর মন করে যে হরণ॥
* * * *
কন্দর্পের মন হয়ে দেখ আত্মারামে
আত্মারামের মন পরমাত্মা নামে॥
সেই পরমাত্মাতে দেহ যে সঁপিয়া।
তার সুখে সহজ ভজন কহে বিবরিয়া॥ .নিগূঃ

ভৈরব কহেন আমি নারিলাম বুঝিতে।
কালী কহে তার স্বরূপ আছে পৃথিবীতে॥
সেই স্থান সেই জন সেই মত গুণ।
সেই রূপ সেই বয়েস সেই মত মন॥
সেই মত সেই বাক্য যেন একুই জাতি [১]।
শুনিলে তাহাদের কথা পূর্ব্ব হবে স্মৃতি॥
ভৈরব কহেন কোথা আছেন কহ দেখি মোরে।
কালী কহে কহিব শুন ইহার বিস্তারে॥
এই পৃথিবীতে হয় চন্দ্রকোণা গ্রাম।
অষ্ট নায়িকা আছে কহি তার নাম॥
১। সুলোচনা, ২। সুলক্ষণা, ৩। সুচিত্রা, ৪। সুধামুখী
৫। কনকলতা, ৬। হেমলতা, ৭। কাঞ্চন, ৮। অলকী [২]।
চতুর জাতি তারা থাকে অষ্ট ঘরে।
ভজনের কালে তারা আসে একবারে॥
স্নান করিতে আইসে সবাই এক সঙ্গে।
ঘাটেতে বসিয়া কথা কহে নানা রঙ্গে॥
পঞ্চজন সঙ্গে লইয়া করহ গমন।
তা সভার সঙ্গে হবে তথাই মিলন॥
ভৈরব কহেন আমি করি নিবেদন।
সঙ্গে করি লইয়া যাব কোন পঞ্চ জন॥
কালিকা কহে ভৈরব তুমি শুনহ বচন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সঙ্গে লবে একজন॥
আর দুইজন লবে বৈষ্ণব পণ্ডিত।
একজন মনুষ্য লবে শাস্ত্র-রহিত॥

[১] পরমাত্মা হইতে উদ্ভব জীবাত্মা দেহে অধিষ্ঠিত হয়
[২] পূর্ব্বোক্ত অষ্ট সখীর নাম।

আর একজন নিবে যারে বলে মন্দ।
এই সব লোক লইয়া যাইবা স্বচ্ছন্দ[১] ॥
দিন কথোক রই ভৈরব আনিল পঞ্চজনে
একে একে কহি তাহা নাম বিবরণে ॥
গঙ্গাদাস বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব পণ্ডিত।
বিজয়রাম নাম যার কথা বিপরীত ॥
এই পঞ্চজন সঙ্গে চলিলা ভৈরব।
বুঝিবারে পারে যার আছে অনুভব ॥
আনন্দে চলিয়া যায় সঙ্গে পঞ্চজনা।
কথোক দিবস রই আইল চন্দ্রকণা ॥
গ্রামের নিকটে আছে দিব্য সরোবর
নানা জাতি বৃক্ষ শোভে পাহাড় উপর ॥
শ্রম যুক্ত হইয়া সভে বসিলা বৃক্ষতলে।
জল ভরিতে আইলেন তারা হেন কালে ॥
বিজয়রাম নিশ্বাস ছাড়ি উচ্চারিল হরি।
হরি শব্দ শুনিলেন সকল সুন্দরী ॥
সুলক্ষণা বলে ভাই শুন মোর বাণী।
হরি শব্দ কৈল কেবা কহ দেখি শুনি ॥

১ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে :—

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যানিধি তার নাম।
বদনচন্দ্র এই জন আনিবে বিধান ॥
বৈষ্ণব-পণ্ডিত দেখ দুই জনে।
গঙ্গাদাস জিহ্বা, বিষ্ণুদাস নয়নে ॥
মনুষ্য শ্রীবস্ত্র শ্রবণ যেই হয়।
মূর্খ বিজয়রাম নাসা যারে কয় ॥
এই পঞ্চ আর ভৈরব গুহ্য হয়
জ্ঞান-ইন্দ্রিয় লৈঞা করিলা বিজয়

সুচিত্রা কহয়ে তুমি শুনহ উত্তর।
হরি শব্দে অর্থ হয় হরিহর॥
হরি যে শ্রীকৃষ্ণ তারে করিল স্মরণ।
সুধামুখী কহে কহি আর অর্থ শুন॥
নবীন বেলপত্র দেখি গাছের উপর।
হরি শব্দ কৈল তেঁই স্মৃতি হইল হর॥
কনকলতা কহে ইহার আর অর্থ হয়।
হরি শব্দের অর্থ বানরারে কয়॥
বানরগণ যেই সব বালক করি কোলে।
এগাছ ওগাছ তারা লম্ফ দিয়া চলে॥
কৌতুক দেখিলা তেঁই কহিল হরি কথা।
আর অর্থ আছে ইহার কহে হেমলতা॥
হরি শব্দে কহে এত সুবর্ণ মোহর।
যত্ন করি লহ পথ আছে বহু দূর॥
এই লাগি হরি শব্দ কৈল উচ্চারণ।
ইহার অর্থ আর আছে কহিল কাঞ্চন॥
হরি শব্দের অর্থ সেই সর্ব্বদেবা বলে।
লোমলতা দেখিল ভূজের মূল-তলে॥
এই লাগি হরি বলিল কুতূহলে।
সুলক্ষণা বলে শব্দের মর্ম্ম নাহি মিলে॥
কি কহিব আজি সঙ্গে সুলোচনা নাই।
মর্ম্ম অর্থ ক'য়া দিতো যে কিছু সুধাই॥
এই বাক্য বলি তারা করিল গমন।
বিজয়রাম বলে ধন্য যুবতীরগণ॥
বিদ্যানিধি ছয়জনের বাক্য বুঝিল।
অনুকূল তার ব্যাখ্যা বুঝিতে নারিল॥
শ্রীধর কহেন হইল মনুষ্য উত্তম।
পৃথিবীতে কেহ নাই ইহাদের সম॥

শ্রীধর উম্মা হৈয়া কহে বিষ্ণুদাসে।
সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ম্মী হইয়া উত্তম হইল কিসে॥
গঙ্গাদাস কহে তারা হয় স্ত্রীজাতি।
গোটী চার কথা পড়্যা শিখেছিল কতি॥
ভৈরক কহেন কেনে কৈলে বিচার।
শুনিতাম শ্রবণে কিছু অর্থ আছে আর॥
গঙ্গাদাস কহে আজ্ঞা নাহি কৈলে মোরে।
সিদ্ধান্ত করিয়া অর্থ কহিতাম তোমারে॥
ভৈরব কহেন সভে কর অবধান।
সুলোচনার গুণ তারা করিল ব্যাখ্যান॥
সভে মেলি চল যাই তার অন্বেষণে।
কেমন সে অর্থবান্ কেমন সে বাখানে॥
গঙ্গাদাস কহে সেই আছে পরবশে।
কিরূপে করিব মোরা তাহার উদ্দেশে॥
যদবধি তার সনে সাক্ষাৎ না হয়।
তদবধি এই গ্রামে রহিব নিশ্চয়॥
এত বলি সভে মেলি করিলা গমনে।
গ্রামের নিকট গিয়া পুছে একজনে॥
সুলোচনার কোন্ বাড়ী কার ঘরে আছে।
লোকে কহে ঐ বাড়ী ফুলগাছ নীচে॥
বিজয়রাম কহে ওহে শুনহ বচন।
সুলোচনার ঘরে হয় লোক একজন॥
সেই জনা বই তাঁর আর কেহ নাই।
দামোদর-পারে তার আছে দুই ভাই॥
শুনিয়া তাহার বাক্য চলিলা তরিতে।
গোধূলি সময় হইল তাহার বাড়ী যেতে॥
দক্ষিণ দুয়ারী তার হয় বড় ঘর।
পশ্চিম দুয়ারী হয় ঘর পরিসর॥

ঘরের নিকটে গিয়া হরি শব্দ করে।
একটু কি স্থান দেহ আমা সভাকারে॥
মধ্যাহ্ন করিছি বেলা দুই দণ্ড থাকিতে।
রাত্রি থাকি যাব কালি হইলে প্রভাতে॥
সুলোচনা কহে আছে অনেক স্থান।
স্থান থাকিলে হয় কি পড়িবে বাঁকার বান॥
সভে মেলি বসি তবে করেন বিচার।
নানা মত অর্থ সভে করে বারবার॥
বিজয় কহে অর্থ কহি করহ শ্রবণে।
বাঁকা হয় যবনের বালক পঞ্চজনে॥
দিবসেতে তারা রাজার খেজামত করে।
রাত্রি যোগে আসি বুঝি থাকে এই ঘরে॥
আর ইহার অর্থ আছে কহেন শ্রীধর।
বাঁকা পদে ধনুক কহি বাণ পদে শর॥
গ্রামের রক্ষক হৈয়া গ্রামে রাত্রে ফিরে।
রাত্রি শেষে আসি বুঝি থাকে এই ঘরে॥
বিদ্যানিধি কহে ইহার এমন অর্থ নয়।
বাঁকা শব্দের অর্থ সেই ধর্ম্মরাজে কয়॥
নিশ্চয় জানিলাম আমি এই ধর্ম্মের স্থান।
দেবতা আসিয়া বুঝি করিবেক বাণ॥
ঢাক ঢোলের বাদ্যে আসিবে লোক দেখিবারে।
বাঁকার বাণের এই অর্থ কহিলাম তোমারে॥
বিষ্ণুদাস কহে ইহার এ অর্থ নয়।
বাঁকা শব্দের অর্থ বিদ্যুৎলতা হয়॥
অগ্নিকোণে বিদ্যুৎলতা দেখি ঘনে ঘন।
তৎকালে দেবতা বুঝি হবে বরিষণ॥
অল্প খড়ে ছাওনা দেখ এই ঘরখান।
ভিজিব আমরা সভে তাকে বলে বান॥

মেঘের সহিত দেখ বিদ্যুৎ সঞ্চারে।
বাঁকা বাণের অর্থ কহিলাম তোমারে॥
এত শুনি ভৈরব গঙ্গাদাসে কয়।
তুমি কহ বাঁকার বাণের অর্থ কিবা হয়॥
গঙ্গাদাস কহে বাঁকা পদে কহে কান।
অসম্ভব বাক্য সেই হয় বাঁকার বান॥
এই মত নানা অর্থ করে নানামত।
সুলোচনা নাহি মানে অর্থ করে যত॥
সুলোচনা বলে মুই করি নিবেদন।
রন্ধন করিয়া আগে করহ ভোজন॥
পশ্চাতে কহিব সভে অর্থ বিবরণ।
কি কহিতে পারি মোরা ছার নারীগণ॥
ভৈরব কহেন সঙ্গে আছে জিতেন্দ্রিয় জন।
এখানে দ্বিতীয়বার কেহো না করে ভোজন॥
বুঝিলেন সুলোচনা শুনি তার বাণী।
জলযোগের আয়োজন করিলা আপুনি॥
ছিনি ফিনি খদি দধি দুগ্ধ ছেনা।
পকান্ন অনেক দ্রব্য কে করে গণনা॥
যার যাতে রুচি তেহো করিল ভক্ষণ।
সংক্ষেপে কহিলাম সম্যক্ না যায় লিখন॥
সুলোচনা কহে মুই করি নিবেদন।
জিতেন্দ্রিয় জন হইয়া হরি বলে কেন॥
বিজয় কহে হরি শব্দে জিতেন্দ্রিয় হয়।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সভে করে জয়॥
সুলোচনা কহে হয় সর্ব্বদেবা প্রাপ্তি।
সর্ব্বদেবা কর্ম্ম করে সকলি অনিত্যি॥
বিদ্যানিধি কহে তবে সর্ব্বদেবা কে।
সুলোচনা কহে জগত মোহিত করে যে॥

বিদ্যানিধি কহে শুন মায়া কহি তারে।
সুলোচনা কহে মায়া কে মোহিত করে॥
ভৈরব কহেন আমি করি নিবেদন।
হরি শব্দের মর্ম্ম কহ শুনিতে হয় মন॥
সুলোচনা কহে মুই মুর্খ অজ্ঞান।
পণ্ডিতের আগে কেমনে করিব ব্যাখ্যান॥
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন।
পণ্ডিত নহিক মাতা করি নিবেদন॥
ভৈরব আমার নাম সহজপুরে বাস।
হরিনারায়ণ রাজার পাত্র কালীমাতার দাস॥
তার আজ্ঞা হৈল মোরে তোমারে দেখিতে।
তোমার দরশন লাগি আইলাম তুরিতে॥
সুলোচনা বলে তুমি প্রতীত গেলে কেনে।
ভৈরব কহেন তার আজ্ঞা বজ্রের সমানে॥
আমার মূলমন্ত্র হয় কালী-শঙ্করী।
প্রাণ গেলে তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি॥
সুলোচনা কহে ওহে তুমি ত উত্তমা।
কালী-শঙ্করী মন্ত্রে তোমার উপাসনা॥
ভৈরব কহেন মাতা করি নিবেদনে।
সদয় হইয়া কহ মনের করণে॥
সুলোচনা কহে তুমি করহ শ্রবণে।
সামান্য করণ বটে বিশেষ হয় গুণে[১]॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত দুই হয় কাম।
প্রাকৃত কামের সত্তা কন্দর্প নাম॥

১ একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে॥ ইত্যাদি।

কামদেব হন অপ্রাকৃতের কর্ত্তা।
বাঁকা গতি চলন তার যেন বিদ্যুল্লতা॥
কন্দর্প মায়া-আদি সভার মন হরে।
কন্দর্পকে মোহিত কামদেব করে॥
হরি শব্দের অর্থ বলি দুইকে হরিল যে[১]।
তাকে বলি নির্ব্বিকার বাণ-ধর্ম্ম রহিত সে[২]॥
এই মত অনেক তত্ত্ব কহিলেন তারে।
সেই করণ কেমন কর্য়া লিখিব অক্ষরে॥
প্রাতঃকালে উঠি তার বন্দিল চরণ।
তার ঠাই আজ্ঞা মাগি করিল গমন॥
আপন দেশে আসি সভে সেই ধর্ম্ম আচরে।
সে সব লিখিতে হইলে গ্রন্থ যায় ভরে॥
পদ্মাবতী কহে আমি করি নিবেদন।
সেই ধর্ম্ম যাজন আর কৈল কোন্ জন॥
শ্রীকান্ত কহেন পদ্মা শুন আমার বাণী।
এই ধর্ম্ম যাজন কর্য়াছিল ভরত মুনি॥
কামরূপা মন্ত্রে তাহার উপাসন।
আপনে লিখিল তেহো আপন ভজন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
তার চরিত্র গোসাঞি কর্য়াছে লিখন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করিল যাজন[৩]॥

১ চণ্ডীদাসে আছে—:কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজমানুষ॥ পদ নং ৭৭৫।

২ মদন-মাদনাদি কামের আকর্ষণ যে জয় করিতে পারিয়াছে সেই নির্ব্বিকার। কাম ও কন্দর্পের অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

৩ বড়ু চণ্ডীদাস গোস্বামীদের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব তাঁহাদের বিধানানুসারে তিনি যাজন করিয়াছিলেন, ইহা ভ্রান্ত উক্তি। বিদ্যাপতি, জয়দেব-সম্বন্ধেও ঐরূপ।

জয়দেব গোসাঞির রীত এই মত হয়।
নানারূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় লিখনে।
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়নে॥
বীরভদ্র গোসাঞি তার জানি আমি মন।
বৈরাগীকে শিখাইলেন আপন করণ॥
যদি এই বাক্যে প্রতীত না হয় মনে।
বার শ নেড়াকে তের শত নেড়ী দিলেন কেনে॥
যে সকল বৈরাগী প্রকৃতি নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলেক না থাকে॥
অনন্ত লহরী প্রভুর এই মত ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইলেন প্রকৃতির মর্ম্ম॥
মধুসূদন দাস নাড়া প্রকৃতি না লয়।
প্রকৃতি পরশ হৈলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়॥
ধর্ম্ম থাকিতে নাহি মিলে নন্দের নন্দন।
এই কথা শুনিবে যতেক ভক্তগণ[১]॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত দুই হয় কাম।
অপ্রাকৃত কাম ধরে প্রেমনাম॥
প্রাকৃত কহিয়ে কাম হয় দেহ রতি।
সেই সম্বন্ধে যেই পরশে প্রকৃতি॥
কোন জন্মে নিস্তার নাহি তার পাপমতি।
জন্মে জন্মে ভোগ ভুঞ্জয়ে, যায় অধোগতি
অপ্রাকৃত কাম হয় উপাসন।
প্রাকৃত পুরুষ দোঁহার হরে মন॥

[১] এই ১৮ পঙ্‌ক্তি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহা মধুসূদন দাস নেড়া বৈরাগীর রচিত হইতে পারে।

প্রাকৃত কামের বিন্দু যায় ক্ষয়।
অপ্রাকৃত কামের বিন্দু নাহি তার ক্ষয়॥
নন্দ-নন্দনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় যাহায়।
সেই জনা নিষ্কামী হয় রতি চিহ্ন পায়॥
অপ্রাকৃত গুণে আগে আকর্ষয়ে মন।
সেই গুণে সঙ্গম করয়ে সর্ব্বজন॥
প্রাকৃত কাম আসি উপস্থিত হয়।
অরুচি জন্মায় মনে জীবের হয় ভয়॥
কন্দর্প আজ্ঞাকারী ভজনে করে বশ।
তাহাকে কহিয়ে সিদ্ধ আস্বাদে প্রেমরস॥
পদ্মাবতী কহে বস্তুজ্ঞাতা হইলাম আমি।
এই আজ্ঞা কর কিরূপে হইব নিষ্কামী॥
কান্ত কহে নিষ্টা কহিলে অনুসার নাই।
তবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর তাঁর ঠাঞী॥
নন্দের নন্দন গেয়ানে করহ ভজন।
জানিতে পারিলে হয় করণ কি অকরণ॥
তাঁর উপরে মন রাখিবে সর্ব্বক্ষণ।
সাক্ষাতে দেখিবে অন্তরে ভাবিবে গুণ
স্বপনে বিপিনে সদা করিবে সঙ্গম।
এই মত সাধ্য কর কি করিবে যম॥
প্রবর্ত্ত কালেতে সেই তাঁহারে ভাবিবে।
সিদ্ধ হইলে তাঁহারেই সাক্ষাতে দেখিবে॥
আপনার দুখ সুখ নাহি ভাব মনে।
সদত আনন্দময় দেখিবে নয়নে [১]॥
অসম্ভব কার্য্য মনে না ভাবিবে সন্দেহ।
রসিক জনের সঙ্গে সদা কর লেহ॥

[১] ইহাই সহজ ভজনের বিধি।

পীরিতি তিনটী আখর এই মূল হয়।
নন্দের নন্দন এই তিনের বশ হয়॥
নায়িকা যে নায়েক সে দোহার দুখ
দোহার সুখ কন্দর্প সমান[১]।
নায়িকা যে নায়ক সে নায়েকের দুঃখ।
নায়িকার সুখ নায়িকার দুঃখ নায়কের সুখ॥
শুদ্ধসত্ব মানুষ দোহার দুঃখসুখ।
বুঝিতে পারে রসিক জনা না বুঝে মুরুখ[২]॥
একের দুঃখ একের সুখে বিশুদ্ধ মানুষে।
ইহা বুঝে প্রেমি[ক] জন তাহা না পরশে[৩]॥

১ প্রেমের সাধনে নায়ক ও নায়িকা উভয়েই মনে করিবে যে তাহাদের এক প্রাণ, পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার বিভিন্নতা নাই, যেন একের দুঃখে অপরের দুঃখ, এবং একের সুখে অপরের সুখ। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

সখি হে, পীরিতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিতি দঢ়॥ পদ নং ৭৮৩।

এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে॥ পদ নং ৭৮৫।

এবং এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসের কূপ॥ ঐ, ৭৬৭।

অন্যত্র ও যেন মো বিনে মরল অমনি
এমতি দোহার ভাব। ঐ, ৭৩৮।

কন্দর্প সমান—প্রেমময় কৃষ্ণের স্বরূপ। চণ্ডীদাসের পদে আছে—"কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়।" পদ নং ৭৬৩।

২ যে সকল নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রকৃত প্রেম আছে তাহারা "সম-সুখ-দুঃখ-রূপ" হয়; এইরূপ নায়ক-নায়িকাকে শুদ্ধসত্ব মানুষ কহে।

৩ প্রকৃত প্রেমিকেরা এইরূপ লোক স্পর্শ করে না।

শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ আর বিশুদ্ধ মানুষে।
এই দুই মিলন হয় পরকীয়া রসে॥
শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ হয় বড়ই কৃপণ।
বিশুদ্ধ মানুষের হয় সেই মত গুণ [১] ॥
নায়ক-নায়িকা দোঁহে করয়ে সঙ্গম।
বিশুদ্ধ মানুষ আর শুদ্ধ দুই জন॥
কেহু চাহে প্রেম আর কেহু চাহে কাম।
প্রেমি[ক] জন না পায় কাম কামী না পায় প্রেম [২] ॥
দোঁহার দরশনে যদি দোহে হয় স্থিরে।
অবশ্য মিলিবে বস্তু কহিলাম তোমারে॥
পদ্মাবতী কহে প্রভু করি নিবেদন।
আগমসার গ্রন্থ কহ শুনিতে হয় মন॥
সর্ব্বদেবার ভাব আর ইহার কিবা নাম।
কান্ত কহে কহি পদ্মা কর অবধান॥
সর্ব্বদেবা কন্দর্প দুই নাম ধরে।
সবা হয়েন কামরস বলিয়ে যারে [৩] ॥
শ্বেত কন্যা রক্ত মেঘা কমলা পঞ্চজন।
কামের সহিত তারা থাকে সর্ব্বক্ষণ [৪] ॥
এই ছয় জনার অসংখ্য হয় গুণ।
জগত সংসারের মন করে আকর্ষণ॥

১ শুদ্ধসত্ত্ব ও বিশুদ্ধ মানুষের পরকীয়া ভাবে প্রকৃত মিলন হয়, কারণ তাহারা উভয়েই সমধর্ম্মী।

২ যে মিলনে কেহ চাহে প্রেম, কেহ চাহে কাম, সে মিলনে কাম্য বস্তু লাভ করিয়া সুখী হওয়া যায় না।

৩ ইন্দ্রিয়সহযুক্ত বলিয়া।

৪ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—

কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকামী আনন্দভৈরব প্রমাণে।

এই ছয় জন হয় আনন্দের আনন্দ।
ছয় জন হৈতে মিলে সারাৎসারের বিন্দ॥
বাঘা জঙ্গা স্বরভাঙ্গা শশধর দিবাকর।
কন্দর্পের [১] সঙ্গে তারা থাকে নিরন্তর [২]॥
এই পঞ্চ জন হরে সকলের মন।
পঞ্চ জনের পঞ্চ নাম একুই সভে হন॥
এই একাদশ জন বৈসে একাদশ মানুষে।
মানুষে মিশায়া অবতীর্ণ এই দেশে [৩]॥
বৈরাগ্যের করণ কৈলে বাস করে বনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগী থাকয়ে নির্জ্জনে॥
ছয় জনার তাতে সিদ্ধ হইলে দেহ।
রসিক নাগরী সঙ্গে করিবেক লেহ॥
ছয় জনার ক্রিয়া দেখিল পঞ্চজনে।
প্রকৃতির সঙ্গে তারা করয়ে সঙ্গমে॥
ছয় জনা নিষ্কামী কামের নাহি গন্ধ।
পঞ্চ জনা ক্রিয়া করে কামের সম্বন্ধ॥
যার চিত্তে উদয় করিল ছয় জন।
সেই জন অবশ্য পায় নন্দের নন্দন॥

১ প্রেমের—পাঠান্তর।

২ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—

আনন্দভৈরব বলি এক গ্রন্থ হয়।
তাহাতেই শ্বেতকণ্ঠাদি লিখিলা নিশ্চয়॥
শ্বেতকণ্ঠাদিকে নয়নকামাদি কয়।
আনন্দভৈরবে ইহা লিখিলা নিশ্চয়॥
নয়নকামা নেত্র হয় শ্বেত কেহ কহে।
বয়নকামা বদন কহিলা নিশ্চয়ে॥ ইত্যাদি।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন নাম মাত্র।

মানব-দেহে।

পঞ্চজনের অধিকার যাহার উপরে।
কোন জন্মে নাহি হবে তাহার নিস্তারে[১]
ব্রহ্মা জগতের স্রষ্টা সর্ব্ব কর্ত্তা বলে।
নিজ কন্যা দেখিয়া তাহার মন টলে॥
ব্যাসের পিতা পরাশর মুনি নাম ধরে।
মৎস্যগন্ধা কন্যা তাহার মন হরে॥
আর এক জন দেখ পুরুষ পবন।
অঞ্জনা বানরী তার হরিলেক মন॥
মহারুদ্র যেহো সেই সংসারের কর্ত্তা।
তার মন হরিলেক তার নিজ সুতা॥
দেবতার রাজন দেখ দেব পুরন্দরে।
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী তার মন হরে॥
আর এক জনা দেখ দেব দিবাকর।
তার মন হরিলেক বানরী সাগর॥
চন্দ্রকে হরিলেক মৈনাকের কন্যা।
এই সব জনা বশ সেই হয় ধন্যা॥
দেবের অসাধ্য তাহা কি করিবে নরে।
জীব জন্তু পশু আদি সভার মন হরে॥
কামগায়ত্রী কামবীজে উপাসনা যায়।
কন্দর্প আকর্ষিয়া কি করিবে তার॥
যদি-বা তাহার উপর করে আকর্ষণ।
নন্দের নন্দন হরে কন্দর্পের মন॥
যাহার হৃদয়ে উপজয়ে প্রেমরস।
কন্দর্প আজ্ঞাকারী সদা তার বশ॥
শুন শুন পদ্মাবতী কহিয়ে তোমারে।
কহিবার কথা নহে রাখিবে অন্তরে॥

[১] ইহার পর কামের প্রভাব বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীগুরুপদারবিন্দ হৃদে করি আশ।
আনন্দভৈরব এই কহে প্রেমদাস॥
বৈরাগী বৈষ্ণবের নয় রসিকের করণ।
ইহা বুঝিবারে শক্তি প্রেম প্রয়োজন॥

ইতি আনন্দভৈরব সমাপ্ত।

অমৃতরসাবলী

শ্রীরাধাকৃষ্ণ। অমৃতরসাবলী। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীগুরুচরণারবিন্দ সাবধান হৈয়া বন্দ
যাহা হৈতে তিমির বিনাশে।
করুণা কর নিজগুণে। করুণা দেখুক জগজ্জনে
এই নিবেদন করোঁ দাসে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
সবে কর বাঞ্ছিত পূরণ।
নাহি মোর ভক্তিলেশ দেহ মোরে পাত্রশেষ
এই ভিক্ষা মাগে মোর মন॥
বন্দ রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথের শ্রীচরণ
সবে মেলি মোরে কৃপা কর।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বন্দ দাস রঘুনাথ
মনের বাসনা পূর্ণ কর॥
বন্দ গোসাঞি কবিরাজ লীলাকথা যাঁর কাজ
গ্রন্থ কৈলা চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণলীলা আস্বাদনে গৌরলীলা উদ্ঘাটনে
জগতের যেঁহো কৈলা হিত॥

বন্দ গোসাঞি মুকুন্দ যাহা হৈতে গেল ধন্দ
দুই বস্তু যেঁহো প্রকাশিলা।
বাহ্যের সাধন মনের করণ
সহজ বস্তু যেঁহো লিখাইলা [1] ॥
মহামন্ত্রের চারি অক্ষর [2] বন্দ শিরের উপর
প্রেমেতে তেঁহো কৈলা দয়া।
যত দেখ মোর বল তাঁহার এ সকল
ভরসা তাঁহার পদচ্ছায়া ॥
বিষ্ণু পরে বন্দ বিষ্ণু যাঁহা হৈতে অজ্ঞান নষ্ট
যাঁর গুণ বর্ণন না হয়।
অসংখ্য তাঁহার গুণ স্থির কৈলা মোর মন
দেখাইলে হইয়া সদয় ॥
যাঁহা হৈতে পূর্ণ মায়া অন্ধকার যাঁর ছায়া
নিজগুণে হয় প্রাণবন্ধু ॥
বড় দয়া তাঁর আছে রাখয়ে আপন কাছে
প্রেমরস-বিলাসের সিন্ধু ॥
ছোট বটে বড় হয় উত্তম নয় উত্তম কয়
তাহাতেই যাঁহার উৎপত্তি।
তেঁহো হন মন-পদ্ম ঘুচাইল সব ধন্দ
না জানিলে কি হবেক গতি ॥

সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল।
সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হইল ॥

১ সহজ সাধনার দুইটি দিক্ আছে, একটি "বাহ্যের সাধন," অপরটি "মনের করণ।" বাহ্য সাধনায় তন্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়, এবং ইহাতে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করিবার বিধি আছে, মনের করণে ভগবৎ-প্রেমে প্রাণ মাতাইতে হয়, ইহা জ্ঞানও ভক্তিযোগের অন্তর্গত।

২ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ।

বস্তু প্রকাশিব আমি সেই সে ইচ্ছায়।
শ্রীমুকুন্দ লিখিয়াছেন হইয়া সদয়॥
কবিরাজ গোস্বামীকে যবে প্রভুর আজ্ঞা হইল[১]।
গ্রন্থ বর্ণন কর তাহারে কহিল॥
গোসাঞি কহেন মুই করি নিবেদন।
মোর শক্তি এই গ্রন্থ না যায় বর্ণন॥
নিতাই কহেন তুমি ভরসা কর মনে।
চৈতন্য লেখাবে তোরে আসিয়া আপনে॥
তাঁহার আজ্ঞায় কৈল গ্রন্থের চিন্তন।
যে লিখাইল নিতাই তাহা করিল লিখন॥
তাহার মধ্যে আর এক বস্তু কৈল সার।
প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা হইল তাঁহার॥
তাহা লাগি ষট্ তত্ত্ব করিল প্রচার।
নিষেধ করিল নিতাই না লিখিল আর॥
ভক্তিকল্পলতিকাতে দেখ বিচার করিয়া।
সহজ ভাঙ্গিতে প্রভু কলম লৈল কাড়িয়া॥
চৈতন্য-চরিতামৃতে সহজ সংক্ষেপে লিখিল।
জীবের ডরে গোসাঞি জিউ লিখিয়া ঢাকিল[২]॥

১ প্রভু কৃপা কৈল—পাঠান্তর। এখানে বলা হইল যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দের আজ্ঞায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—"মনে করে এই গ্রন্থ নিতাই বর্ণিল।" ২১ পৃঃ।

২ বিবর্ত্তবিলাসে এই ঘটনার একটা বিবৃতি আছে। চরিতামৃত লিখিত হইলে শ্রীজীব বলিয়াছিলেন—

মহাভাব নিত্য কেনে প্রকাশ করিলা।
তাহার স্বরূপ রাধা জীবে জানাইলা॥
তুমি যে লিখিলে জীবে সম্ভব না হয়।
এত কহি গ্রন্থ লৈয়া যমুনা ডারয়॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জীবের লাগিয়া।
দেশে দেশে ফেরেন প্রভু প্রেম প্রচারিয়া॥
জীবের মনে সহজ বস্তু সামান্য জ্ঞান হবে।
সামান্য জ্ঞান হৈলে জীব অধোগতি যাবে॥
প্রেমরত্নাবলী গ্রন্থে সহজ ভাঙ্গিতে।
অচেতন হয়া তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
দিবারাত্রি ব'য়া গেল কিছুই না জানে।
আপনে নিতাই আসি কহিল স্বপনে॥
দেখিয়া তাহার দশা আজ্ঞা কৈল তারে।
সহজ বস্তু পৃথক্ করি করহ প্রচারে॥
তবে শ্রীরূপ-ঠাই আজ্ঞা মাগি নিলা।
যেই বাঞ্ছা হয় লেখ, তাহারে আজ্ঞা দিলা॥
চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব স্বরূপ গোসাঞি জানে।
রঘুনাথে শিখাইলা করিয়া যতনে॥
সেই রঘুনাথ দাস তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
কৃপা আজ্ঞা পা'য়া গোসাঞি মুকুন্দে কহিলা॥
মুকুন্দদেব তবে গোস্বামীর আজ্ঞা পায়া।
সহজ বস্তু লিখিলেন সংস্কার করিয়া॥
সেই পুথি দয়া করি দিলেন আমারে।
সংস্কার বুঝিতে নারি ফির্‌য়া দিলাম তারে॥
তবে মুকুন্দদেব বুঝিয়া মোর মন।
পয়ার করিয়া তাহা করিলা লিখন॥
মোর হাতে কলম দিয়া লিখাইলা আপনি।
বাহ্যের করণ নহে মনের করণি [১]॥

১ অমৃতরসাবলী "মনের করণের" গ্রন্থ। ইহাতে সহজ ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের বিবৃতি আছে। নিত্যানন্দ, কৃষ্ণদাস, রূপ, রঘুনাথ, মুকুন্দ প্রভৃতির তত্ত্বব্যাখ্যা হইতে যে সহজ মতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এই স্থানে স্বীকৃত হইল। সহজিয়া সাহিত্যের সর্ব্বত্রই এই কথা পাওয়া যায়।

গোস্বাঞি মুকুন্দ বলে সহজ বস্তু বলি।
শ্লোকার্থ ভাঙ্গিয়া দিয়া লিখহ সকলি॥

এ মনের অগোচর মনের ভিতর ছায়া।
বাহ্যে যেন দেখি তারে আচ্ছাদিয়া মায়া॥
যেখানে আছয়ে সে মন তথা নাই।
যদি মন তথা থাকে তত্ত্ব নাহি পাই॥

মনে যাকে নিতে চাহে বাহ্যে আছে সে।
এই কথা শুনিয়া প্রতীত যাবে কে॥

নরবপু দেহ এই মানুষ আকার।
সে মানুষ অনেক দূর এ মানুষের পার॥
জন্ম মৃত্যু নাহি তার নহে ত ঈশ্বর।
গোলোকের পতি যারে ভাবে নিরন্তর॥

সেই মানুষ হইতে অনেক কৈল শ্রম।
ব্রজপুরে নন্দঘরে লভিলা জনম॥

সহজ বস্তু সহজ প্রেম সহজ মানুষ হ'য়া।
লীলা করে গোপী সঙ্গে মায়া আচ্ছাদিয়া॥

অকৈতব প্রেমবস্তু নহে আস্বাদন।
এই লাগি শচী ঘরে লভিলা জনম॥
জীব যারে না লয় সামান্য বুদ্ধি করি।
মনে মনে আস্বাদে সন্ন্যাসী বেশ ধরি॥

ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।
নরবপু দেহ হৈলা সর্ব্ব কর্ত্তা যেহ॥

নরবপু না হইলে দুখ সুখ নাহি জানে।
এ কেন নাহি চিন কে বটে আপনে॥

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।
বাহ্যের ক্রিয়া বাহ্যে থাকুক মনের ক্রিয়া মনে

সহজ জানিবে কে।
নিবিড় অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজে পশিছে সে [১] ॥
চান্দের কাছে অবলা যে আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে
কে বুঝে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ একের কাছে ॥
যেন আম্র ফল ভিতর বাহির
কুশি-ছাল তার কশা।
তার আস্বাদন জানে যেই জন
পূরয়ে তাহার আশা ॥
সহজ জানিতে সাধ লাগে চিতে
সহজ বিষম বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিহ দড় ॥
আপনা বুঝিলে লাখে এক মিলে
ঘুচিলে মনের ধান্দা।
শ্রীরূপ-কৃপাতে তাহা পাবে হাতে
সহজে মন রহু বান্ধা ॥ *

১ এই পদের ব্যাখ্যার জন্য মৎপ্রণীত "রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা" দ্রষ্টব্য।

* বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত পাঠ মিলাইয়া সঙ্কলিত হইল। ইহার পাঠান্তর ও ব্যাখ্যার জন্য মৎপ্রণীত "রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।"

যে জন মানুষ হয় সেই ইহা জানে।
মানুষ থাকয়ে সদা মানুষের স্থানে॥

মানুষ ভজন করে যেই জন
সদানন্দ তার চিত।
কি করিতে কি করে কি বলিতে কি বলে
কে বুঝে তার চরিত [১]॥
শ্রুতিতে যুক্তিতে এলোকে উলোকে
দেখহ ভুবন চাই।
আপনা বুঝিয়া ত্রিভুবন খুঁজিয়া
চাহিয়া পাইতে নাই।
মানুষ বলি যারে জীয়ন্তে সে মরে
সেই সে মানুষ হয়।
মানুষ হইলে মানুষ মিলয়ে
মানুষে মানুষ কয়॥

সেই ত মানুষ কত এই ঠাঁই আছে।
আপনা বুঝিয়া দেখ আছ তাহার কাছে॥
সহজ কথাটি সহজে বলে।
এবে কেনে সে সহজে না চলে॥
জগত সংসার যাঁহাতে বয়।
যাঁহার বিহনে সকলি ক্ষয়॥
জানিতে যদি তাঁহাকে পারে।
বিষ খাইলে সেহ না মরে॥
এই খানে আছে নাম না জানে।
দেখিতে পাইলে তবু না চিনে॥

১ তাহার রীত—পাঠান্তর।

চিনিলে যদি ধরিতে পারে।
জীবন থাকিতে তখনি মরে॥
পুন সে বাঁচয়ে তাহারি গুণে।
যাহার হয়াছে সেই সে জানে॥
সহজ কথাটি সহজে কয়।
বুঝিতে নারিলুঁ সহজ কে হয়॥
সহজ কহিতে কিছু নাহি ভয়।
না জানে যে জনা এ কথা কয়॥
সহজ কথাটি যে জনা জানে।
দ্বিগুণ ভয় তাহারি মনে॥
ভয়ের কথা কহিব কারে।
একলা বাঁচিলে জগত মরে॥
জগৎ বাঁচিলে আমি সে মরি।
জগৎ ডুবিলে আমি সে তরি॥
আমাতে জগৎ জগতে আমি।
আমাকে করিতে জগৎ কমী [১]॥
সহজ লিখেছি আমি যাহার আজ্ঞায়।
সেই জন বিনে চৌদ্দ ভুবন যায় [২]॥
মনের উপরে মন আঁখির উপর আঁখি।
জগতের কাছে আছে জগৎ না দেখি॥
জগৎ দেখিতে পাই যার তেজোগুণে।
সেই জনা আসিয়া কি কয়্যা গেল কাণে॥
শুনিয়া তাহার বাক্য কাণে না সাম্ভায়।
মিনতি করিয়া আমি ধরিলাম তার পায়॥

১ ইহা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ব। ধর্ম্মের পথে "আমি" থাকিলে "তুমি" আসিতে পারে না, আর "তুমি" থাকিলে "আমার" অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়।

২ সেই জন মরিলে চৌদ্দ—পাঠান্তর।

বাহের আন্ধার মনের আন্ধার দুই করি [১] নাশ।
নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ॥
রস প্রেম জন্মাইয়া মূর্ত্তিমান্ কৈল।
সেই কালে শ্রীরূপ মোরে দরশন দিল॥

কি ক্ষেণে দেখিলুঁ তারে আকুল করিল মোরে
ধড়ে প্রাণ নাহি সেই হইতে।
আকাশে তাহার গুণ মুখে বাক্য নাহি কন
ভয় নাই মায়ারে [২] বধিতে॥
রসগুণে রস বশ অতি বড় কর্কশ
জীবন থাকিতে হ'লাম [৩] মরা।
অন্তরে প্রেমাঙ্কুর বাহে অতি কঠোর
যার হয় সেই জনাসারা [৪]॥
লাল কমলবর তিন আঁখের উপর
পরাণ জ্বলিল তায় [৫]।
কত শত জন হৈল অচেতন
জ্বালায়ে জ্বলিয়া যায়॥

১ কৈল—পাঠান্তর। ২ আমারে—পাঠান্তর।
৩ হৈল—ঐ। ৪ সেই হয় হারা—ঐ।

বাহে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যাঁর মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ ইত্যাদি

চরিতামৃতের মধ্যের দ্বিতীয়ে।
বিদগ্ধমাধবের ২।৩০ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

৫ জন্মিল তায়—পাঠান্তর।

হইলে সদয় জ্বালা-জ্বলন নয়
বিষামৃত আছে তথা।
বিষ মারে গায় অমৃতে জীয়ায়
একি অদ্ভুত কথা॥
ছাড়িতে চাহিয়ে ছাড়া নাহি যায়ে
কেনে মন বান্ধিলেক কিসে।
নিজ পরাণে দুঃখ দেই কেনে
না জানি কি হব শেষে [১]॥
এক সরোবর পৃথিবী ভিতর [২]
কমল ফুটিল তায়।
ফুলের রসে সরোবর ভাসে
দু'ধার বহিয়া যায়॥
লজ্জা নিবারণ করে যেঁই জন
তাঁহার অংশের অংশ [৩]।
সেই কিছু পায় আর বহি যায়
বরণ যেমন হংস॥

১ এ পর্য্যন্ত নানাভাবে সহজ ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল। ইহার পরেই গ্রন্থের আখ্যায়িকার আরম্ভ।

২ পৃথিবী=মানবদেহ; সরোবর=অক্ষয়সরোবর, যেখানে পরমাত্মা থাকেন; কমল=সহস্রদল পদ্ম। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৫ সংখ্যক পদের সহিত এই পদটি তুলনীয়। মৎপ্রণীত "রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা" দ্রষ্টব্য। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—পরমাত্মা-স্থিতি-স্থান অক্ষয়সরোবর। মস্তকেতে পরমাত্মা সহস্র দলেতে; ইত্যাদি। তন্ত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া এখানে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩ লজ্জা=মায়া বা অবিদ্যা। পূর্ব্ববর্ত্তী "ভয় নাই মায়ারে বধিতে" দ্রষ্টব্য। তাঁহার অংশের অংশ। ইহার সহিত পদাবলীর ৭৭৫ সংখ্যক পদের "তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ" তুলনীয়। বিশ্বের আদি কারণভূত অচিন্তনীয় পুরুষই সহজ মানুষ। তাঁহা হইতে সর্ব্বদেবা বা পরমাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, এবং এই সর্ব্বদেবার অঙ্গে সভার. বা জীবাত্মার জন্ম হইয়াছে। কাজেই এখানে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা

তার মধ্যে আর এক নিবেদন করি।
পৃথিবী ভিতরে বটে বুঝহ বিচারি॥
সেই ফুল সেই রস সেই সরোবর।
সর্ব্বদেবা তার আশা করে নিরন্তর॥
যেই মাত্র সরোবরে কমল ফুল ফুটে।
সর্ব্বদেবা যাই সব ফুলের রস লুটে॥
সরোবরে পঞ্চ জনা রক্ষক রাখিয়া [১]।
এই রস যোগা তোরা সাবধান হইয়া॥
এত বলি সর্ব্বদেবা গেলা আপন স্থান [২]।
আর এক নিবেদিয়ে কর অবধান॥
রসচোরা একজন সবা নাম তার [৩]।
নয় জনা তার সঙ্গে তেঁহো যে সর্দ্দার [৪]॥
পঞ্চ হাতিয়ার বান্ধা দেখিতে ভয়ঙ্কর [৫]।
দস্যু-কর্ম্ম কর্য়া বুলে নগর ভিতর॥
একদিন চুরি করিতে করিলা গমন [৬]।
নদী ধারে বস্যা করেন নদী দরশন [৭]॥

হইয়াছে। জীবাত্মাই এই রসের স্বাদ কিছু পাইতে পারে, ইহা বলিবার কারণ এই যে এই রসে একমাত্র মানুষেরই অধিকার আছে (২৮, ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—"কন্দর্পের পঞ্চবাণ রক্ষক সে হয়।"

২ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—"সর্ব্বদেবা পরমাত্মা কন্দর্পমোহন।"

৩ সবা বা সত্তা=জীবাত্মা। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—"সর্ব্বদেবার অঙ্গে হৈল সত্তার জনম।"

৪ নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—"জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ আর কর্ম্মেন্দ্রিয় চারি।"

৫ পঞ্চ হাতিয়ার=পঞ্চভূত।

৬ চুরি করিতে যাওয়া, অর্থাৎ সাধন ব্যতীত মুক্তি কামনা করা। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—"চুরি করিতে গেল, তার কথা কহি। সাধন বহির" ইত্যাদি।

৭ নদী—রসের নদী। "ব্রজপুর রূপনগরে রসের নদী বয়" তুলসীর।

তার মধ্যে আর এক করি নিবেদন।
নদী পার আট ক্রোশ স্থান বিলক্ষণ [১] ॥
তার মধ্যে আছে এক সরোবর [২]।
এক নীল পদ্ম ফুটিয়াছে জলের উপর ॥
ফুল হইতে রস বহি আট ক্রোশ যায়।
তাহা হৈতে আসি নদীর জলেতে মিশায় ॥

মহেশ লোচন বলি যারে।
তাহাতে যে হয় কোণ তথা বৈসে উপবন
বন বটে কিবা শোভা করে ॥
কত বৃক্ষ বাছের বাছ আছে কত লতা গাছ
উপমা পিপীলিকা সারি।
নদী বহে বন মাঝে কত জল বহি গেছে
জল বটে লখিতে না পারি ॥
শীতকালে জল যেন হয় শ্বেতবরণ
গ্রীষ্মকালে হিঙ্গুল বর্ণ হয়।
বর্ষাকালে যেন জল জলের উপমা জল
তিন বর্ণে বার মাস বয় [৩] ॥

নদীর উপর পর্ব্বত বেড়ি গেছে।
পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে দহ হয়া আছে ॥
তাহার নিকটে বহুমূল্য দ্রব্য হয়।
ডুবিতে পারিলে তার অবশ্য মিলয় ॥

১ আট ক্রোশ স্থান। "অস্থি, সন্ধি, ঘর্ম্ম, বিন্দু, শুক্র, শোণিত, তেজ, মেধা। এই অষ্ট বস্তু" ইত্যাদি। (নিগূঢ়ার্থঃ।)

২ সরোবর। দেহ মধ্যস্থ স্থানবিশেষ, যাহাতে সহস্রার কমল বিরাজিত। তন্ত্রোক্ত চক্রের স্থানে সহজিয়াদের সরোবরের পরিকল্পনা।

৩ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

নদী মধ্যে বালি নাই পঙ্ক সকলি।
দুই ধারে হয় তার পর্ব্বত সম বালি॥
কত শত সদাগর নৌকা বাহে তায়।
নদী আলা করিয়াছে নৌকার সজ্জায়॥
কি জাতি তাহার ঘাট কিসে বটে বান্ধা।
চতুর্দ্দিগে নিরখিতে সব লাগে ধান্ধা॥
কুলবতী কত শত স্নান করে তায়।
নদীর পরশে তাদের রূপ বাড়ি যায় [১]॥
পশ্চাতে কহিব এই রূপের লক্ষণ।
রূপ স্থায়ী করিতে চাহিয়ে বহু শ্রম॥
সর্ব্বদেব সেই নদী দেখিবারে যায়।
তার ভয়ে জলজন্তু দূরেতে পালায়॥
অন্যের মত নাহি জানি কহি আপন মত।
জীবে অন্ত করিতে নারে জল আছে কত॥
ধন প্রাপ্তি লাগি কেহ দহে দেয় ঝাঁপ।
ধন প্রাপ্তি নাহি হয় ঘটে এসে পাপ॥
যে সকল কহিলাম আগমের পার।
রসিক ভক্ত বিনে বুঝিতে শক্তি কার॥
দ্রব্য বিক্রয় কালে যেই কথা হয়।
সেই মত মোর বাক্য জানিহ নিশ্চয়॥
সেই চোর দশ জনা নদীতে নামিল।
সভে মেলি সাঁতারিয়া নদী পার হৈল॥
অষ্টক্রোশ পথ গেল এক ক্ষণের মধ্যে।
সরোবর মধ্যে যেতে পড়িলেক ধন্ধে॥

[১] কারণ—"রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়।"—অমৃতরত্নাবলী।

সেই সরোবরের রক্ষক পাঁচজনা ধানুকী [১] ।
ফুলের রস যোগায় তারা আপনা করে লুকী ॥
যেই মাত্র সরোবরে করিল গমন ।
সর্দ্দারে রক্ষক আসি করিল বন্ধন ॥
আর নয় জনা তারা পালাইয়া গেল ।
পুনরপি সেই পথে ফিরিয়া আইল ॥
সবা বন্দী হৈল চন্দ্র করিল উদয় ।
পৃথিবীর পঞ্চাশ দণ্ড অন্ধকারে রয় ॥
দিবস হইল সূর্য্য করিল উদয় ।
বন্দী ছাড়ান কৈল হইয়া সদয় ॥
তাহাকে ছাড়িয়া দিল আপনার গুণে ।
মিছা মিছি বন্দী আছে আপনা না জানে [২] ॥
কত যুগ বহি গেল নাহিক চেতন ।
ছায়ারূপে মায়া পিশাচ করায় দণ্ডন ॥
নিত্যানন্দ-চান্দ যবে উদয় করিল ।
বাহ্যের আন্ধার মনের আন্ধার সব দূরে গেল [৩] ॥
চৈতন্যচন্দ্রের গুণ কে পারে বর্ণিতে ।
চেতন করান তারে চৈত্যরূপেতে ॥
মায়া ধন্দ দূরে গেল পাইল চেতন ।
নিজ কার্য্য মনে স্মৃতি হইল ততক্ষণ ॥
রস চুরি করিবারে আইলাম দশজন ।
আমারে এড়িয়া সবে কর্য়াছে গমন ॥
অন্ধকারে ছিলাম পড়ি আলা কৈল কে ।
কেমনে জানিব আমি কেবা বটে সে ॥

১ পঞ্চবাণ ।

২ কারণ জীবাত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সহযোগেই তাহার বন্ধন ।

৩ এই দুই জাতীয় অন্ধকার দূরীভূত হইলে নিত্যানন্দ জন্মে, ইহাই সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য ।

ভাবিতে ভাবিতে হইলাম মত্ত-মন।
চৈত্যরূপে আসি মোরে করাইল চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া মুই দেখিলুঁ নানাস্থান।
তার তুল্য বৈকুণ্ঠ তৃণের সমান॥
নিমিখ মাত্র দেখিয়া মোর বাহ্য স্মৃতি হৈল।
কোথা ছিলাম কোথা আইলাম কিছু না জানিল॥
স্বরূপ বিফল কিবা কেন বা এমন।
কি দেখিলাম কিবা বটে নহে প্রকাশন॥
কেমন চৈতন্য সেই কিসের গঠন।
লখিতে নারিলাম আমি কিসের বরণ[১]॥
ভাবিতে ভাবিতে স্মৃতি হইল অপার[২]।
লুকাইল এ মানুষে বড় চমৎকার॥
সামান্য উৎকর্ষেতে একত্রেতে স্থিতি।
নরবপু না হইলে তারে পাবে কতি[৩]॥
ইহাতেই আছে সেই ইহাতেই নাই।
কহিবারে পারি যে কহিতে ঠাঁই নাই॥
সেই মানুষ এই দেখান তার ছায়া।
মনের ভিতর আছে জগতে করি দয়া[৪]॥
এই মত অনেক তত্ত্ব না যায় কথনে[৫]।
আপনা পানে চেয়া দেখ অজ্ঞান কেনে॥

১ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনা। ২ আকার—পাঠান্তর।

৩ মানুষ সামান্য একটু উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলেই, সেই অচিন্তনীয় পুরুষের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। এই ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে, অন্যের নাই।

৪ ঈশ্বর পরমাত্মা, তাঁহার প্রতিবিম্বিত পদার্থ জীবাত্মা। জীবাত্মা দেহের অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ পদার্থ, যাহাতে পরমাত্মা প্রতিবিম্বিত হন।

—উপনিষদ্—ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৫ গগনে—পাঠান্তর।

যাহা লাগি গোলোক ছাড়ি লভিল জনম।
ঈশ্বর হইয়া ফিরে যেন অকিঞ্চন॥
যাহা লাগি মহেশ অর্দ্ধচন্দ্র পরে।
ভরত মুনি লিখিয়াছে যাহার বিস্তারে [১]॥
যাহা লাগি বলরাম নানা বেশ ধরে।
কহিবার কথা নহে রাখিহ অন্তরে॥
লজ্জা ভয় সরম ভয় উভয় আমার।
বেদ ভয় যম ভয় ধরম ভয় আর॥
জাতি পাতি কুলশীল ধরম করম।
ধন্দঘোর নাহি ঘুচে না ঘুচে সরম॥

পূর্ব্বে যবে চুরি করিতে গেলা দশজন।
মন দিয়া শুন কহি তাহার বিবরণ॥
সরোবরে পশিতে হইল অন্ধকার।
যাবামাত্র বন্দী হইল সবা যে সর্দ্দার॥
আর নয় জনা গৃহে করিল গমন।
ভয় পেয়ে গৃহে থাকে না যায় দেবস্থান॥
সবার লাগিয়া তারা ভাবে রাত্রিদিবা।
হেনই সময়ে তথা আইল সর্ব্বদেবা॥
সবা সবা বলি তিঁহ ডাকিতে লাগিল।
নয়জন গলবস্ত্রে বাহির হইল॥
কি আজ্ঞা হয় প্রভু করি কোন্ কাজ।
তেঁহো কহেন চল যাব সরোবর মাঝ॥

[১] সহজিয়া সাহিত্যে দেখা যায় যে ভরত নামে এক মুনি এই সাধনা-সম্বন্ধীয় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মৎপ্রণীত "চৈতন্য-পরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" নামক ইংরাজি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যে আজ্ঞা হয় প্রভু তাহা সে করিব।
তোমার অলঙ্ঘ্য বাক্য লঙ্ঘিতে নারিব॥
এক নিবেদন করি কহিতে ডরাই।
নিবেদন করি যদি অভয় দান পাই॥
তেঁহো কহেন ভয় নাহি কি ভয় কর আর।
তারা কহে খোয়াইয়াছি সবা যে সর্দ্দার॥
তেহোঁ কহেন তারে তোরা খোয়াইলি কোথা।
বজ্র পড়িল হেন বাসোঁ মোর মাথা॥
তারা কহে কই কথা তুমি হউ স্থির।
ব্যাকুল হইলে কারু না বাঁচে শরীর॥
তোমার সঙ্গে গেলাম সবে কমলের বনে।
ফুলরসে মত্ত হয়া আইলা আপনে॥
তারপর দিনে সবা ডাকিয়া আমারে।
'সবে মিলি চল যাই চুরি করিবারে॥'
তাহার পাইক মোরা তেঁহো যে সর্দ্দার।
চুরি করিবারে গেলাম হয়া নদীপার॥
সরোবরে পশিতে হইল অন্ধকার।
অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইলাম অপার॥
ঘরেতে আইলাম মোরা সাত-পাঁচ ভাবিয়া।
তোমাকে না কই মোরা মনে ভয় পায়া॥
অতএব তোমার পায়ে নিবেদন কৈলুঁ।
তিনদিন ঘরের ভিতর লুকাইয়াছিলুঁ [১]॥
সর্ব্বদেবা বলে সে যে বড় যোদ্ধাপতি।
অতি বেগে চলে যেন পবনের গতি [২]॥

কারণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের পরে কলিকালে মাধুর্য্যভাবের উপাসনার তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, ইহা বৈষ্ণব ও সহজিয়া মত।

২ আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হইল।

অন্ধকার ঘোর নষ্ট হয় যার আগে [১] ।
মোর ভয়ে আইসে নাই গেল কোন্ দিগে ॥
তারে আমি পান দিব আনগা আমার ঠাঁই ।
কহিও তোমরা তারে কিছু ভয় নাই ॥
তারা কহে কোথা গেল কোথা বা রহিল ।
কেমনে পাইব লাগ নিবেদন কৈল ॥
যদি আপন ভাল চাহ বোলাহ তাহারে ।
না আনিলে গোষ্ঠী সহিত করিমু সংহারে ॥
ভয়ে নয় জনা কৈল চরণ বন্দন ।
পান আজ্ঞা লয়া সবে করিল গমন ॥
একে একে ভ্রমণ করিল সব দেশ ।
কোন স্থানে না পাইল সবার উদ্দেশ ॥
অনেক খুজিল তার লাগ না পাইল ।
সবে মিলি যুক্তি করি তপস্বী বেশ হৈল [২] ॥
নিজ গৃহে যাইতে নারে সর্ব্বদেবার ডরে ।
বনের মাঝারে গেল সেই নদীতীরে ॥
নয় জনা তীরে বসি তপস্যা ধর্ম্ম করে ।
কতযুগ বহি গেছে তবু নাহি মরে ॥
সেই নদী আছে চৌদ্দ ভুবন বেড়িয়া ।
তার তীরে যে বাস করে না পায় যমের পীড়া [৩] ॥
বেদে নাহি জানে বেদে তার জন্ম [৪] ।
সদা শিব তথা আছে জানি তার মর্ম্ম ॥

১ কারণ এই আত্মা স্বভাবতঃ নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুৎপিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প (ছান্দোঃ ৮।১।৫) ।

২ তপস্যাদ্বারা সে আত্মোপলব্ধি হয় না, তাহা বলিবার জন্য এই পরিকল্পনা

৩ কারণ রসপ্রেমামৃত যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা অমর হন ।

৪ প্রেমমার্গীয় ধর্ম্মমতের কথা বেদেই আছে, অথচ বেদ, উপনিষদ্, আগম প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক জ্ঞানমার্গীয় উপাসনার দিক্ লইয়াই

একদিন এক কন্যা নদী-স্নান কৈল।
স্নান করি উঠিতে তার রূপ বাড়ি গেল॥
তার রূপ নয় জনার হৃদয়ে পশিল।
ধ্যান ভঙ্গ হৈল তারা কন্যাকে পুছিল॥
আচম্বিতে কন্যা তুমি আইলা কোথা হইতে।
তোমা সমা রূপবতী নাহিক জগতে॥
কন্যা বলেন আমি পূর্ব্বে তপস্যা করিলুঁ।
নদীর পরশে হেন রূপবতী হৈলুঁ॥
কহ দেখি কোথা থাক কোথা তোমার ধাম।
তেঁহো কহেন সঙ্গে আইস দেখিবে বিদ্যমান॥
এতশুনি এক জন গেলা তার সনে [১]।
নিজস্থানে নিয়া কৈল অনেক সম্মানে॥
এক জনা গেল আর অষ্ট জনা থাকে।
সবা সবা বলি তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে॥
কতক দিবসে সবা করিল গমনে।
নরবপু দেহে আইলা নদী দরশনে॥
পনের দিবস তিঁহ তথাই রহিলা।
সেই খানে অষ্ট জনার সঙ্গে হৈল মেলা [২]॥
তিঁহ কহেন তোমরা স্মরহ কাহারে।
কোন্ দেব পূজা কর এই নদীতীরে॥

আলোচনা করা হইয়াছে। প্রেমমার্গীয় মাধুর্য্য-ভাবমূলক উপাসনা চৈতন্যদেব প্রচার করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বৈষ্ণব মত। এজন্যই বলা হয়—"এ রস-সমুদ্র বেদান্ত পার।"

[১] এই কন্যা সহজিয়া শাস্ত্রে শ্রীরূপ (মঞ্জরী) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সহজসিদ্ধির পথ তিনি দেখাইয়া থাকেন। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—"কন্যা সঙ্গে মন গেল তাহাই কহিল।"

[২] আত্মা নিজে আসিয়া ধরা দিলেন। দেহ-মধ্যগত হইয়াই আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হন, এই জন্যই বলা হইয়াছে "নরবপু দেহ" ইত্যাদি।

ইহার তীরে তপস্যা করিলে কিবা হয়।
এই তত্ত্ব কহ মোরে হইয়া সদয়॥
তারা কহে ইহা মোরা কিছুই না জানি।
কৃপা করি ইহার তত্ত্ব কহিবে আপনি॥
তিঁহ কহেন তোমরা যদি তত্ত্ব নাহি জান।
ঘর-দ্বার তেয়াগিয়া বনের ভিতর কেন॥
তারা কহে তপস্যার নাহি জানি তত্ত্ব।
নদীতীরে কেনে আছি কহিব বৃত্তান্ত॥
সবা নামে একজনা আমাদের সর্দ্দার।
তার মোরা পাইক তিঁহ সর্ব্বদেবার॥
তার সঙ্গে গেলাম মোরা চুরি করিবারে।
সরোবর নিকট যাইতে পড়িলাম অন্ধকারে॥
ক্রমে ক্রমে পলাইয়া আইলাম নয় জন।
সভা নাহি আইল ব্যাকুল হইল মন॥
অনেক দিবস তার রহিলাম বাট চায়া।
সবে মেলি ঘরে আইলাম মনে দুঃখ পায়া॥
সর্ব্বদেবা বোলাইল গেলাম তাঁর আগে।
তেঁহো কহেন সর্দ্দার সহ আইস বীরভাগে॥
চুরির বৃত্তান্ত কিছু কহিলাম তাঁহারে।
তিঁহ কহেন তত্ত্ব করি আনহ সবারে॥
সবা বিহনে আমি জীয়ন্তেতে মরা।
মোর প্রাণ রক্ষা কর সবা এনে তোরা [1]॥
যদি তোরা সবার না করিবি উদ্দেশে।
সগোষ্ঠী সহিতে প্রাণ নিব এই দোষে॥

১ আত্মা রূপ উজ্জ্বল কোষই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান। প্রতি জনের আত্মাই তাঁহার প্রকৃষ্ট আসন (ব্রাহ্মধর্ম)। এই জন্যই পরমাত্মার এই ব্যাকুলতা।

২ বীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"আমি নৈলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।"

এত বলি আমাদিগে দিল আজ্ঞা পান।
কোন্ খানে আছে তার করহ সন্ধান॥
তাহার উদ্দেশে মোরা আইলাম নয় জন।
ক্রমে ক্রমে অনেক স্থানে করিলাম ভ্রমণ॥
উদ্দেশ না পেয়ে মোরা ভাবিত অন্তরে।
তপস্বীর বেশে আছি সর্ব্বদেবার ডরে॥
তিঁহ কহেন সবার হইয়াছে মরণ।
তার লাগি নাহি পাবে বৃথা কর শ্রম॥
তারা কহে শুনহ দেখি করি নিবেদনে।
সবা মরিয়াছে তুমি জানহ কেমনে॥
তিঁহ কহে একত্রেতে অন্ধকারে ছিলাম।
তথায় মরিল সবা আমি পলাইলাম [১]॥
এত শুনি পাঁচ জনা তারে ত জানিল।
তপস্বীর বেশ ছাড়ি চরণে পড়িল॥
তিঁহ কহেন উঠ উঠ হইল মঙ্গল।
সর্ব্বদেবে তোমরা সব কহগা কুশল॥
তবে তিন জনা গেল সর্ব্বদেবার ঠাঁই।
প্রণাম করিয়া কহে শুনহে গোসাই॥
নরবপু দেহে সবা আছে নদীতীরে।
আপনে গমন কর দেখাইব তারে॥

১ এইরূপ "জীয়স্তে মরার" আদর্শ সহজধর্ম্মের মূলতত্ত্বের অঙ্গীভূত। একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

জীয়স্তে মরিয়া যায়॥

তাহার মরণ জানে কোন্ জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীবয়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই॥

এত শুনি সর্ব্বদেবার আনন্দ অপার।
মন্দ মন্দ গতি চলে অঙ্গ হইল ভার॥
সর্ব্বদেবা আসি অনেক যতন করিল।
কদাচিত তার সঙ্গে সবা নাহি গেল॥
আপনা পাসরে দেব করিল পয়ান।
তিন জন সঙ্গে লয়া গেলা আপন স্থান [১]॥
আর পাঁচ জনা সবার সঙ্গেতে রহিল।
অনেক যতন কৈল তারা নাহি গেল [২]॥
ঐশ্বর্য্য না লয় সহজে পশে যে।
নন্দনন্দন বিনে তারে নিবে কে [৩]॥

অহে পঞ্চ জন শুনহ বচন
স্বরূপ কহিবে মোরে।
নয় জনা তোরা সবে রসচোরা
তারা গেল কোথাকারে॥
তারা কহে বাণী জানহ আপনি
তথাপি আমরা কই।
তোমার উদ্দেশে বুলি নানা দেশে
নয় জনা একত্রে রই॥

১ সর্ব্বদেবা বা পরমাত্মা জ্ঞান, বুদ্ধি, চিত্ত ইত্যাদি অন্তরেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বলিয়া এই পরিকল্পনা।

২ গীতাতে (১৫।৭-৮) আছে—"জীবাত্মা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং দেহ হইতে নির্গত হইবার কালে ইহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া অন্য দেহে প্রবেশ করে।" এই আখ্যায়িকায় মন আগেই কন্যার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এখন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও জীবাত্মা তাহার সন্ধানে যাইবে, তাহারই ভূমিকা করা হইতেছে।

৩ ঐশ্বর্য্য ভাবের উপাসনা অবলম্বন না করিয়া, যাহারা মাধুর্য্যময় সহজ ভাবের উপাসনা অবলম্বন করে, তাহারাই নন্দনন্দনকে প্রাপ্ত হয়।

এই নদীতীরে সর্ব্বদেবার তরে
রাহ তপস্বীর বেশে।
আচম্বিতে বন্যা তাহে এক কন্যা
নদীর তরঙ্গে ভাসে॥

তার রূপ দেখি ছল ছল আঁখি
পুছিলাম তার ধাম।
কহেন বচনে আইস মোর সনে
দেখিবে যে বিত্তমান॥

কি মোহিনী জানে করায় অচেতনে
হাসি হাসি কহে কথা।
আমরা নয় জনে ভাবি মনে মনে
এ বেশে কে এল হেথা [১]॥

মুদি যদি আঁখি তবু তারে দেখি
মনেতে লাগয়ে লেঠা।
ক্ষণে বর্ণ কত রূপ শত শত
বিজুরী জিনিয়া ছটা॥

গজরাজ-জিনি মধুর চলনি
মেঘাম্বর পরিধান।
মণিময় নূপুর চরণ উপর
চলিতে বাজয়ে তান॥

মধ্যের এক জনে লইয়া কৈল গমনে
তার লাগি মোরা দুঃখী।
তবে মোরা আট জনে ব্যাকুল হইলুঁ মনে
সবা বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাকি॥

১ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রারম্ভের সূচনা।

তোমার সঙ্গে হইল দেখা মোদের প্রাণ গেল রাখা
সর্ব্বদেবে করিল গোচরে।
সর্ব্ব দেবা আসি হেথা কহিলেন যে ছিল কথা
লইয়া যেতে নারিল তোমারে॥
তবে ধরে তিন জনে করি অনেক যতনে
লয়া গেল আপনার স্থান।
মোরা পঞ্চজনে রহিল চরণে
তো বিনু নাহি জানি আন॥

তবে তিঁহ পাঁচ জনে করি আলিঙ্গন।
সর্ব্ব তত্ত্ব শিখাইল করিয়া যতন॥
পূর্ব্বাপর যত কিছু বৃত্তান্ত সকল।
ক্রমে ক্রমে কহি তাহা শুন অবিকল॥
সেই সে নদীর গুণ কহিতে কে পারে।
চোর হইয়া তথা থাকে দিব্য জ্ঞান ধরে॥
গোকুলের নাথ যাহা করে আস্বাদন।
সেই বস্তু আস্বাদন করে পঞ্চ জন॥
সেই বস্তু শেষে করিব লিখন।
তাদের ভাব কহি শুন সাধক জন॥
নবীন কিশোরী পেখলুঁ ঘাটে।
দেখিতে নারিলাম কিরূপ বটে॥
কোটীচন্দ্র জিনি মুখেরি ছটা।
চকোরগণের হয়েছে ঘটা॥
সূর্য্যের উদয়ে বিকশিত পদ্ম।
ভ্রমরা পাইল মধুর গন্ধ॥
ভ্রমরা পদ্মেতে উড়িয়া বসি।
হেনই সময়ে উদয় শশী॥
ভ্রমরা হইল পদ্মেতে বন্দী।
কি করিব তবে মধুর সন্দি॥

সূর্য্যের ছটা লাগয়ে জ্বালা[১]।
সরোবর শুখাইল পদ্ম সে গেলা॥
ভ্রমরা বাঁচয়ে কাহার গুণে।
যাহার হইয়াছে সেই সে জানে॥
এই পদ গান করে ভাবাবেশ হইয়া।
আস্বাদিতে আস্বাদ বাড়ে বুলেন খুজিয়া॥
খুজিতে খুঁজিতে তাঁর পাইল দরশন।
প্রেমাবেশে মধুর স্বরে করে আলাপন॥

দগ্ধ কাঞ্চন-জিনি সে ধনীর বরণখানি
জল নিতে নেমেছিল জলে।
আন্ধার বরণ জল শঙ্খ পদ্ম ঝলমল
পেখলু যমুনার কুলে॥
চন্দ্র করে উদিত পঞ্চ পদ্ম বিকশিত
আর দুই মুদিত হইল।
তিন পদ্ম প্রফুল্লিত হয় চন্দ্র গেল নিজালয়
আর দুই পদ্ম নিকসিল॥
যে-বা চায় জগজ্জনে অহা নাহি লাগে মনে
প্রথমেই তাহার আশ্রয়।
তার সঙ্গে রহিতে আজ্ঞা হৈল গাইতে
গাইলে যে তাহারে মিলয়॥
প্রথমে যে দ্রব্য হয় তাহা বিন্দু কিছু নয়
কিন্তু বটে স্থানের মহিমা।
চন্দ্র পদ্ম দুই জনে রিপু হয় একত্রে কেনে
এ দোঁহার কে করিবে সীমা॥

১ ভ্রমর যেমন মধুর জন্ত ব্যাকুল হয়, সহজিয়া সাধকগণও সেইরূপ রস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে সাধনা করেন। তাঁহাদের রতি সর্ব্বতোভাবে জ্বালা-বিবর্জ্জিত হইবে। কাম দাবানলসদৃশ বলিয়াই তাহার জ্বালা অনুভূত হয়। কিন্তু রতি চন্দ্র কিরণের স্থায় শীতল। এই ভাব চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৯ সংখ্যক পদে বিবৃত হইয়াছে।

এই সব উদ্দীপন যে করাইল দরশন
সেই হয় প্রাণের মোর বন্ধু।
জগতে যারে তিত কয় সেই মোর মিঠ হয়
তিত মিঠ অমৃতের সিন্ধু॥

এই মত নানা ভাবে করে প্রলাপন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন [১] ॥
স্থির হইয়া তবে তিঁহ পুছিল পঞ্চ জনে।
কহ কোন্ পথে কন্যা করিল গমনে॥
তাহারা কহে না জানিয়ে কোন্ দিকে গেল।
তার ভাবে ভাবিত হইয়া তথাই পড়িল॥
নানা ভাবে চঞ্চল ইতি-উতি চায়।
কি জাতি ভাবের গতি বুঝনে না যায়॥
যথা আছে সেই কন্যা তিঁহ তাহা জানে।
যাইতে না পারে তথা সঙ্গে পঞ্চ জনে॥
নির্ব্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবা মাত্র মরে॥
তিঁহ হন নির্ব্বিকার তাঁর বিকার নাই।
পাঁচ জন সঙ্গে রহে তেই নাই যাই [২] ॥
পঞ্চ জনে কতক দিনে করিল সমান।
পাঁচ জনার এক বাক্য একই পরাণ॥
আপন জীবন যেন আপনার মন।
ছয় জনার ছয় বাক্য একুই সবে হন [৩] ॥

১ চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ অবস্থার আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে।

২ আত্মার বিকার নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সহযোগেই সে পরিণামী হয়। ইহা বেদান্তের শিক্ষা।

৩ "সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্য কৃষ্ণানুশীলন।" সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সমানভাবে বিকার-রহিত করিতে হইবে, ইহাই বক্তব্য।

এই ছয় জনা আমার গুরু হয়।
প্রতীত করিবে মনে কহিবার নয়॥
কন্যা সঙ্গে যে জন করিল গমন।
তাহার যে কথা কহি শুন সাধক জন॥
আগে আগে কন্যা যায় পশ্চাতে সেই জন।
পাছু পানে চাহি দেখি হইল মরণ॥
কন্যা নিকট আসি বহু যতন করিল।
আপনার শক্তি দিয়া তাঁরে বাঁচাইল॥
তার শিরে হস্ত দিয়া থুইল ভরত নাম [১]।
পুন সেই পথে দোঁহে করিল পয়ান॥
আপন ভুবন যেয়ে বসিলা আপনে।
তিন কথা কহিলেন ভরতের কাণে॥
সেই লোকের কথা সেই লোক জানে।
এই লোকে সেই কথা জানিবে কেমনে॥
একদিন নদীধারে কৈল নদীস্নান।
স্নান করি উঠিতে নদীতে আইল বান॥
সেই কন্যা নদীস্নান আইলা করিতে।
ঘাট ছাড়ি দিয়া দাণ্ডাইলা এক ভিতে॥
ঘাটে বসিয়া অঙ্গ করয়ে মার্জ্জন।
দেখি আনন্দিত হইল তা সবার মন॥
স্নান সমাপ্ত হৈল করিল গমন।
বিজুরীর ছটা-জিনি অঙ্গের বরণ॥

১ ইহার ব্যাখ্যার নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—

নিজতত্ত্ব পরতত্ত্ব রসতত্ত্ব আদি।
সহজ আচারে মন নিষ্ঠা হৈল যদি॥
তবেই তাহাকে কহে ভরত আখ্যানে।

সহজিয়ারা ভরতকে সহজ সাধনার আদিগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ছয় জনা পিছে পিছে যান কিছু দূরে।
পালটিয়া তিঁহ চাহিয়া দেখিলেন সবারে॥
সবাকে দেখিয়া তিঁহ বস্ত্র দিলা মাথে।
পথ ছাড়ি দিয়া দাণ্ডাইলা এক ভিতে॥
তাহারাও দাণ্ডাইয়া রহিলা সেই ঠাঁই।
তারে পাছু করিয়া যাইতে শক্তি নাই॥
পুরুষের অগ্রেতে স্ত্রীলোক নাহি যায়।
ছয় জনার রূপ দেখি নয়ান জুড়ায়॥
ক্ষণেকের মধ্যে তার চারি বর্ণ দেখি।
রূপ নিরীক্ষণ করে অনিমিখ আঁখি॥
পুনর্ব্বার সেই কন্যা ফিরে যদি চান।
ছয় জনা দেখে যেন পাষাণ সমান॥
শীঘ্র করি আইল তিঁহ আপন ভুবন।
ভরতে ডাকিয়া বলে শুনহ বচন॥
ছয় জনা পথে আছে হয়া অচেতনে।
যত্ন করি তা সবারে আনহ আপনে॥
শুনিয়া তাহার বাক্য করিলা গমনে।
বাঁকা পথে যাইতে দেখিল ছয় জনে॥
ভরত কহে তোমরা সব করহ চেতন।
এ দশা তোমাদের কেনে কহ না কারণ
অনেক প্রকারে তিঁহ করিলা চেতন।
একত্রেতে বসি সবে কহেন বচন॥
ভরত কহে তোমরা বৈসহ কোন্ দেশে।
এই স্থানে কি কার্য্যে করিলে প্রবেশে॥
তারা কহে মোরা সবে তীর্থ করি বুলি।
এই দেশে যত তীর্থ দেখিব সকলি॥
ভরত কহে এই দেশে কিছু তীর্থ নাই
আছুক তীর্থের কার্য্য আচরণ নাই॥

কার্য্য নাহি আমাদের আচার-বিচারে।
লুকাইতে আসিয়াছি সর্ব্ব দেবার ডরে॥
এই বাক্য শুনি ভরত শীঘ্র চলি গেল।
তারা কহে ফির ফির রক্ষক আইল॥
যেই ভয় হইল তার নাহি বান্দে চুলি।
পালাইয়া গেল ভরত করিয়া বিকুলি॥
সেই দেশ পার হয়া গেল অন্য দেশে।
দুর্গম বনের ভিতর করিল প্রবেশে।
আপনার তত্ত্ব তিঁহ লেখেন আপনে।
আগমসার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে [১]॥
তার তত্ত্ব শুনিতে যদি কারো মন হয়।
আগমসার দেখিলে পাবে তাহার নির্ণয়॥
শিবদুর্গার বাক্য লয়া কর্য্যাছে বর্ণন।
অদ্যাবধি ইতর লোক সেই বাক্য কন॥

বিলম্ব যে জানি ভাবিয়া কামিনী
আপনে করিল গমনে।
কহেন সাক্ষাতে পাঠায়েছিল নিতে
সবে নাহি গেল কেনে॥

এইখানে বসি যে কেহ বিদেশী
আনি দিয়ে অন্ন পানে।
তোমরা মানুষ জান সব রস
মহলে করহ পয়াণে॥

[১] পূর্ব্ববর্ত্তী আগমগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

লৈতে এলো যে কোথা গেল সে
কহে মোরা সব জানি।
কেহো বলে এলো কেহো বলে গেল
আসিবেন কেন তিনি॥

মোরা জাতি ছার তিঁহ সদাচার
কেনে দিবেন দরশনে।
নীচের বাতাসে তেজীর তেজ নাশে
বুঝি কৈল পলায়নে॥

তুয়া দরশনে এসেছি ছয় জনে
কৃপা কর নিজ গুণে।
নিবেদন করি আজি যাহ ফিরি
কালি আইস বিহানে॥

তবে ত কামিনী কহে মধুর বচনে।
এক নিবেদন করি শুন ছয় জনে॥
বাড়ীর ভিতর হয় নাম বাহির বাড়ী।
নানাজাতি ফুল গাছ আছে তাতে বেড়ি॥
তাহার বাহিরে আছে ঘর একখানি।
আজি তথা বাস কর রাখ মোর বাণী॥
যে আজ্ঞে বলিয়া সবে করিল গমন।
সেই ঘরে বাসা দিয়া গেলেন ভুবন॥
আপন নিজের লোক ডাকি দশ জনে।
সকলে মেলিয়া কর দ্রব্য আয়োজনে॥
সহস্র জাতি ফল হয় কত নিব নাম।
তিন শত ফল হয় অমৃত সমান॥
পক্কান্নের দ্রব্য সেই কত শত হয়।
সেই সব দ্রব্যের কেহো নাম না জানয়॥

রন্ধনের দ্রব্য তবে কে করে গণন।
এক দ্রব্যে হয় তার দ্বাদশ ব্যঞ্জন॥
যে সকল দ্রব্য আছে চৌদ্দ ভুবনে।
সেই সব দ্রব্য আছয়ে এই স্থানে॥
বুঝিতে বিষম নহে সহজ কথা বটে।
স্পষ্ট করি লিখি যদি তবে দোষ ঘটে॥
ফল আহারের আর রন্ধনের দ্রব্য।
তিন জন পাঠাইল তিন জন ভব্য॥
সেই সকল দ্রব্য তারা অল্প করি নিলা।
আর বাকি দ্রব্য সব ফিরে পাঠাইলা॥
স্বেচ্ছারূপ কিছু কিছু করিলা ভক্ষণ।
রাত্রিকালে সেই ঘরে করিলা শয়ন॥
তৃতীয় প্রহর [১] রাত্রি যখন নিবরিয়া গেল।
আপন সমান ছয় জনে সংক্ষেপে কহিল॥
ফলের বাড়ীতে আছে বিদেশী [২] ছয় জন।
শীঘ্র করি বুঝে আইস ছয় জনার মন॥
নয়ানকামা বয়ানকামা শ্রবণলতিকা।
গন্ধকালি স্পর্শমালি নীলচন্দ্ররেখা [৩]॥

মেঘের ঘটা বিজুরী ছটা
রূপের নাহিক সীমা।
তড়িৎ-জিনি বরণখানি
নীল বসনীয়া রামা॥

[১] দেড় প্রহর—পাঠান্তর।
[২] বৈদেহিক— ঐ।
[৩] আগমগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মধুর চলনে মাঝাটি হিলনে
ঘন ঘন তোলে হাই।
অঙ্গটি মুড়ে ভাঙ্গিটি করে
সবার নিকটে যাই॥

চন্দ্র কত মত সূর্য্য শত শত
দোঁহারে বেড়িয়া তারা।
দিবস রজনী একত্রে সজনী
যে রূপে ভুবন ভোরা॥

মন্দ সমীরণ বহে ঘন ঘন
তাহে বসন বিথারে।
প্রফুল্লিত পদ্ম ছুটে মধু গন্ধ
নাসা মাতোয়ারা করে॥

নয়ানে নয়ানে চাহে কুচ পানে
ঘন ঘন টানে নাসা।
রস মূর্ত্তিমান্ রসের পরাণ
রসিক করয়ে আশা॥

সেই রূপ ছয় জনার হৃদয়ে পশিল।
নিদ্রাভঙ্গ হইল সবার উঠিয়া বসিল॥
নয়ানকামা বলে একবার চাহ আমাপানে।
মানুষ হইয়া আছ হেট মুণ্ডে কেনে॥
সবা কহে নিদ্রায় আঁখি মেলিতে না পারি।
নিজালয়ে গমন কর নিবেদন করি॥
নয়ানকামা কহে মোরা নিজালয়ে আছি।
নিজের আলয় বৈকি পরের আলয় আছি॥
সবা কহে কৃষ্ণের নিকটে করহ গমনে।
নয়ানকামা কহে কৃষ্ণেরে কেবা জানে॥

সবা কহে পতির পাশ করহ গমনে।
নয়ানকামা কহে আমাদের পতি কোন্ জনে॥
আমরা জগতের পতি আমাদের পতি কেবা আছে।
যার লাগি গোলোকনাথ গোলোক তেজেছে॥
নয়ানকামা কহে কহ চুপ করিলে কেনে।
সহজ কথা কহিলাম দুঃখ মানিলে মনে॥
সবা কহে এই কথা নারিলাম বুঝিতে।
নয়ানকামা কহে ইহা বুঝে দেখ চিতে॥
প্রথমে বুঝিয়া দেখ আপনার মন।
আপনা বুঝিলে বুঝি এ চৌদ্দ ভুবন॥
সবা কহে আমরা ত না জানি আপনা।
নানা দেশ বেড়াই বৃথা করিয়া ভাবনা॥
নয়ানকামা কহে শুন আমার বচন।
সহজ কথা কহি আমি ইথে দেহ মন॥

গুপ্তচন্দ্রপুর [১] সেহ অনেক দূর
চৌদ্দ ভুবনের কাছে।
নাহিক জরা কেহ নহে মরা
কি জাতি মানুষ আছে॥
কি জাতি মন্দির নহে সে গোচর
রস কোন্ হয় তার।
তাহার ভিতর কিশোরী কিশোর
না হয় গোচর কার॥
সেই রস কোণে বসে রসিক জনে
আপন আলয় হয়।
যাহার গুণে আপনা চিনে
সে জনা তথাই রয়॥

১ এই গুপ্তচন্দ্রপুর, সহজপুর বা সদানন্দগ্রাম সহজিয়াদের নিত্যধাম।

প্রকৃতি আচার পুরুষ বেভার
যে জনা জানিতে পারে।
তার দক্ষিণ অঙ্গে উৎপত্তি রঙ্গে
মানুষ বলি যে তারে॥
বাম অঙ্গ তার নাইকা অবতার
কৈশোর বয়স দোঁহে।
ছোট বড় নয় কৈশোরেতে রয়[১]
সদাই আনন্দে রহে॥
দিব্য সেই স্থল সংসারের মূল
৩৩ ক্রোশ এই স্থান।
সেই স্থান অক্ষয় যুগে যুগে রয়
প্রলয়ে নাহিক যান॥
সূর্য্য নাহি চলে বেদে নাহি বলে
পবনের নাহি গতি।
না চলে চন্দ্র নাশয়ে ধন্দ
কিবা সে স্থানের জ্যোতি[২]॥
কত শত জন করিয়াছে শ্রম
কেহ ত যাইতে নারে[৩]।
শিব হলধর সে নহে গোচর
গোলোকনাথ ভাবে যারে॥

১ কারণ—

কৈশোর বয়স কাম জগৎ সকল। চৈঃ চঃ।
কৈশোর বয়স নিত্য প্রেমের স্বরূপ॥ আত্মসারস্বতকারিকা।

২ গীতার ১৫।৬ শ্লোকে, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১১।৩ সূত্রেও নিত্যলোক-সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তিই দৃষ্ট হয়।

৩ বিষ্ণুপুরাণের ১।১১।৪০ শ্লোকে ধ্রুব অনন্তভুক্ত এইরূপ স্থানই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এতেক শুনিয়া সবা বন্দিল চরণ।
তোমার প্রসাদে মোর স্থির হইল মন॥
শেষ রাত্রি হইল সবে করিল গমনে।
সকল বৃত্তান্ত আসি কহিল তার স্থানে॥
এই মত সেই রাত্রি প্রভাত হইল।
চন্দ্র অস্ত গেল সবে স্নান করিল॥
দশ দণ্ড বেলা যখন হইল গগনে।
মহল দেখিতে সবে করিলা পয়াণে॥
বাহির দুয়ার দেখি করিলা প্রণাম।
স্থিতি দেহের হয় সেই নিত্যধাম॥
এক রঙ্গ দুই রঙ্গ তিন রঙ্গ উঠে।
এক তলা দুই তলা তিন তলা বটে॥
দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান নাহি কেবা যাইতে পারে।
তসলি কপাট আছে একটি দুয়ারে॥
তিন দ্বার হয় তার এক দ্বার মুক্ত।
দুই দ্বারে নাহি যায় যেই হয় ভক্ত [১] ॥

১ চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৯৩ সংখ্যক পদে আছে—

বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥

এখানে বাহিরের দ্বারটি যে স্থিতি দেহের, তাহা পদমধ্যেই বলা হইয়াছে। সাধনার প্রাথমিক স্তরে দেহকে অগ্রাহ্য করিলে চলে না, ইন্দ্রিয়াদি সংযত করাও সাধনার অঙ্গবিশেষ। তৎপরে সিদ্ধিলাভের তিনটি পন্থা আছে—জ্ঞানমার্গ যোগমার্গ, ভক্তি বা প্রেমমার্গ। চরিতামৃতে আছে—"জ্ঞানমার্গে নিতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ" (আদির দ্বিতীয়ে) ইত্যাদি। এখানে বলা হইল যে, জ্ঞান ও যোগের মার্গদ্বয় পরিত্যাগ করত মধ্যস্থিত প্রেমমার্গ অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য মৎপ্রণীত "রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা" দ্রষ্টব্য।

মধ্য হুয়ারে সঙ্গে করিল গমন।
আপন স্থান বুঝি বসিলা ছয় জনে ॥
হিয়ার ভিতরে বৈসে বাছে তার গুণ।
চতুর্দ্দশ ভুবন তাথে করে আকর্ষণ ॥
সেই গুণে মনের যে জন্মায় আনন্দ।
সেই ছয় জনার ঘটিল আনন্দে আনন্দ ॥
ইহাতেই আছে সেই নন্দের নন্দন।
সেই গুণে জগতের আকর্ষয়ে মন ॥
অমৃতের গুণে আগে করে আকর্ষণ।
রসিক ভকত বিনে না জানে অন্য জন[১] ॥
মূর্খে বুঝিবে কি পণ্ডিতে নাহি বুঝে।
বৈরাগী না পায় ঠোর রসিক ভক্তে মজে ॥
জীব হয়া যে ইহা করয়ে শ্রবণ।
পুরীষের কীট হয়া লভয়ে জনম ॥
বৈষ্ণব হইয়া যে ইহার ডোর খুলে।
তার ভাব শূন্য হয় কৃষ্ণ নাই মিলে ॥
অমৃতরসাবলী, ইহ গ্রন্থ মহাশূর।
রসিক ভক্তের নিকট হয় অন্যের বহুদূর ॥
ভক্ত দেখিয়া ইহা করিহ প্রকাশ।
অভক্ত দেখিলে তার হবে সর্ব্বনাশ ॥

১ ইহাকেই বলে—"আনুকূল্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।" "কৃষ্ণ জগৎ-মোহন," এবং "স্থাবর-জঙ্গম-আদি সর্ব্ব চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন" রূপে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার বাণরূপ আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে যখন তিনি মানবকে নিত্যানন্দ দান করেন, তখনই সহজ সিদ্ধিলাভ হয়; অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মত বিশ্বের সর্ব্বত্র নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে পারাই সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়-সমন্বিত জীবাত্মা প্রেমমার্গ অনুসরণ করিয়া নিত্যানন্দে ডুবিয়া থাকিবে; এই তত্ত্বই এই গ্রন্থমধ্যে রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বাহ্যে নাহি আচরিহ মনের করণ।
শ্রীচৈতন্যের মনের করণ জানে যেই জন॥
দন্তে তৃণ ধরি বলো শুন সাধক জন।
এই প্রস্তু গ্রন্থ হয় তাঁর প্রাণধন॥
প্রকারে জানিতে পারে অনুভব হৈলে।
ইহার দৃষ্টান্ত দেখ কমলের ফুলে॥
কোন্‌খানে মধু থাকে ভ্রমর করে পান।
কমলে পাইলে মধু না দে[খে] নয়ান॥
শ্রীমুকুন্দদেবের আজ্ঞায় নিলাম আমি।
কত বা দিবার বেলায়ে মানা কৈলেন তিনি॥
অতএব প্রাণ তোকে কৈলাম সমর্পণে।
প্রাণ নিকটে ইহার রাখিবি গোপনে॥

ইতি অমৃতরসাবলী-গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

